অর্থশাস্ত্র।

(চাণক্য-প্রণীত 'অর্থশাস্ত্রের' বঙ্গানুবাদ)

প্রথম কল্প।

(হাজারীবাগ, সেণ্টকলম্বাস্ কলেজের ইতিহাস ও অর্থনীতির অধ্যাপক,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক,)

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি, এ,

এফ-আর্-ই-এস্, এফ-আর-হিষ্ট-এস্, এম্-আর-এস্-এ.,

সঙ্কলিত।

প্রকাশক—

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী।

"পৃথিবীর ইতিহাস" কার্য্যালয়, হাওড়া।

মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা মাত্র।

অধ্যাপক

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথের

অন্যতম গ্রন্থ

অর্থনীতি

(Elements of Political Economy)

মূল্য ১৲ টাকা।

হাওড়া,

"পৃথিবীর ইতিহাস" কার্য্যালয়

ও

গুরুদাস বাবুর

বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীতে

ও অন্যান্য পুস্তকালয়ে

প্রাপ্তব্য।

কর্ম্মযোগ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
৪নং, তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া
হইতে
শ্রীযুগলকৃষ্ণ সিংহ দ্বারা মুদ্রিত।

DEDICATED

BY

KIND PERMISSION

TO

THE HON'BLE JUSTICE

SIR ASHUTOSH MOOKERJEE.

Kt., C.I.E., M.A.D.L., *Saraswati*, D. Sc., F.R.A.S., F.R.S.E. &c.,

Vice-Chancellor of the University of Calcutta.

AS A TOKEN

OF

REGARD AND GRATITUDE

BY

THE HUMBLE AUTHOR.

নিবেদন।

'অর্থশাস্ত্রে'র মূল সংস্কৃত গ্রন্থের দুই শত পৃষ্ঠার অনুবাদ প্রকাশিত হইল। অন্য দুই শত পৃষ্ঠার অনুবাদও শীঘ্র যন্ত্রস্থ করিবার ইচ্ছা রহিল।

এই গ্রন্থ-প্রকাশে আমি অনেকের নিকট অনেক ভাবে সাহায্য পাইয়াছি। Indian Antiquary তে প্রকাশিত 'অর্থশাস্ত্রের' ইংরাজী-অনুবাদক, মহীশূরের রাজকীয় পুস্তকাগারাধ্যক্ষ, পণ্ডিত শ্যামশাস্ত্রী তাঁহার পাণ্ডুলিপিগুলি দেখিতে দিয়া প্রভূত উপকার করিয়াছেন। 'নব্যভারত' সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয় তাঁহার 'নব্যভারতে' 'অর্থশাস্ত্রে'র অনুবাদ ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিয়া, আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক মিঃ ভিনসেণ্ট স্মিথ, মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, স্যর শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এবং শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়গণ আমাকে এই গ্রন্থ-প্রকাশে উৎসাহিত না করিলে, আমি এই গ্রন্থ সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সাহসী হইতাম না। 'ইণ্ডিয়ান-মিররের' ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ৺ রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর, 'ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউজ', 'এম্পায়ার', 'জর্ণাল', 'হিতবাদী' প্রভৃতি সংবাদ-পত্রের সম্পাদকপ্রবরগণ, মাননীয় বর্দ্ধমানাধিপতি, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়, ও শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন রায়ের নামও এই প্রসঙ্গে বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। মাননীয় কাসীমবাজারাধিপতি আমার অন্যতম গ্রন্থ 'অর্থনীতির' ব্যয়-

ভার বহন করাতে, আমার পক্ষে শীঘ্র শীঘ্র এই গ্রন্থ প্রকাশ করা সহজসাধ্য হইয়াছে। ইহাঁদের সকলকেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

গ্রন্থের মুদ্রণকালেও অনেকের নিকট সাহায্য পাইয়াছি। আমার কনিষ্ঠ, মধুপুর এডোয়ার্ড-জর্জ্জ ইনষ্টিটিউসনের হেড্‌মাষ্টার, শ্রীমান্ যতীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি-এ, এম্-আর-এ-এস্, পাণ্ডুলিপি স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়াছেন। 'হিন্দুজীবন' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভারতী মহাশয় প্রথম তিন ফর্ম্মার, হাজারীবাগ 'সেণ্ট কলম্বাস্ কলেজে'র বটানীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র চন্দ্র, এম্-এ, এম্-আর-এ-এস্ মহাশয় তৃতীয় খণ্ডের, ও 'সাহিত্য-সংবাদ' পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক সোদরপ্রতিম শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সান্যাল মহাশয় সমস্ত গ্রন্থের প্রুফ সংশোধনে আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বেদান্তবাচস্পতি বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়দ্বয়ের, এ গ্রন্থ প্রকাশে যত্ন ও শ্রম অতুলনীয়। ইহাঁদের উৎসাহই গ্রন্থ-প্রকাশের মূলীভূত কারণ। 'কালিদাস' প্রভৃতি সৎগ্রন্থ প্রণেতা পূজ্যপাদ অগ্রজ-প্রতিম পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পুত্রশোকে কাতর হইয়াও আমার অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থের মূল্যবান ভূমিকা লিখিয়াছেন। ইহাঁরা সকলেই আমার ধন্যবাদার্হ।

গ্রন্থে যথেষ্ট ভ্রমপ্রমাদ থাকা সত্বেও পাঠকগণ ইহাকে করুণার চক্ষে দেখিলে, শীঘ্রই দ্বিতীয় কল্প যন্ত্রস্থ করিব।

হাজারীবাগ,
২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

ভূমিকা।

পৃথিবীতে কোন জাতি যখন উন্নত হইয়া উঠে, তখন তাহার সকল দিকেই পূর্ণতা আসিয়া পড়ে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, ধর্ম্ম অর্থ কাম, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি সকল বিষয়েই সেই উদীয়মান জাতি ক্রমে পরিপুষ্টি লাভ করিতে থাকে। কোন অংশ অপূর্ণ রাখিয়া বা কোন কর্ত্তব্য সুসমাপ্ত না করিয়া কেহ কখনও বড় হইতে পারে না। লৌকিক চক্ষুতে আপাততঃ উন্নত বলিয়া অনুমিত হইলেও অপূর্ণাঙ্গ জাতি অচিরেই ভাঙ্গিয়া পড়ে। সর্ব্বাঙ্গে সম্পূর্ণতা ব্যতীত কেহ কদাচ জগতে চিরস্মরণীয় হয় না।

আমরা ঋগ্বেদ পাঠে জানিতে পাই যে, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ আর্য্যগণ যখন বর্ত্তমান রাজপুতানার মরুস্থলীতে বিলুপ্ত সরস্বতী এবং সিন্ধুমাতা বা সিন্ধুনদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে বসিয়া জগতের হিতার্থে ঋগ্বেদ সঙ্কলন করিতেছিলেন, ভারতের আদিম অধিবাসী কৃষ্ণকায় উচ্ছৃঙ্খল অনার্য্য জাতির শাসন পূর্ব্বক সেই কত প্রাচীন যুগে জগতে শান্তিস্থাপনের প্রয়াস করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহারা যে সকল বেদ সূক্ত সঙ্কলিত করিয়া যান, সেই সকল সূক্তের তাৎপর্য্যাংশ উপজীব্য করিয়া, পরবর্ত্তী কালে, জনতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সুপরিচালন মানসে, ক্রান্তদর্শী ঋষিগণ, নানাবিধ শাসন-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কেন না, আর্য্যগণ অনতিবৃহৎ সমাজের কল্যাণ-কামনায় যে সকল শ্রৌতশাস্ত্র সঙ্কলিত করিয়াছিলেন, ক্রমবর্দ্ধিত সমাজের শৃঙ্খলা-বিধানকল্পে সেই শাস্ত্র-সমূহের বিভাগ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। এই জন্যই পরে কল্পসূত্র প্রভৃতি প্রণীত হয়। কল্পসূত্র তিন ভাগে বিভক্ত। শ্রৌত, গৃহ্য, ও ধর্ম্মসূত্র বা সময়াচারিকা ধর্ম্মসূত্র। এই শেষোক্ত সূত্রের মধ্যে

প্রসঙ্গতঃ অর্থশাস্ত্রও আলোচিত হইয়াছে। শ্রৌতযুগের যতটুকু সন্ধান পাওয়া যায়, তাহাতে সময়াচারিক ধর্ম্মসূত্র ব্যতীত অন্য কোথাও অর্থশাস্ত্রের কোনরূপ উল্লেখ থাকিলেও আমার ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে তাহা নিপতিত হয় নাই।

শ্রৌতযুগের পর, যখন মন্বাদি সংহিতার কাল আসিল, তখন কেবল অর্থশাস্ত্র উপজীব্য করিয়া কোনও গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে কি না, তাহা নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। কোন কোন প্রাচীন সংহিতায় অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধীয় দু'একটি বচন বা সূত্র ব্যতীত অধিক কিছুই পাওয়া যায় না। সংহিতাদিতে "দণ্ডনীতি" নামে যে শাস্ত্রের উল্লেখ আছে, তাহাই অর্থ-শাস্ত্র। ঐ প্রকার নামতঃ উল্লেখ দৃষ্টে মনে হয় যে, ভারতের অন্যান্য অপরিমিত অনর্ঘ রত্নরাজির ন্যায়, ঐ সকল শাস্ত্ররত্নও বিলুপ্ত হইয়া থাকিবে। কেন না, আমাদের সমুন্নত পিতৃপিতামহগণ তাঁহাদের সেই জ্ঞানোন্নতির মধ্যাহ্ন সময়ে অন্যান্য আবশ্যক বিষয়ে গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়া, কেবল যে মানব-জীবনের অত্যাবশ্যক অর্থশাস্ত্রের প্রতি উদাসীন ছিলেন, এরূপ দুষ্ট-কল্পনা করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

সেই শ্রৌতকালের বহু পরে, নীতিজ্ঞ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্রাহ্মণ চাণক্য তদীয় শিষ্য মৌর্য্য নৃপতি চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-শাসনের শৃঙ্খলা মানসে অর্থ-শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। * চাণক্যের উক্তিতেই বুঝিতে পারা যায় যে, অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে গ্রন্থাদি তাঁহার পূর্ব্বেও রচিত হইয়াছিল এবং তিনি সেই সকলের সাহায্যও লইয়াছিলেন। কিন্তু সেই সকল গ্রন্থের কোন্ খানি যে কি নামে অভিহিত হইত, তাহার নির্ণয় করা এক প্রকার অসাধ্য।

---

* "অর্থশাস্ত্র", অধ্যক্ষ প্রচার, ১০ম অধ্যায়:—

"সর্ব্বশাস্ত্রাণ্যনুক্রম্য প্রয়োগমুপলভ্য চ।
কৌটিল্যেন নরেন্দ্রার্থে শাসনস্য বিধিঃ কৃতঃ।"

চাণক্য ব্যতীত আরও কতিপয় অর্থশাস্ত্রকারের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে শুক্রাচার্য্য, বৃহস্পতি, চার্ব্বাক *, বররুচি, ঘটকর্পর †, এই কয়েকজনই উল্লেখ-যোগ্য। চাণক্য-প্রণীত এই আলোচ্য 'অর্থশাস্ত্র' ব্যতীত, লঘুচাণক্যনীতি ও বৃদ্ধচাণক্যনীতি, কামন্দকীয় নীতিসার, চাণক্য-রাজনীতি, চাণক্য-নীতি বাক্যসার ‡, চাণক্যসারসংগ্রহ § নামে আরও কতিপয় প্রাচীন সংস্কৃত অর্থশাস্ত্র গ্রন্থের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। শান্তিপর্ব্ব বা নীতিবচনসংগ্রহ ¶ নামে আরও একখানি গ্রন্থের নির্দ্দেশ উপলব্ধ হয় বটে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কতিপয় গ্রন্থের ন্যায় ইহারও রচয়িতার নাম অবগত হওয়া কঠিন। তবে এই সকল গ্রন্থ যে অতি প্রাচীন কালে উপনিবদ্ধ, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে দণ্ডনীতি বা অর্থনীতি সম্বন্ধে যতগুলি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়, তন্মধ্যে চাণক্য-প্রণীত 'অর্থশাস্ত্রই' যে সর্ব্বোত্তম, সে বিষয়ে কোনরূপ মতদ্বৈধ নাই।

প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ সেই সর্ব্বোত্তম অর্থশাস্ত্রের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, তাহারই সম্পূর্ণ ছায়ায়, বঙ্গভাষায় এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ভারতবর্ষ এবং ভারতীয় ভাষা ব্যতীত অন্য সকল সভ্য-দেশের সকল ভাষাতেই 'অর্থশাস্ত্র' সম্বন্ধে অতি উপাদেয়, ভূরিভূরি

* অমরকোষ, স্বর্গবর্গ, ১৫৫ম শ্লোক টীকায় রায়মুকুট। যথা—

"বৃহস্পতি প্রভৃতিভিঃ প্রণীতকার্থশাস্ত্রকম্।
তত্রৈব দণ্ডনীতিঃস্যাদত্রজ্ঞেয়ৌ নয়ানয়ৌ ॥"

শব্দ-রত্নাবলী।"

† Cal.—Cat. Vol. II P. 64.

‡ Cal.—Cat.—, Vol. I P. 184.

§ Cal.—Cat. Vol. IV P. 40.

¶ Report of Sanskrit Mss. by R. G. Bhandarkar, P. 133.

গ্রন্থাবলী প্রণীত হইয়াছে ও হইতেছে। বর্ত্তমান যুগের এই দুর্জ্জয় বৈষয়িক জীবন-সংগ্রামে বিজয়ী হইতে হইলে, অর্থশাস্ত্রের কবচে অঙ্গ সুরক্ষিত হওয়া আবশ্যক। সৌভাগ্যক্রমে, বঙ্গবাসীর অনুসন্ধান-প্রবণ হৃদয় অর্থশাস্ত্রের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছে। সংসারে যখন যাহার অভাব উপলব্ধ হয়, তখন তাহার পরিপূরণেরও নানাবিধ চেষ্টা হইতে থাকে। তাই আজ মনস্বী যোগীন্দ্রনাথের এই উদ্যম। যে নিজের আত্মাকে ভালবাসে না, সে পরকেও ভালবাসিতে জানে না বা পারে না। কথায় আছে, ভোক্তা না হইলে ভোজন করাইতে পারে না। যোগীন্দ্র নিজের জননীরূপিণী বঙ্গভাষাকে ভালবাসেন ; তাই তাঁহার পিতৃ-পিতামহের প্রণীত সংস্কৃত অর্থশাস্ত্রের নৈপুণ্য সহকারে অনুশীলন পূর্ব্বক এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন,—নিজের মাতৃভাষাকে এই দুর্ল্লভ ভূষণে বিভূষিত করিয়াছেন। তিনি পাশ্চাত্য-চিন্তাপূর্ণ অর্থনীতি-শাস্ত্র সমূহেও সুপণ্ডিত। তাঁহার ন্যায় বিবিধ ভাষাবিৎ কৃতী লেখক ইচ্ছা করিলেই অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে ইংরাজি ভাষায় অর্থনীতি বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া শুধু ভারতে নহে. ইউরোপ পর্য্যন্ত যশস্বী হইতে পারিতেন। কেন না এই সকল দুরূহ বিষয়ে নানাবিধ গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধাদি বিরচন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে পাশ্চাত্য মনীষিগণ নানা উপাধি-মণ্ডনে বিমণ্ডিত করিয়াছেন। কিন্তু অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ সে লোভ সংবরণ করিয়া তদীয় মাতৃভাষার অঙ্গ পরিপুষ্ট করিয়াছেন বলিয়া সকলেরই ধন্যবাদার্হ। তাঁহার লিখিবার শক্তি অতি নিপুণ এবং দৃষ্টি-শক্তিও তীক্ষ্ণ। তাঁহার ভাষা মাধুর্য্যপূর্ণ এবং প্রসাদ-গুণবিশিষ্ট। অতি কঠোর নীরস অর্থশাস্ত্রকেও তিনি এক প্রকার সরস করিয়া তুলিয়াছেন। একজন শ্রমজীবী প্রাণপাত করিয়া একটা বৃক্ষের অর্জ্জন এবং বর্দ্ধন করে, কালে আর দশ জনে সেই বৃক্ষের ছায়ায় এবং

ফলভোগে পরিতৃপ্ত হয়। অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ সংস্কৃত ভাষার স্থির জ্যোতিঃরত্ন বঙ্গভাষার স্বর্ণ-মন্দিরে সংস্থাপিত করিলেন। কালে উদ্যমশীল ঐতিহাসিকবৃন্দ এই রত্নের প্রভায় বঙ্গভাষাকে আরও সমুজ্জ্বলতর করিতে পারিবেন। একজন ঐতিহাসিক তাঁহার পরবর্ত্তী এক শত ঐতিহাসিকের উপাদান-দাতা। যোগীন্দ্রনাথ যে উপাদান-রাজি সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন, কালে ইহা দ্বারা অনুপম রত্নমালা বিরচিত হইবে সন্দেহ নাই।

চাণক্য-কৃত অর্থশাস্ত্রের প্রাচীনতা সম্বন্ধে কোনরূপ প্রমাণ-প্রয়োগ একপ্রকার অনাবশ্যক। কেন না, গ্রন্থকার যোগীন্দ্রনাথ সে পক্ষে যে সকল যুক্তি উপন্যস্ত করিয়াছেন, তাহাই প্রচুর। বিষ্ণুপুরাণ, যাজ্ঞবল্ক্য, স্মৃতি, প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্ব, মলমাসতত্ত্ব, দশকুমার-চরিত, কাদম্বরী, কামন্দকীয় নীতিসার, নন্দিসূত্র * প্রভৃতি নানা প্রাচীন গ্রন্থে চাণক্যের অর্থশাস্ত্রের নামোল্লেখ আছে। চাণক্য অনেক প্রাচীন গ্রন্থে বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্য নামে অভিহিত হইয়াছেন। পুরাকালে ভারতে অর্থশাস্ত্রের অনুশীলনা যে প্রচুর পরিমাণে ছিল, তাহার প্রমাণও নিষ্প্রয়োজন। অর্থশাস্ত্র অষ্টাদশ বিদ্যার অন্যতম। সংস্কৃত ভাষায় বেদ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি একই পর্য্যায়ে অভিহিত। ইহা দ্বারাও প্রাচীন-কালে অর্থশাস্ত্রের গৌরব যে কত অধিক ছিল, তাহা স্পষ্টতর হইতেছে। †

---

* জৈন গ্রন্থ।

† প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বধৃত বিষ্ণুপুরাণ—

"অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণং চ বিদ্যাহ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ॥
আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ।
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থঞ্চ বিদ্যাহ্যষ্টাদশ স্মৃতাঃ॥"

প্রাচীন ভারতের কোনও ধারাবদ্ধ ইতিহাস নাই বটে ; কিন্তু তদানীন্তন যে সকল গ্রন্থাদি আমরা দেখিতে পাই, তাহাতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, বর্ত্তমান ভারত সেই প্রাচীন ভারতের সহিত এখনও উপমিত হইবার যোগ্য হইতে পারে নাই ; কত দিনে যে পারিবে, তাহাও দৃঢ়তার সহিত বলা কঠিন। আলোচ্য অর্থশাস্ত্রের ন্যায় অপরাপর শাস্ত্রাদির প্রতিও যদি আমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তাহা হইলে বুঝিতে পারি যে, একটী জাতি যখন প্রকৃত উন্নতির শিখরে অধিরূঢ় হয়, তখন তাহার সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কিরূপ সম্পূর্ণভাবে পরিপুষ্ট হয় এবং সেই জাতি জগতে চিরস্থায়ী কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রোথিত করে। যখন ভারতের দর্শন-শাস্ত্রের কথা মনে করি, স্পর্দ্ধার বিজয়-কেতনকল্প ষড়্দর্শনের বিষয় চিন্তা করি ; যখন ভারতের জ্যোতিষ-শাস্ত্রের বিষয় স্মরণ করি, এবং সেই সঙ্গে সেই ভাস্করাচার্য্য, বরাহ, মিহির, গর্গ আর্য্যভট্ট, কামলাকর প্রভৃতি আর্ষস্বভাব অধ্যাপকগণের গভীর গবেষণা-শক্তির পরিমাণ ভাবনা করি, যখন ভারতের মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, বৃহস্পতি, শাতাতপ প্রভৃতির সংহিতামালায় এবং তৎপরবর্ত্তী কালের নিবন্ধকার ও ভাষ্যকারগণের অনুপম গ্রন্থাবলীর কথা চিন্তা করি,—ভারতের নৃত্যগীতাদি চতুঃষষ্টি কলার ভূতপূর্ব্ব সমৃদ্ধির বিষয় এবং স্থাপত্য, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতির প্রসার মনে করি, তখন সেই সমুন্নত ভারতের পরিস্ফুট চিত্রপট, মানস-নয়নের পুরোভাগে ভাসিতে থাকে। আর অমনি আমরা, সেই জ্ঞানার্ক-প্রদীপ্ত ভারতের, সেই শৌর্য্যবীর্য্য-দৃপ্ত ভারতের আর্য্য-সন্তান ভাবিয়া যেমন গৌরব অনুভব করি, তেমনই আপন আপন অধঃপতন স্মরণ করিয়া লজ্জায় অধোবদন হই।

একদিন যে জাতি জ্ঞান-গরিমায় জগতের বরণীয় হইয়াছিল, যে জাতির আধ্যাত্মিক উন্নতির কথা এখনও বিস্ময়-সহকারে সকল সভ্য-

জাতির আলোচনীয় হইয়াছে, যে জাতির পাণিনি, পতঞ্জলি, অক্ষপাদ, গৌতম, ব্যাস, শঙ্কর, রামানুজ, বিশ্বনাথ, জগদীশ, মথুরানাথ, রামনাথ প্রভৃতির অতুল প্রতিভায় এখনও জিজ্ঞাসু জগৎ উদ্ভাসিত; যাহাদের কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষের স্বপ্নময়ী বীণার ঝঙ্কারে এখনও জগত তন্দ্রাভিভূত; যাহাদের বিদ্যাপতি, তুলসীদাস, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস প্রভৃতির—বাঁশরী এখনও "কাণের ভিতর দিয়া মরমে" প্রবেশ করিতেছে;—সেই জাতির—সেই সুসভ্য জাতির অস্তমিত গৌরব-সূর্য্যের কিরণমালার রেখামাত্রও যদি কেহ লোক-সমক্ষে প্রকটিত করিতে সমর্থ হয়েন, তবে তিনি ধন্য,—

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা
বসুন্ধরা পুণ্যবতীব তেন।"

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

সূচী।

বিষয়।				পৃষ্ঠা।
মুখবন্ধ	...	...	...	১
অর্থশাস্ত্র—প্রথম খণ্ড—প্রথম অধ্যায়—সূচী		...	...	৬
দ্বিতীয় অধ্যায়—বিদ্যার উদ্দেশ্য ...		...	...	১০
তৃতীয় অধ্যায়—ত্রিবেদের স্থান-নির্দ্দেশ		...	...	১১
চতুর্থ অধ্যায়—বার্ত্তা এবং দণ্ডনীতি		...	...	১৩
পঞ্চম অধ্যায়—বৃদ্ধ-সংযোগ	...	...	...	১৪
ষষ্ঠ অধ্যায়—ইন্দ্রিয়জয়	...	...	...	১৬
সপ্তম অধ্যায়—রাজর্ষি-বৃত্তি	...	...	...	১৭
অষ্টম অধ্যায়—অমাত্যোৎপত্তি ...		...	...	১৯
নবম অধ্যায়—মন্ত্রী ও পুরোহিত উৎপত্তি		...	...	২১
দশম অধ্যায়—ধর্ম্মসংক্রান্ত প্রলোভন		...	...	২২
একাদশ অধ্যায়—গুপ্তচর নিয়োগ		...	...	২৫
দ্বাদশ অধ্যায়—ভ্রমণকারী চর-নিয়োগ		...	...	২৭
ত্রয়োদশ অধ্যায়—নিজ রাজ্যে পক্ষাপক্ষরক্ষণ ...			...	৩০
চতুর্দ্দশ অধ্যায়—বৈদেশিক রাজার রাজ্যে স্বপক্ষ বা বিপক্ষ-পক্ষকে হস্তগত করণ		...	...	৩৩
পঞ্চদশ অধ্যায়—মন্ত্রিসভার কার্য্য		...	...	৩৫
ষোড়শ অধ্যায়—দূত-প্রেরণ	...	...	...	৩৯
সপ্তদশ অধ্যায়—রাজপুত্ররক্ষণ...		...	...	৪৩
অষ্টাদশ অধ্যায়—রাজপুত্রের আচরণ		...	...	৪৭
ঊনবিংশ অধ্যায়—রাজকর্ত্তব্য ...		...	...	৪৯
বিংশ অধ্যায়—অন্তঃপুরের প্রতি কর্ত্তব্য		...	...	৫২
একবিংশ অধ্যায়—আত্মরক্ষা ...		...	...	৫৫

দ্বিতীয় খণ্ড।

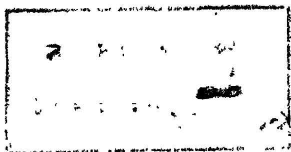
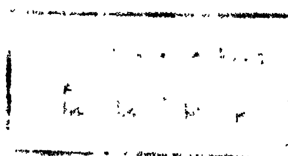
প্রথম অধ্যায়—জনপদ-স্থাপন	...	...	...	৫৮
দ্বিতীয় অধ্যায়—ভূমি-বিভাগ	...	...	...	৬২

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
তৃতীয় অধ্যায়—দুর্গ-নির্ম্মাণ	৬৪
চতুর্থ অধ্যায়—দুর্গ-নিবেশ	৬৪
পঞ্চম অধ্যায়—কঞ্চুকীর কর্ত্তব্য	৬৫
ষষ্ঠ অধ্যায়—রাজকর-সংগ্রহ	৬৮
সপ্তম অধ্যায়—হিসাব-রক্ষা	৭১
অষ্টম অধ্যায়—রাজকর্ম্মচারী কর্ত্তৃক অপহরণ	৭৫
নবম অধ্যায়—উপযুক্ত পরীক্ষা	৭৮
দশম অধ্যায়—শাসনাধিকার	৮২
একাদশ অধ্যায়—কোষাধ্যক্ষ	৮৬
দ্বাদশ অধ্যায়—আকর-সংক্রান্ত কার্য্য	৯২
ত্রয়োদশ অধ্যায়—সুবর্ণাধ্যক্ষ	৯৭
চতুর্দ্দশ অধ্যায়—সৌবর্ণিকের কর্ত্তব্য	১০১
পঞ্চদশ অধ্যায়—কোষ্ঠাগারাধ্যক্ষ	১০৭
ষোড়শ অধ্যায়—পণ্যাধ্যক্ষ	১১১
সপ্তদশ অধ্যায়—কূপ্যাধ্যক্ষ	১১৪
অষ্টাদশ অধ্যায়—আয়ুধাগারাধ্যক্ষ	১১৫
ঊনবিংশ অধ্যায়—পোতাধ্যক্ষ	১১৯
বিংশ অধ্যায়—দেশকালমান	১২২
একবিংশ অধ্যায়—শুল্কাধ্যক্ষ	১২৫
দ্বাবিংশ অধ্যায়—শুল্ক-ব্যবহার	১২৮
ত্রয়োবিংশ অধ্যায়—সূত্রাধ্যক্ষ	১২৯
চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়—সীতাধ্যক্ষ	১৩২
পঞ্চবিংশ অধ্যায়—সুরাধ্যক্ষ	১৩৬
ষড়্বিংশ অধ্যায়—সূনাধ্যক্ষ	২৩৬
সপ্তবিংশ অধ্যায়—গণিকাধ্যক্ষ	১৩৭
অষ্টাবিংশ অধ্যায়—নাবধ্যক্ষ	১৩৭
ঊনত্রিংশ অধ্যায়—গোহধ্যক্ষ	১৪০
ত্রিংশ অধ্যায়—অশ্বাধ্যক্ষ	১৪৪

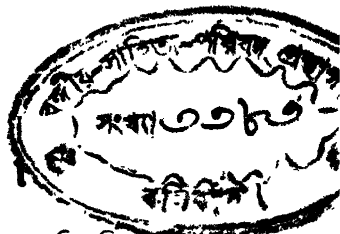
বিষয়।				পৃষ্ঠা।
একত্রিংশ অধ্যায়—তন্তাধ্যক্ষ	...	...	...	১৪৮
দ্বাত্রিংশ অধ্যায়—হস্তিপ্রচার	...	...	...	১৫০
ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়—রথাধ্যক্ষ	...	...	...	১৫২
চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়—মুদ্রাধ্যক্ষ	...	...	...	১৫৫
পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়—সমাহর্তৃপ্রচার		...	...	১৫৫
ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়—নাগরকপ্রণিধি		...	...	১৫৭

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়—ব্যবহার-বিধি	...	...	...	১৬৩
দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়—বিবাহ		...	...	১৬৮
চতুর্থ অধ্যায়—বিবাহ	...	...	...	১৭৪
পঞ্চম অধ্যায়—দায়ভাগ	...	...	...	১৭৮
ষষ্ঠ অধ্যায়— ঐ	...	...	...	১৮০
সপ্তম অধ্যায়—পুত্র-বিভাগ	...	...	...	১৮৩
অষ্টম অধ্যায়—বাস্তু	...	...	...	১৮৫
নবম অধ্যায়—বাস্তু-বিক্রয়	...	...	...	১৮৮
দশম অধ্যায়— ,,	...	...	...	১৯০
একাদশ অধ্যায়—ঋণদান ও গ্রহণ		...	...	১৯৪
দ্বাদশ অধ্যায়—উপনিধি	...	...	...	১৯৯
ত্রয়োদশ অধ্যায়—দাসকল্প	...	...	...	২০৪
চতুর্দ্দশ অধ্যায়—ভৃত্যাধিকার	...	...	...	২০৮
পঞ্চদশ অধ্যায়—বিক্রয়-প্রত্যাহার		...	...	২১১
ষোড়শ অধ্যায়—দান-প্রত্যাহার	...	...	...	২১২
সপ্তদশ অধ্যায়—সাহস	...	...	...	২১৬
অষ্টাদশ অধ্যায় মানহানি	...	...	...	২১৮
ঊনবিংশ অধ্যায়—দণ্ড-পারুষ্য		...	...	২২০
বিংশ অধ্যায়—দ্যূতক্রীড়া ও অন্যান্য অপরাধ		...	...	২২৪

অর্থশাস্ত্র।



মুখবন্ধ

গ্রীকবীর আলেকজান্দার যখন তাঁহার পারস্যাদি বিজয়োল্লাস-দৃপ্ত অপরাজেয় বাহিনী লইয়া ভারতে অভিযান করেন, তখন উত্তর-ভারত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই ভুবনবিজয়ী বীরের গতিরোধে প্রবৃত্ত প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরপতি একতা মন্ত্র ভুলিয়া স্ব স্ব সৈন্যসহ ললাটে পরাজয় কলঙ্কপঙ্ক লেপ লইয়া প্রকারান্তরে বিজয়-দৃপ্ত মাসিডনাধিপতির গৌরবই বৃদ্ধি করিতেছিলেন। অনেকে আবার ক্ষুদ্র স্বার্থের দাস হইয়া জন্মভূমিকে কঠিন নিগড়-বন্ধনে নিপীড়িত করিতেও কিঞ্চিন্মাত্রও দ্বিরুক্তি করিতে ছিলেন না। তক্ষশিলা তখনও খ্যাতিগৌরবে প্রসিদ্ধি লাভ করিতেছিল—তাহার ত্রিভুবন-খ্যাত শিক্ষা-মন্দির গুলি শত শত শিক্ষার্থিকে আশ্রয়, আহার ও বিদ্যাদানে পরিচর্য্যা করিতেছিল। কিন্তু ক্ষুদ্র স্বার্থে বিজড়িত অম্ভিরাজ, স্বদেশীয় অভিসারের পার্ব্বত্য রাজাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য সুশিক্ষিত সাত শত অশ্বারোহী সৈন্য, ত্রিশটী হস্তী, তিন সহস্র বৃষ, দশ সহস্র মেষ এবং স্বাধীনতা-রত্ন ও দুইশত ট্যালেণ্ট *

---

* প্রত্যেক ট্যালেণ্টের মুল্য আন্দাজ ২১৩ হইতে ২৩৫ পাউণ্ড।

রৌপ্যসহ বৈদেশিককে স্বাগত অভিনন্দনপূর্ব্বক পর পদলেহনে কৃতার্থ হইবার জন্য নিজ পুত্রকে পাঠাইতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করিলেন না। পরে, স্বকীয় রাজ্যে সেই প্রবল-পরাক্রান্ত বৈদেশিক পৌঁছিলে, যথোপযুক্ত আদর ও অভ্যর্থনার সহিত পুনরায় ষোড়শোপচারে পূজার বিন্দুমাত্রও ক্রটী করিলেন না। আমাদের শাস্ত্রকারেরা—সাম, দান, ভেদ, দণ্ড, শত্রুর সহিত এই চারিটী নীতির ব্যবহার অনুমোদন করিয়াছেন। কিন্তু, এক্ষেত্রে যখন কোনও একটীর প্রয়োগের পূর্ব্বেই শত্রু পদানত হইলেন, তখন বশীকরণ দৃঢ় করিবার মানসে আলেকজান্দারও কিছু কিছু স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্র এবং ত্রিশটী সুসজ্জিত যুদ্ধাশ্ব প্রত্যুপহার স্বরূপ অম্ভিকে দান করিলেন। এই অযাচিত উপহার-প্রাপ্ত প্রলুব্ধ তক্ষশিলারাজ, নিজ স্বদেশীদের দলনোদ্দেশ্যে বৈদেশিককে পঞ্চসহস্র সৈন্য সাহায্য করিয়া নিজের মহৎ কর্ত্তব্য-ব্রত উদ্‌যাপন করিলেন।

বীরবর পোরস পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য সহ ঐরাবতী তীরে প্রতিদ্বন্দ্বীর গতিরোধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ; কিন্তু সুচতুর মাসিডনাধিপতি, জানি না সে পথ তিনি কি করিয়া জানিলেন, অন্য পথ দিয়া নদী পার হইয়া আসিয়া জন্মভূমি রক্ষণে রত বীরকে পরাজিত করিলেন। সন্ধি হইয়া গেল ; পোরস স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কিছুদিন পরে আলেকজান্দারও স্বদেশ-গমনোদ্দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

আলেকজান্দার যখন এই ভারতীয় অভিযানে রত, তখন মগধ-রাজবংশের এক যুবক স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার সহিত দেখা করেন। এই যুবক তখন স্বদেশে নিপীড়িত হইয়া নির্ব্বাসিত অবস্থায় আলেকজান্দারের শরণাপন্ন হইয়া গঙ্গাতীরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহ অধিকারে তাঁহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য বিফলকাম হইয়াছিলেন। ইনিই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য। ইহাঁরই কৌশলে পরে আলেকজান্দার-নিয়োজিত

গ্রীসীয় সেনানীগণ স্বদেশ-গমনে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং পরে উত্তর ভারতে একচ্ছত্রী সম্রাট-রূপে এই চন্দ্রগুপ্তই শাসন-দণ্ড নিয়োজিত করিয়াছিলেন। যাহা হউক, তখন মগধে নন্দবংশের রাজত্ব। শেষ নন্দরাজ আদৌ লোকপ্রিয় ছিলেন না। আলেকজান্দারের প্রত্যা-বর্ত্তনের অব্যবহিত পূর্ব্বেই চন্দ্রগুপ্ত কতকগুলি উত্তর-ভারতের যুদ্ধপ্রিয় জাতির সাহায্য গ্রহণ পূর্ব্বক পঞ্চনদসেবিত পঞ্জাব অধিকার করেন। পরে উহাদেরই সাহায্যে নন্দরাজকে রাজ্যচ্যুত ও নিহত করিয়া মগধ-সিংহাসনাধিরোহণ করেন। এই গুরুতর ব্যাপারে তাঁহার পরামর্শদাতা ও উদ্যোক্তা একজন ব্রাহ্মণ—ইনিই স্বনামখ্যাত চাণক্য বা কৌটিল্য। চাণক্য বলিলেই কুটিলতার উষ্ণ-প্রস্রবণের একটা ভাব আমাদের হৃদয় মধ্যে আনয়ন করে। ইয়ুরোপে যেরূপ ম্যাকিয়াভেলির (Machiavelli) নাম, আমাদের দেশেও তেমনি চাণক্যের নাম। শুনিয়াছি, চাণক্যের নখাগ্র একদিন কুশাগ্রে আঘাতিত হয়। তাই ক্রোধান্ধ ব্রাহ্মণ সেই ভূমির প্রত্যেক কুশ উৎপাটন করেন এবং সমূলে বিনষ্ট করিবার জন্য মিষ্টান্ন-লোভী পিপীলিকা আকর্ষণের জন্য প্রত্যেক কুশের মূলদেশে মধু নিক্ষেপ করেন। এহেন দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, চতুর ও কৌশলী ব্রাহ্মণের সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত যে কৃতকার্য্য হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

এই চাণক্যই "অর্থশাস্ত্র" নামক একখানি মূল্যবান্ পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। অর্থশাস্ত্র বা রাজনীতি-বিজ্ঞান-পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, চাণক্য বাস্তবিকই দ্বিতীয় মেকিয়াভেলি; কিন্তু, এই পুস্তক পাঠে আমরা তদানীন্তন ভারতের প্রত্যেক বিষয়ই অবগত হইতে পারি। শাসন, আইন, বাণিজ্য ও যুদ্ধ সংক্রান্ত সকল বিষয়ই পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে চাণক্য বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় আইন ও ভারতীয় নিয়ম-তন্ত্রের উৎপত্তি ও উন্নতি জানিতে হইলে এই পুস্তক পাঠ অত্যাবশ্যক।

এই অমূল্য পুস্তক কিছুদিন পূর্ব্বেও সংস্কৃত-হস্তলিপি অবস্থায় ছিল। সম্প্রতি মহীশূর গবর্ণমেণ্টের ওরিয়েণ্টাল পুস্তকাগারাধ্যক্ষ্য পণ্ডিতপ্রবর শ্যাম শাস্ত্রী মহোদয় ইহা মুদ্রিত করিয়াছেন এবং ইহার ইংরাজী অনুবাদও করিতেছেন। আমরা ক্রমে ক্রমে এই অভিনব পুস্তকের বঙ্গানুবাদ পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিব।

এই পুস্তক চাণক্য-প্রণীত কিনা, আমরা এইক্ষণ সেই বিষয়ে যৎ-কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। বিষ্ণুপুরাণ পাঠে স্পষ্টই অবগত হওয়া যায় যে, খ্রীষ্টের জন্মের চতুর্থ শতাব্দী পূর্ব্বে রাজনীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ চাণক্য নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণে সাহায্য করেন। বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ ভাগ, ৪র্থ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে,—“মহাপদ্ম এবং তাঁহার নয়টী পুত্র শত বৎসর রাজত্ব করিবেন। ব্রাহ্মণ কৌটিল্য তাঁহাদিগকে ধ্বংস করিবেন। নন্দবংশের উচ্ছেদের পর মৌর্য্যগণ পৃথিবী শাসন করিবেন। কৌটিল্যই চন্দ্রগুপ্তকে রাজপদাভিষিক্ত করিবেন। তদীয় পুত্র বিন্দুসার এবং পৌত্র অশোকও রাজা হইবেন।”

দণ্ডীর দশকুমারচরিত পাঠে জানা যায় যে, কৌটিল্য নানা পুস্তকের সারাংশ এবং নিজ অভিমতসহ * এক রাজনীতি-শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। উক্ত পুস্তকের অষ্টম উচ্ছ্বাসে দেখা যায় যে, গ্রন্থকার চাণক্য-প্রণীত অর্থশাস্ত্র পাঠে আদেশ করিতেছেন;—“অর্থশাস্ত্র অধ্যয়ন কর। মৌর্য্যদিগের জন্য সম্প্রতি বিষ্ণুগুপ্ত ইহা প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা অধ্যয়ন করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য কর। এরূপ করিলে সকল কার্য্যই সুকৌশলে সম্পন্ন হইবে।” ইহাতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, এই শাস্ত্র মৌর্য্যদিগের জন্যই লিখিত হইয়াছিল। দশম অধ্যায়েও দেখিতে

* চাণক্য নিজেও লিখিয়াছেন যে তিনি সকল শাস্ত্রের সারাংশ গ্রহণ করিয়া এইপুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন।

পাওয়া যায় যে, দশকুমারচরিতকার লিখিতেছেন যে, "সমস্ত শাস্ত্র মন্থন করিয়া নরেন্দ্রের জন্য কৌটিল্য এক সংহিতা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন।" কাদম্বরীতেও চাণক্য-প্রণীত অর্থশাস্ত্রের উল্লেখ পাই। গ্রন্থকর্ত্তা লিখিতেছেন যে —"কৌটিল্য প্রণীত অপ্রীতিকর শাস্ত্রের উপদেশানুসারে যে কার্য্য করিবে, তাহার মঙ্গল কোথায়? যাহারা অনিষ্টকর কার্য্যে নিযুক্ত গুরু, পরছিদ্রান্বেষী মন্ত্রী প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ করে, তাহাদের মঙ্গল কিরূপে সম্ভবে?" 'কামন্দকীয় নীতিসার' নামক গ্রন্থেও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের উল্লেখ আছে ;—"নীতিশাস্ত্র চয়ন করিয়া যিনি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহাকে নমস্কার করি।" পঞ্চতন্ত্র-প্রণেতা এবং জৈন গ্রন্থ নন্দিসূত্র-প্রণেতাও এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। শেষোক্ত গ্রন্থকার কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র বর্জ্জন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। রঘুবংশের সপ্তদশ সর্গের ৪৯ এবং অষ্টাদশের ৭৯ শ্লোকের টীকায় মল্লীনাথও, অর্থশাস্ত্র হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন।

প্রকৃতপক্ষে এই পুস্তকের বিষয় সকলেই পরিজ্ঞাত ছিলেন এবং কেহ কেহ ইহার যথেষ্ট প্রশংসা, কেহবা ইহার নিন্দাবাদও করিয়াগিয়াছেন। সম্প্রতি মিঃ ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ নামক পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক, অর্থশাস্ত্র-লিখিত নিয়মাবলীর সহিত, প্রাচীন গ্রীকগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত ভারতীয় বৃত্তান্তের যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে, তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। সকলেই অবগত আছেন যে, চন্দ্রগুপ্তের সভায় গ্রীস-দেশীয় মেগাস্থিনিস ভারতের এবং বিশেষতঃ চন্দ্রগুপ্তের রাজসভা ও আইন কানুনের বৃত্তান্ত লিখিয়াছিলেন। কৌটিল্য প্রণীত শাস্ত্রের বক্তব্য বিষয়ের সহিত ইহার বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়।

কৌটিল্য-প্রণীত অর্থশাস্ত্র।

রাজবৃত্তি।

শুক্র ও বৃহস্পতিকে নমস্কার করি।

প্রথম অধ্যায়।

পৃথিবী লাভ ও পালনের জন্য আর্য্য-ঋষিগণ প্রণীত সকল রাজনীতি-শাস্ত্রের সার সংগ্রহ করিয়া এই অর্থশাস্ত্র প্রণীত হইল। এই পুস্তকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির পর্য্যালোচনা করা হইয়াছে।

প্রথম খণ্ড—শাসন সম্বন্ধীয়।

বিদ্যার উদ্দেশ্য; বয়োবৃদ্ধদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা; ইন্দ্রিয়জয়; মন্ত্রিগণের উত্থান; অমাত্য এবং পুরোহিতদিগের পদবৃদ্ধি এবং উৎপত্তি; প্রলোভন প্রয়োগে মন্ত্রিগণের পরীক্ষা; গুপ্তচর নিয়োগ; স্বরাজ্যে নিজ পক্ষ সমর্থন বা বিরুদ্ধ কার্য্য করা; শত্রুরাজ্যে শত্রুর কার্য্যে পক্ষলাভ করা বা বিরুদ্ধ-বাদী হওয়া; সভাধিবেশন কার্য্য; দূতের কর্ত্তব্য; রাজপুত্রদের রক্ষা; বন্দী রাজপুত্রের ব্যবহার; রাজকর্ত্তব্য, অন্তঃপুরের প্রতি কর্ত্তব্য; আত্মরক্ষা।

দ্বিতীয় খণ্ড—তত্ত্বাবধারক কর্ম্মচারীদিগের কার্য্য।

জনপদনির্ম্মাণ, ভূমিবিভাগ, দুর্গগঠন, দুর্গাভ্যন্তরে গৃহাদি, কঞ্চুকীর কর্ত্তব্য, প্রধান করসংগ্রাহক-কর্ম্মচারীর কার্য্য, হিসাব-পরীক্ষকদিগের

কার্য্যালয়ে হিসাব রক্ষা, রাজকর্ম্মচারী কর্ত্তৃক রাজকর তছরুপাত, রাজকর্ম্মচারিগণের কার্য্য পরিদর্শন, রাজকীয় দলিলাদি লিখন, কোষাগারে রক্ষণোপযোগী রত্নপরীক্ষা, খনি এবং শিল্পসংক্রান্ত কার্য্যাদি পরিচালন, টাকশালস্থ স্বর্ণ-পরীক্ষক, রাজপথে রাজস্বর্ণকারের কর্ত্তব্য, ভাণ্ডার-অধ্যক্ষ, পণ্যদ্রব্য-পরিদর্শক, অস্ত্রাগার-পরিদর্শক, তুলাদণ্ড, তৌলযন্ত্র ও পরিমাণ, সময় এবং স্থানের পরিমাণ, শুল্কপরিদর্শক, বয়ন-পরিদর্শক, কৃষিপরিদর্শক, মদ্যপরিদর্শক, হত্যাগৃহপরিদর্শক, বেশ্যা-পরিদর্শক, নৌকাপরিদর্শক, গো-পরিদর্শক, অশ্বপরিদর্শক, হস্তিপরিদর্শক, রথপরিদর্শক, পদাতিপরিদর্শক, সেনাপতির কর্ত্তব্য, মোহরাঙ্কিত এবং ছাড়পত্র-পরিদর্শক, চারণভূমি-পরিদর্শক, রাজকর গ্রহণে নিযুক্ত কর্ম্মচারীদিগের কর্ত্তব্য, গৃহী, বণিক্ এবং সন্ন্যাসীর বেশে গুপ্তচরের কর্ত্তব্য, নগরাধ্যক্ষের কর্ত্তব্য।

তৃতীয় খণ্ড—ব্যবহার-বিধি।

চুক্তি-পত্রের পদ্ধতি, আইনঘটিত বিবাদের বিচার, বিবাহ-সংক্রান্ত বিষয়, উত্তরাধিকার-বিভাগ, গৃহ-চুক্তিবিভাগ, ঋণ আদায়, আমানত সম্বন্ধীয়, ক্রীতদাস এবং কর্ম্মচারী সম্বন্ধীয় আইন, সমবায়-ব্যবসায়, ক্রয়বিক্রয়, উপহারের বলবত্তা, বিনাসত্ত্বে বিক্রয়, প্রভুভৃত্য-সম্পর্ক, দস্যুতা, মানহানি, আক্রমণ, দ্যূতক্রীড়া, পণ এবং নানাবিধ বিষয়।

চতুর্থ খণ্ড—কণ্টক দূরীকরণ।

শিল্পীরক্ষণ, বণিগ্‌রক্ষণ, জাতীয় বিপত্তি-সমূহের প্রতীকার, সন্ন্যাসী গুণ্ডা কর্ত্তৃক অপরাধী ধৃতকরণ, দস্যুতায় রত দস্যুগণের ধৃতকরণ, অকস্মাৎ মৃত্যুপরীক্ষা, অপরাধীদিগের বাক্য ও কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য,

রাজকীয় কার্য্যবিভাগের রক্ষণাবেক্ষণ, অঙ্গচ্ছেদপরিবর্ত্তে জরিমানা, অপরিণত বয়স্কা বালিকা সহবাস, অন্যায় কার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত।

পঞ্চম খণ্ড—রাজকর্ম্মচারিবৃন্দের ব্যবহার।

রাজবিদ্রোহের দণ্ড, কোষাগার পূর্ণ করণ, রাজকর্ম্মচারিগণের ভরণ-পোষণ, রাজকর্ম্মচারিগণের ব্যবহার, সময় ও স্থান বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য, রাজত্বদৃঢ়করণ এবং স্বেচ্ছাতন্ত্র-প্রণালী।

ষষ্ঠ খণ্ড—রাজ্যোন্নতি।

রাজ্যের উপাদান ও রক্ষণ।

সপ্তম খণ্ড—ষড়্বিধ নীতি।

ষড়্বিধ রাজনীতির উদ্দেশ্য, অপকৃষ্টতা, নিশ্চেষ্টতা এবং উন্নতি, রক্ষিত রাজ্যের অবস্থা, সম, নীচ এবং শ্রেষ্ঠ রাজ্যের লক্ষণ, নিন্দনীয় সন্ধি, চুক্তি-পূর্ব্বক সন্ধি, উত্তেজনান্তর যুদ্ধযাত্রা, সন্ধির বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা, যুদ্ধযাত্রা, নিকটবর্ত্তী প্রবল ও দূরবর্ত্তী দুর্ব্বল শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা, ক্ষতি, লাভ এবং সন্তোষের কারণ, সন্ধিবদ্ধ জাতির সম্বন্ধে বিবেচনা, সমকালীন যুদ্ধযাত্রা, প্রতিভূসহ ও প্রতিভূ ব্যতীত সন্ধি, যুদ্ধকরী সন্ধি এবং উত্তেজনা, দূরবর্ত্তী দুর্ব্বল শত্রুর অবস্থিতি, বিশিষ্ট মিত্ররাজ, মিত্ররাজ দ্বারা অথবা সুবর্ণ বা রাজত্বদানে অথবা ভবিষ্যতে কোন কার্য্য সম্পাদনের প্রতিজ্ঞায় সন্ধি, পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত শত্রুর বিষয় বিবেচনা, হীনশক্তি পূরণ, বলবান্ ও ক্রুদ্ধ শত্রুর সহিত সন্ধির প্রস্তাব-সূচক কার্য্য, পরাজিত শত্রুর ব্যবহার, পরাজয়শীল শত্রুর গতি-বিধি, সন্ধির প্রস্তাব, সন্ধিভঙ্গ, মধ্যম শ্রেণীর রাজ্যের কার্য্য, নিরপেক্ষ রাজ্যের কার্য্য, রাজ্যমণ্ডলের কার্য্য।

অষ্টম খণ্ড—রাজ্যের অমঙ্গল।

রাজ্যের উপাদান-সমূহের দুর্দ্দৈব, রাজা ও তাঁহার রাজ্যের দুর্দ্দৈব বিষয়ক চিন্তা, পুরুষদিগের নানাপ্রকার দুর্দ্দৈব, দুঃখরাশি, নিশ্চেষ্টতা, আর্থিক বিষয়, সৈন্যের দুর্গতি, মিত্ররাজের দুর্দ্দৈব।

নবম খণ্ড—অত্যাচারী রাজ্যের কার্য্য।

ক্ষমতা, দেশ, কাল, শক্তি এবং দুর্ব্বলতার অনুধাবন, যুদ্ধযাত্রার সময়, সৈন্য-সংগ্রহের সময়, সাজসজ্জার সুবিধা, রক্ষণীয় কার্য্য, ভবিষ্যৎ চিন্তা, শত্রুর কার্য্যের প্রতিবন্ধক, অপকৃষ্টতা, ক্ষতি ও লাভের বিষয় বিবেচনা, বাহ্যাভ্যন্তর বিপদ ও রাজদ্রোহী শত্রু, অনুকূল ও প্রতিকূল ফলের বিবেচনা, অভীষ্ট-সিদ্ধি বিষয়ে প্রণিধান।

দশম খণ্ড—রণনীতি।

স্কন্দাবার, সৈন্যদিগের যুদ্ধযাত্রা, দুর্দ্দৈব অথবা আক্রমণ হইতে সৈন্যরক্ষা, কূটযুদ্ধ ব্যাপার, নিজ সৈন্যদিগকে উৎসাহপ্রদান, যুদ্ধ, যুদ্ধক্ষেত্র, পদাতিক, অশ্বারোহী, রথী এবং হস্তীর কার্য্য, পশ্চাৎ, পার্শ্ব ও সম্মুখে সৈন্যসমাবেশ, প্রবল এবং দুর্ব্বল সৈন্যের প্রভেদ, পদাতিক, অশ্বারোহী, রথী এবং হস্তীর যুদ্ধ, দণ্ড, সর্প, বৃত্ত অথবা মিশ্রিত সৈন্য সমাবেশ, বিপক্ষপক্ষীয় যুদ্ধার্থ-সৈন্যের বিপক্ষে নিজসৈন্য সমাবেশ।

একাদশ খণ্ড—সংরক্তের প্রতি ব্যবহার।

গোপনে শাস্তি-প্রয়োগ।

দ্বাদশ খণ্ড—প্রবল শত্রু।

দূতের কার্য্য, কূটমন্ত্রিত্ব, প্রধান-সেনাপতি-হত্যা, রাজ্যমণ্ডলকে উৎসাহদান, শস্ত্র, অগ্নি এবং বহুবিধ গুপ্তচর, ভাণ্ডার, আহার ও পশু-

দিগের খাদ্য দ্রব্য নাশ, বিপক্ষের ভৃত্যগণের বশীকরণ, বিপক্ষের সেনা-বাহিনী হস্তগতকরণ, সম্পূর্ণ জয়।

ত্রয়োদশ খণ্ড--বিপক্ষের দুর্গাধিকার।

ষড়্‌যন্ত্র, গুপ্তচরের কর্ত্তব্য, অবরোধ এবং ধ্বংস, বিজিত দেশে শান্তি সংস্থাপন।

চতুর্দ্দশ খণ্ড—গুপ্ত কার্য্য।

পরঘাত-প্রয়োগ, ছলপ্রয়োগ, বিপদ্ হইতে স্বকীয় সৈন্য রক্ষা।

পঞ্চদশ খণ্ড—গ্রন্থের বিভাগ।

গ্রন্থের সূচী পূর্ব্বোক্ত প্রকার। ইহা পঞ্চদশ খণ্ডে বিভক্ত এবং দেড়্‌শত অধ্যায়ে ছয় সহস্র শ্লোকে পরিসমাপ্ত।

সুখগ্রহণ-বিজ্ঞেয়ং তত্ত্বার্থপদ-নিশ্চিতম্।
কৌটিল্যেন কৃতং শাস্ত্রং বিমুক্ত-গ্রন্থবিস্তরম্॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বিদ্যার উদ্দেশ্য।

আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, (তিন বেদ), বার্ত্তা (পশুচারণ এবং ব্যবসায়) এবং দণ্ড-নীতিই (শাসন-নীতি) চারি শাস্ত্র বলিয়া কথিত হয়।

মনুর মতে মাত্র তিন শাস্ত্রই প্রচলিত। তিন বেদ, বার্ত্তা এবং শাসন-নীতিই শাস্ত্র ; কেন-না, আন্বীক্ষিকী তাঁহার মতে বেদেরই অংশ-বিশেষ মাত্র।

বৃহস্পতি বলেন যে, দুইটী মাত্র শাস্ত্র—বার্ত্তা এবং দণ্ডনীতি। ত্রিদিব কেবল মাত্র পার্থিব কার্য্যে পারদর্শী ব্যক্তির ছলনা।

উশনার মতে কেবল মাত্র এক শাস্ত্র প্রচলিত এবং উহাই দণ্ড-নীতি নামে খ্যাত। কেননা, এই শাস্ত্র হইতে সকল শাস্ত্রের উৎপত্তি এবং ইহাই সর্ব্ব-মূলাধার।

কৌটিল্য বলেন যে, শাস্ত্র চতুর্ব্বিধ। এই চারি শাস্ত্র হইতেই মনুষ্য ধর্ম্ম এবং অর্থ-লাভ শিক্ষা করেন।

সাংখ্য, যোগ এবং নাস্তিকতা লইয়াই আন্বীক্ষিকী।

ধর্ম্মাধর্ম্ম ত্রিবেদ হইতে জানা যায়। অর্থ ও অনর্থ, বার্ত্তা হইতে এবং ন্যায় ও অন্যায় এবং বলাবল (অশক্তি ও শক্তি) দণ্ড-নীতি (রাজনীতি) হইতে শিক্ষা করা যায়। প্রকৃতপক্ষে আন্বীক্ষিকী জগতের পক্ষে বিশেষ উপকারী। ইহা স্থৈর্য্য এবং সুখে দুঃখে সাম্য শিক্ষা দেয়, দূরদৃষ্টি এবং বক্তৃতা-শক্তি প্রদান করে এবং সকলকে কার্য্যে প্রবৃত্তি প্রদান করে।

আন্বীক্ষিকী সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান, (প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানাম্), সকল কার্য্যের উপায় এবং সকল ধর্ম্মের আশ্রয় বা আধার। ইহা সর্ব্ব-বাদিসম্মত।

তৃতীয় অধ্যায়।

ত্রিবেদের স্থান-নির্দ্দেশ।

সাম্, ঋক্ এবং যজুর্ব্বেদই ত্রিবেদ। অথর্ব্ববেদ এবং ইতিহাসবেদ সহ ইহাদিগকে ‘বেদ’ কহে। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ এবং জ্যোতিষই ‘অঙ্গ’ নামে কথিত হয়।

ত্রিবেদই চতুর্ব্বর্ণের কার্য্য বিভাগ করিয়া দেয় এবং সেইজন্য ইহার গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক।

অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যাগ-যজ্ঞ-সম্পাদন, অন্যের হোমাদি কার্য্যে সাহায্য, দান এবং প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। অধ্যয়ন, যাগ-যজ্ঞ-সম্পাদন, দান, যুদ্ধ এবং আশ্রিত-রক্ষণই ক্ষত্রিয়ের কার্য্য। বৈশ্য, অধ্যয়ন, যাগ-যজ্ঞ-সম্পাদন, দান, কৃষিকার্য্য, পশুরক্ষণ এবং ব্যবসায়ে ব্রতী থাকিবেন। শূদ্র, দ্বিজাতির সেবা, কৃষি, শিল্প এবং রাজকবির কার্য্য করিবেন।

গৃহস্থ স্বকর্ম্ম (অর্থাৎ স্ব স্ব ব্যবসায়) দ্বারা সংসার প্রতিপালন, ভিন্নগোত্রীয় তুল্য ঘরে বিবাহ........., এবং দেবতা, পূর্ব্বপুরুষ, অতিথি এবং ভৃত্যাদিগকে পূজা ও দান করিয়া অবশিষ্টাংশ সর্বশেষে ভোজন করিবেন।

ব্রহ্মচারী বেদাধ্যয়ন, অগ্নিপূজা, স্নান, ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা স্বকীয় উদর-পূরণ এবং নিজ-জীবন বিপন্ন করিয়াও শিক্ষকের প্রতি ভক্তি এবং তাঁহার অভাবে তদীয় পুত্র অথবা বয়োজ্যেষ্ঠ সহপাঠীর প্রতি ভক্তি-প্রদর্শন করিবেন।

বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচর্য্যরক্ষণ, ভূমি-শয্যা, জটা-ধারণ, মৃগচর্ম্ম-পরিধান, স্নান, অগ্নি, দেবতা, পূর্ব্বপুরুষ এবং অতিথি-পূজা পূর্ব্বক বনজ ফল মূলে নিজ শরীর রক্ষা করিবেন।

পরিব্রাজক বা সন্ন্যাসী নিজ ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত রাখিবেন; নিষ্ক্রিয়, অর্থে বিতৃষ্ণা এবং লোকালয় হইতে দূরে বাস করিবেন। তিনি নানা স্থানে ভিক্ষা করিয়া গহন বনে বাস করিবেন ও শরীর ও মন পবিত্র রাখিবেন।

অহিংসা, সত্যধর্ম্ম, সাধুতা, অবিদ্বেষ, ক্ষমা সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। নিজ-

নিজ কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিলে স্বর্গ এবং অনন্ত-সুখের অধিকারী হওয়া যায়। ইহা অতিক্রম করিলে পৃথিবী লয় পাইবে।

এই জন্য রাজা কোনও ব্যক্তিকে স্বকীয় কর্ত্তব্য-পথ হইতে বিচলিত হইতে দিবেন না। কেননা, যিনি আর্য্যদের নিয়ম প্রতিপালন, ধর্ম্ম এবং জাতি বিভাগানুসারে জীবন অতিবাহিত করিবেন, তিনি উভয় জন্মেই চরম সুখী হইবেন। কারণ ত্রিবেদানুযায়ী কার্য্যে যদি সকলেই তৎপর থাকেন, তবে পৃথিবীর উন্নতি অবশ্যম্ভাবী—ইহা কিছুতেই নষ্ট হইবে না।

চতুর্থ অধ্যায়।

বার্ত্তা এবং দণ্ডনীতি।

কৃষি, পশুচারণ এবং বাণিজ্যই বার্ত্তা। ইহা অত্যন্ত উপকারী, কেননা, ইহাতে শস্য, পশু, সুবর্ণ, বনীজ দ্রব্য এবং স্বাধীন-জীবিকা আনয়ন করে। বার্ত্তাই রাজকীয় কোষাগার এবং সৈন্য রক্ষা করে; ইহা না হইলে, রাজা নিজ-রাজ্য শাসন বা শত্রুকে দমন করিতে পারেন না।

যে রাজদণ্ডের উপর আন্বীক্ষিকী, ত্রিবেদ এবং বার্ত্তা নিহিত, তাহাকে দণ্ড বলে। যে শাস্ত্র দণ্ডনীতির বিষয় পর্য্যালোচনা করে, তাহাকে দণ্ডনীতি বা শাসননীতি বলে।

দণ্ডনীতি পরিচালনেই রাজ্য-বৃদ্ধি, রাজ্য-রক্ষা এবং রাজ্যোন্নতি হয় এবং দণ্ডনীতিই পুরস্কারের উপযুক্ত ব্যক্তিকে পুরস্কার বিতরণ

করায়। পৃথিবীর উন্নতি এই দণ্ডনীতির উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

এই জন্যই আমার (চাণক্যের) শিক্ষক বলিয়াছেন যে, যে নরপতি পৃথিবীর উন্নতি কামনা করিবেন, তিনি যেন দণ্ড উত্তোলিত রাখেন। ইহাপেক্ষা রাজ্য শাসন করিবার প্রশস্ত পথ আর নাই।

কিন্তু আমি (চাণক্য) বলি, তাহা নয়; কেননা যাঁহারা প্রজাকে গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত করেন, তাঁহারা প্রজার চক্ষে অপ্রীতিকর হইয়া পড়েন। পক্ষান্তরে, যাঁহারা মৃদুশাস্তি প্রদান করেন, তাঁহারা ঘৃণার্হ হয়েন, কিন্তু যাঁহারা যথার্থ দণ্ড প্রয়োগ করেন, তাঁহারা পূজিত হয়েন। বিবেচনার সহিত দণ্ড প্রয়োগ করিলে প্রজা ধর্ম্মপরায়ণ হয় এবং উহাতে অর্থ ও ভোগ বৃদ্ধি হয়। আর লোভ, ক্রোধ এবং অজ্ঞানতার বশে দণ্ড প্রযুক্ত হইলে উহাতে গৃহীর কথা দূরে থাকুক, সন্ন্যাসী এবং পরিব্রাজকেরও অন্তঃকরণে ক্রোধের উদ্রেক করে।

বস্তুতঃ, দণ্ডের পরিচালনা না করিলে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, কেননা দণ্ডধর অভাবে প্রবল দুর্ব্বলকে গ্রাস করে; আর দণ্ডের প্রভাবে দুর্ব্বল প্রবলের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে। যখন রাজা রাজদণ্ড পরিচালন করেন, তখন চারি বর্ণ ও চারি আশ্রম সম্বলিত এই লোক নিজ নিজ ধর্ম্মের অনুসরণ করে এবং নিজ কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হয়।

পঞ্চম অধ্যায়।

বৃদ্ধ-সংযোগ বা বয়োবৃদ্ধদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা।

প্রথম তিন বিদ্যা দণ্ডনীতির শ্রেষ্ঠত্বের উপর নির্ভর করে। কেবলমাত্র দণ্ডই ধন ও প্রাণ রক্ষা করে এবং সেই সঙ্গে বিনয় শিক্ষা দেয় (বিনয় দণ্ডের উপরই নির্ভর করে)। বিনয় দুই প্রকার, স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক। ক্রিয়াই শিক্ষা দিয়া মনুষ্যকে বিনয়ানুমোদিত পথানুগামী করে। যাঁহারা বশ্যতা, শ্রবণ, প্রণিধান, ধারণাশক্তি, পরিণামদর্শিতা, সিদ্ধান্ত এবং চিত্তস্থৈর্য্যে পারদর্শী, শিক্ষা তাঁহাদেরই বিনয় আনয়ন করে; অপরের নহে।

বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণের নিকট হইতে বিদ্যা-শিক্ষা এবং তদনুযায়ী রীতি অবলম্বন করা উচিত।

চূড়াকরণ সম্পন্ন হইলে ছাত্র লিপি ও পাটীগণিত শিক্ষা করিবে। রাজকীয় অধ্যক্ষগণের নিকট বার্ত্তা এবং রাজনীতিজ্ঞগণের নিকট দণ্ড-নীতি শিক্ষা করিবে।

ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত রাজকুমার ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবেন। পরে তিনি গো-দান করিয়া শুভবিবাহ সম্পন্ন করিবেন। বিনয়-শিক্ষার জন্য তিনি প্রাচীন অধ্যাপকদিগের সহিত বাস করিবেন; কেন-না, তাঁহাদের মধ্যেই বিনয় নিহিত আছে। রাজকুমার, প্রাতঃ-কালে হস্তী, অশ্ব, রথ এবং অস্ত্রাদি লইয়া যুদ্ধ শিক্ষা করিবেন এবং অপরাহ্নে ইতিহাস শ্রবণ করিবেন। পুরাণ, ইতিবৃত্ত, আখ্যায়িকা, উদাহরণ, এবং ধর্ম্মশাস্ত্রই ইতিহাস নামে খ্যাত।

দিবাভাগের অবশিষ্টাংশ এবং রাত্রিকালে তিনি নূতন পাঠ গ্রহণ, পুরাতন পাঠের আবৃত্তি এবং যাহা সম্যগ্‌রূপে জ্ঞানগম্য হয় নাই, তাহা পুনঃপুনঃ শ্রবণ করিবেন। শ্রুতি জ্ঞান দান করে; জ্ঞান দ্বারা ও যোগ (মনোনিবেশ) দ্বারা আত্মতত্ত্ব-লাভ হয়। এই প্রকারেই বিদ্যার সার্থকতা হয়।

বিদ্যাবিনীতো রাজা হি প্রজানাং বিনয়ে রতঃ।
অনন্যাং পৃথিবীং ভুংক্তে সর্ব্বভূতহিতে রতঃ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ইন্দ্রিয়জয়।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং হর্ষ দমনে ইন্দ্রিয়জয় করিয়া শিক্ষা এবং বিনয় লাভ করিতে হইবে। কর্ণ, চক্ষু, ত্বক্‌, জিহ্বা, ও নাসিকা দ্বারা শ্রবণ, দর্শন্‌, স্পর্শন্‌, গন্ধগ্রহণ প্রভৃতির অভিপ্রতিপত্তি হইলে ইন্দ্রিয়দমন বলা যায়। শাস্ত্রানুযায়ী নিয়মাবলী অবলম্বনেও ঐ ফল হয়, কেননা ইন্দ্রিয়দমন শিক্ষাই শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য।

যাহার চরিত্র পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পরিমার্জ্জিত নয়, যাহার ইন্দ্রিয়সংযম শিক্ষা নাই, সে যদি সমস্ত পৃথিবীরও অধিপতি হয়, তাহা হইলেও সে শীঘ্রই বিনষ্ট হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভোজ (অপর নাম দাণ্ডক্যো) রাজার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইনি ব্রাহ্মণ-কন্যার প্রতি অত্যাচারে উদ্যত হইয়াছিলেন বলিয়া স্বজন ও রাজ্য সহ বিনষ্ট হন। করাল, বৈদেহও তদ্রূপ। ব্রাহ্মণের প্রতি ক্রুদ্ধ জন্মেজয়, ভৃগুর প্রতি ক্রুদ্ধ তালজঙ্ঘও ঐ দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

লোভের বশবর্ত্তী হইয়া ব্রাহ্মণের প্রতি অত্যাচারে রত ঐল, অজবিন্দু, সৌবীর—সকলেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অহঙ্কারী রাবণ, রামকে সীতা প্রত্যর্পণ না করায় এবং দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণকে রাজ্যের অংশ না দেওয়ায় তদুপযুক্ত ফল ভোগ করিয়াছিলেন। অহঙ্কারে মত্ত হইয়া সকলকে ঘৃণার চক্ষে দেখাতে দম্ভোদ্ভব, হৈহয়-নরপতি অর্জ্জুন, হর্ষোৎফুল্ল বাতাপি, দ্বৈপায়নদিগের আক্রমণকারী বৃষ্ণিসঙ্ঘ * সকলেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ সমস্ত রাজগণ, ষড় রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া, ইন্দ্রিয়দমন করিতে সমর্থ হন নাই, সুতরাং তাঁহারা রাজ্য ও স্বজন সহ বিনষ্ট হইয়াছিলেন।

সুবিখ্যাত জিতেন্দ্রিয় জামদগ্ন্য এবং অম্বরীশ, ষড় রিপুকে দূর করিয়া অনেক কাল পৃথিবী ভোগ করিয়াছিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

রাজর্ষি-বৃত্তি।

রাজা ষড় রিপু জয় করিয়া ইন্দ্রিয়দমন করিবেন। বয়োবৃদ্ধদিগের সহিত বাস করিয়া জ্ঞানার্জ্জন করিবেন। গুপ্তচরের চক্ষে সকল দেখিবেন ("চারচক্ষুঃ")। * সর্ব্বদা কর্ম্মে রত থাকিয়া রাজ্য নিরাপদে এবং শান্তিতে রাখিবেন। নিজ শাসন দ্বারা প্রজাদিগকে নিজ-নিজ ধর্ম্মপথে

* 'চারেণ চক্ষুষা পশ্যন'।

* ইহাঁদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না।

রক্ষা করিবেন, বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা বিনয় বৃদ্ধি করিবেন। প্রজাদিগের ধনবৃদ্ধির সহায়তা করিয়া এবং তাহাদের উপকার করিয়া, প্রজারঞ্জক হইবেন। এই প্রকারে ইন্দ্রিয় জয় করিয়া, তিনি স্ত্রীলোক, এবং পরস্বাপহরণ হইতে দূরে থাকিবেন; মিথ্যাও পৌরুষত্ব এবং স্বাভাবিক অসদিচ্ছা হইতে বিরত রহিবেন; সততা এবং মিতব্যয়িতা অবলম্বন করিয়া, তিনি তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন। এরূপ পথাবলম্বন করিলে, তিনি কদাচ অসুখী হইবেন না। দান, অর্থ এবং ইচ্ছা, এই সকল বৃত্তি, একটী অন্যের উপর নির্ভর করে; ইহা তিনি সমভাগে ভাগ করিতে পারেন। ইহাদের কোনও একটী মাত্র বৃত্তি যদৃচ্ছাভাবে ভোগ করিলে, শুধু যে কেবল অপর দুইটাকে ক্ষতি করে, তাহা নয়, অপরটীকেও বিনষ্ট করে।

• কৌটিল্য বলেন যে, অর্থ এবং কেবলমাত্র অর্থই সংসারে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কেন-না দানশীলতা এবং সদিচ্ছা-সাধন অর্থের উপরেই নির্ভর করে।

যে সকল অমাত্য এবং আচার্য্য তাঁহাকে বিপদ হইতে রক্ষা করেন এবং যাঁহারা ছায়া নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক, ঘটিকা নিনাদে, তাঁহার কার্য্য সম্পাদন করেন, রাজা তাঁহাদিগকে সকল সময়েই মর্য্যাদানুযায়ী সম্মান করিবেন।

সাহায্য ব্যতিরেকে রাজত্ব সম্ভব নয়। একখানি চক্র কদাপিও একাকী চলিতে পারে না। সেই জন্যই রাজা সচিব নিযুক্ত এবং তাঁহাদের অভিমত শ্রবণ করিবেন।

অষ্টম অধ্যায়।

অমাত্যোৎপত্তি।

ভরদ্বাজ বলেন—"রাজা, তাঁহার সহপাঠীদিগকেই মন্ত্রিরূপে নিয়োগ করিবেন। কেন-না, তাঁহাদের সদ্ভাব ও কার্য্যক্ষমতার উপর তিনি নির্ভয়ে নির্ভর করিতে পারেন।"

বিশালাক্ষ বলেন—"এরূপ প্রণালী যুক্তিসঙ্গত নহে। কেন-না, তাঁহারা সহপাঠী ও সহক্রীড়ক হওয়াতে রাজাকে তাচ্ছিল্য করিবেন। কিন্তু, যাঁহাদের গুহ্য বিষয় তিনি অবগত আছেন, তাঁহাদিগকেই যেন তিনি মন্ত্রিরূপে নিযুক্ত করেন। পশ্চাৎ তাঁহাদের গুপ্ত বৃত্তান্ত রাজা প্রকাশ করিয়া দেন, এই জন্য তাঁহারা কোনও দিনই রাজার ক্ষতি করিবেন না।"

পরাশর বলেন যে,—"উহা কদাচ কর্ত্তব্য নয়। কেন-না, এ ভয় উভয়তঃ; ইহাতে রাজা বাধ্য হইয়া ভাল মন্দ উভয় প্রকার ব্যাপারেই উহাঁদের মতানুসারে কার্য্য করিবেন। রাজা যে সকল ব্যক্তির কাছে নিজ গুপ্ত-বৃত্তান্ত প্রকাশ করিবেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই নিকট নীচ বলিয়া উপেক্ষিত হইবেন। এই জন্য, যাঁহারা প্রাণহানিকর কার্য্যও বিশ্বস্ততার সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন এবং যাঁহাদের ভক্তি তিনি প্রকৃষ্ট উপায়ে পরীক্ষা করিয়াছেন, কেবল তাঁহাদিগকেই তিনি মন্ত্রিরূপে নিযুক্ত করিবেন।"

পিশুন বলেন—"না (ইহাতে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না।) ইহাতে রাজা ভক্তি পাইবেন সত্য, কিন্তু বুদ্ধিগুণ (বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি) পাইবেন না। বস্তুতঃ যাঁহারা রাজস্ব আদায় কার্য্যে নিযুক্ত হইলে নির্দ্ধারিত রাজস্ব বা

ততোধিক আদায় করিয়া, স্বকীয় বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারিবেন, তাঁহাদেরই নিয়োগ যুক্তিযুক্ত হইবে।"

কৌণপদন্ত ইহাতে আপত্তি করিয়া বলিয়াছেন যে—"এই সমস্ত ব্যক্তি অন্যান্য কার্য্যে অপারগ; এইজন্য যাঁহাদের পিতা ও পিতামহগণ মন্ত্রী ছিলেন, রাজা. তাঁহাদিগকেই উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। এই সমস্ত ব্যক্তি অতীত বৃত্তান্ত সম্যগ্‌রূপে জ্ঞাত থাকায় এবং রাজার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়ায়, অসন্তুষ্ট হইলেও কদাচ রাজাকে পরিত্যাগ করিবেন না। এই প্রকার বিশ্বস্ততা নির্ব্বাক্ জন্তুতেও সম্ভব। দেখা যায়, গরুগুলি অপরিচিত গাভী হইতে পৃথক থাকে এবং পরিচিত দলের সহিতই থাকে।"

বাতব্যাধি বলেন যে,—"ইহাতে এই অসুবিধা হইবে যে, রাজার উপর আধিপত্য থাকায় এই সমস্ত ব্যক্তিগণ নিজেরাই রাজার ন্যায় ক্ষমতা বিস্তার করিবে। এইজন্য, যে সমস্ত ব্যক্তি রাজনীতিকুশল, রাজা তাঁহাদিগকেই মন্ত্রী নিযুক্ত করিবেন। এই সকল নূতন ব্যক্তিই রাজাকে দণ্ডধর বলিয়া বিবেচনা করিবেন এবং রাজাকে যথোপযুক্ত সম্মান করিবেন।"

বাহুদন্তীপুত্র বলেন—"না—যেহেতু এই সকল ব্যক্তিগণের রাজনীতি-শাস্ত্রে জ্ঞান পুঁথিগত; নীতি-জ্ঞান না থাকায়, কার্য্যকালে ইহাঁরা অনেক ভ্রম করিবেন। এইজন্য যাঁহারা উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং যাঁহারা জ্ঞান, সদ্ভাব, সততা এবং রাজভক্তি প্রভৃতি গুণে বিভূষিত, রাজা, তাঁহাদিগকেই মন্ত্রিত্ব প্রদান করিবেন; কেন-না, এই সমস্ত গুণের উপরই এই সকল গুরুভার ন্যস্ত হওয়া উচিত।"

কৌটিল্য বলেন যে,—"ইহাই উচিত এবং সন্তোষজনক। কেন-না, কোনও মনুষ্যের ক্ষমতা—তাঁহার কার্য্যাবলীর দ্বারা এবং কার্য্য করিবার ক্ষমতার প্রভেদ দ্বারাই পরীক্ষিত হয়।"

ক্ষমতাবিভাগ এবং কাল ও স্থান বিবেচনায় কার্য্য-বিভাগ করিয়া, রাজা এই সকল ব্যক্তিকে অমাত্যরূপে (মন্ত্রিরূপে নয়) নিযুক্ত করিবেন।

নবম অধ্যায়।

মন্ত্রী ও পুরোহিত-উৎপত্তি।

স্বদেশবাসী, উচ্চবংশীয়, ক্ষমতাশালী, কৃতশিল্প, প্রাজ্ঞ, ধীশক্তি-সম্পন্ন, সাহসী, বাগ্মী, প্রগল্‌ভ, উৎসাহী, প্রভাবযুক্ত, ক্লেশসহিষ্ণু, সচ্চরিত্র, মিষ্টভাষী, রাজভক্ত, শক্তিশালী, নীরোগ, চাপল্যবর্জ্জিত (ব্যবস্থিত-চিত্ত) এবং যে সমস্ত বৃত্তিতে ঘৃণা এবং শত্রুতা উৎপাদন করে না—এইরূপ বৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিই অমাত্য হইবার উপযুক্ত পাত্র।

যাহারা এই সমস্ত গুণাবলীর অর্দ্ধ এবং চতুর্থাংশের অধিকারী, তাহারা মধ্যম এবং নিকৃষ্ট অমাত্য বলিয়া কথিত হয়।

পূর্ব্বোক্ত গুণাবলী পরীক্ষাকালে, মনোনীত ব্যক্তি স্বদেশবাসী এবং ক্ষমতাশালী কি না, তাহা বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকট অনুসন্ধানে অবগত হইতে হইবে। উপযুক্ত শিক্ষিত ব্যক্তির দ্বারা শিল্পের পরিচয়, কার্য্যে পারদর্শিতা, প্রজ্ঞা, ধীশক্তি এবং সদালাপ কার্য্য দ্বারা. বাগ্মিতা, প্রগল্‌ভতা এবং প্রতিভা বাক্যদ্বারা, বিপদে সহিষ্ণুতা, উৎসাহ এবং সাহস ব্যবহার দ্বারা, চরিত্র, মিত্রতা এবং রাজভক্তি, ব্যবহার, শক্তি, স্বাস্থ্য, সত্ত্ব, এবং ব্যবস্থিতচিত্ততা বন্ধুদিগের নিকট হইতে এবং নিজ অভিজ্ঞতা দ্বারা চিত্তের প্রবণতা ও দয়াশীলতা বিচার করিয়া, পরে গ্রহণ করিতে হইবে।

রাজার কার্য্য প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ এবং আনুমানিক হইতে পারে। যাহা তিনি নিজ চক্ষে দেখেন, তাহাই প্রত্যক্ষ; অপরে তাঁহাকে যাহা

শিক্ষা দেয়, তাহাই পরোক্ষ. এবং সম্পাদিত কর্ম্ম হইতে যাহা অনুমান হয়, তাহাই আনুমানিক। এককালীন সকল ঘটনা ঘটে না, ভিন্ন ভিন্ন রূপে অথবা ভিন্ন ভিন্ন লোকালয়ে ঘটে ; সেই জন্য রাজা যাহাতে সকল সময়ে এবং সকল বিষয়ই অবগত থাকিতে পারেন, তজ্জন্য মন্ত্রী নিয়োগ করিবেন।

যাঁহার উচ্চবংশ এবং চরিত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রশংসা শোনা যায়, যিনি বেদ এবং ষড় অঙ্গে বিশেষ শিক্ষিত, যিনি পূর্ব্ব লক্ষণ দ্বারা আকস্মিক বা দৈবাধীন ঘটনার বিষয় বলিতে পারেন, যিনি রাজ-নীতি কুশল এবং যিনি অথর্ব্ববেদানুযায়ী ক্রিয়া কর্ম্ম দ্বারা, দৈবাধীন বা মনুষ্য কর্ত্তৃক ঘটিত বিপদ নিবারণ করিতে পারেন,রাজা তাঁহাকেই পুরোহিত পদে নিযুক্ত করিবেন।

যে ক্ষত্রিয়-বংশ ব্রাহ্মণ-দ্বারা লালিত হয়, সুমন্ত্রীর মন্ত্রণায় সন্তুষ্ট হয়, শাস্ত্রানুমোদিত উপদেশানুযায়ী কার্য্য করে, তাঁহারা অপরাজেয় হন এবং শাস্ত্র বিহীন হইয়াও জয়লাভ করেন।

দশম অধ্যায়।

ধর্ম্মসংক্রান্ত প্রলোভন।

মন্ত্রী এবং পুরোহিতদিগের সহায়তা লইয়া রাজা প্রলোভন প্রয়োগে রাজকীয় কার্য্যে নিযুক্ত সাধারণ-বিভাগের অমাত্যগণকে পরীক্ষা করিবেন।

যে পুরোহিত রাজাজ্ঞা অবহেলা করিয়া নীচজাতীয় ব্যক্তিকে বেদ পড়াইতে অস্বীকার করেন, অথবা উক্তরূপ ব্যক্তির (অপ্রকৃত) যাজন কার্য্য না করেন, রাজা তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিবেন।

কর্ম্মচ্যুত পুরোহিত সহপাঠীর বেশ ধারণ করিয়া অন্যান্য প্রত্যেক অমাত্যকে প্রলোভন দেখাইবেন। তিনি যেন শপথ করিয়া বলেন যে, "এই রাজা অধার্ম্মিক। আমরা ইহাঁর পরিবর্ত্তে ধার্ম্মিক এই বংশীয়, অথবা যিনি কারারুদ্ধ আছেন, অথবা নিকটবর্ত্তী কোন রাজার আত্মীয়, অথবা অসভ্য নায়ক কিম্বা ঔপপাদিককে * রাজত্ব প্রদান করি; ইহাই আমাদের সকলের অভিলাষ। আপনার মত কি?"

যদি কেহ বা সকল অমাত্যই এই প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন, তাহা হইলে তিনি বা তাঁহাদিগকেই সাধু বলিয়া পরিগণিত করা যাইতে পারে।

আর্থিক প্রলোভন।

যে সেনাপতি নিন্দিত-দ্রব্য-গ্রহণ জন্য কার্য্যচ্যুত হইয়াছেন, তিনি গুপ্তচর দ্বারা প্রত্যেক অমাত্যকে অপরিসীম অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া, রাজাকে নিহত করিবার প্রস্তাব করিবেন। প্রত্যেক অমাত্যকেই বলিবেন, যে "একার্য্য আমাদের সকলেরই অনুমোদিত। আপনি কি বিবেচনা করেন?"

যদি তাঁহারা অসম্মতি জ্ঞাপন করেন, তবে তাঁহাদিগকে নিষ্কলঙ্ক বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

কাম প্রলোভন।

* * * *

ভয়যুক্ত প্রলোভন।

যজ্ঞ-সমাপন উদ্দেশ্যে কোন অমাত্য, অপর সকল মন্ত্রীকেই তাঁহার অনুসরণে সম্মত করিতে পারেন। বিপদাশঙ্কা করিয়া

* Up-start.

রাজা সকলকেই বন্দী করিতে পারেন। সতীর্থ গুপ্তচর কারাবাস ভোগ করিয়াছে, এইরূপ ভান করিয়া, অর্থহীন ও পদচ্যুত প্রত্যেক মন্ত্রীকে নিম্নলিখিত ভাবে প্রলোভন দেখাইতে পারে—"রাজা অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন। বেশত! আমরা তাঁহাকে বধ করিয়া অপরকে সেইস্থলে বসাই। আমরা সকলেই ইহা ভাল বোধ করি। আপনার কি মত?"

যদি এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহারা অস্বীকার করেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাঁহারা পবিত্রচেতা।

এই সমস্ত অমাত্যদিগের মধ্যে যাঁহাদিগকে ধর্ম্মসংক্রান্ত প্রলোভন দ্বারা পরীক্ষা করা হইয়াছে, তাঁহাদিগকে দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিভাগে কার্য্য দিতে হইবে। আর্থিক প্রলোভনে যাঁহারা প্রলোভিত হয়েন নাই, তাঁহাদিগকে রাজস্ব আদায় বিভাগে ও কোষ-বিভাগে নিযুক্ত করা যাইবে। যাঁহারা কাম-প্রলোভনে প্ররোচিত হয়েন নাই, তাঁহাদিগকে বিহার-ক্ষেত্রের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। যাঁহারা ভয়েও সত্যপথ হইতে স্খলিত হয়েন নাই, তাঁহাদিগকে মুখ্যকার্য্যে নিযুক্ত করিবে এবং যাঁহারা সকল প্রলোভনই অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে মন্ত্রিত্ব পদে বরণ করিতে হইবে। যাঁহারা কোন একটী প্রলোভনে বা সকল প্রলোভনেই পরাজিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে খনি, হস্তি-সেবিত বনে এবং শিল্পশালায় কার্য্য দেওয়া যাইতে পারে।

কৌটিল্যের মতে, কদাপি যেন রাজা স্বয়ং বা মহারাণী, মন্ত্রীদিগের পরীক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত না হন। পক্ষান্তরে, বিষ যেমন জলকে বিষাক্ত করে, সেইরূপ তিনি যেন সৎকে কলুষিত না করেন।

কোন কোন সময় ব্যবস্থাপিত ঔষধও কার্য্যকর না হইতে পারে।

সেই প্রকার, প্রকৃত বীরের হৃদয় যদিও সচরাচর স্থিরপথে থাকে, তথাপি চতুর্ব্বিধ লোকের বশবর্ত্তী হইয়া কলুষিত হইলে পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত না হইতেও পারে।

সেইজন্য রাজা কোন বহির্বস্তুকে প্রলোভনের লক্ষ্য করিয়া, গুপ্তচর দ্বারা অমাত্যদিগের স্বভাব পরীক্ষা করিবেন।

একাদশ অধ্যায়।

গুপ্তচর-নিয়োগ।

অমাত্যবর্গের সহায়তা লইয়া রাজা গুপ্তচর-নিয়োগে ব্রতী হইবেন। গুপ্তচর বহুবিধ-কপট-ছাত্রের বেশধারী গুপ্তচর, উদাসীন গুপ্তচর, গৃহস্থ গুপ্তচর, বণিক্ গুপ্তচর, তাপস গুপ্তচর, শিক্ষানবীশ গুপ্তচর, তীক্ষ্ণ-গুপ্তচর, বিষ-প্রয়োগকারী গুপ্তচর এবং ভিক্ষুক গুপ্তচর।

যে চতুর ব্যক্তি অপরের মনের অবস্থা সহজেই অনুমান করিতে পারে, তাহাকে কপটছাত্র বলা যায়। এই প্রকার গুপ্তচরকে সম্মান ও অর্থদ্বারা উৎসাহিত করিয়া, মন্ত্রী, তাহাকে আদেশ দিবেন যে, রাজা এবং মন্ত্রীর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া, গুপ্তচর অপরের যে কিছু দোষ দেখিতে পাইবে, তাহা যেন রাজা ও মন্ত্রীর নিকট জ্ঞাপন করে।

যে তপস্যায় অভিজ্ঞ, সচ্চরিত্র এবং দূরদর্শী, তাহাকে 'উদাসীন' বলা যাইতে পারে। এই গুপ্তচর যথেষ্ট অর্থ এবং অনেক শিষ্যসহ কৃষি, পশুচারণ, বাণিজ্য প্রভৃতি কার্য্যে লিপ্ত থাকিবে। উৎপন্ন এবং লভ্যাংশ হইতে অন্যান্য সন্ন্যাসীদিগের আহার, আচ্ছাদন ও বাসস্থান দিবে এবং তাহার অধীনস্থ যাহারা উপার্জ্জনে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে চর নিযুক্ত করিয়া, আদেশ দিবে যে, তাহারা প্রত্যেকে রাজ্যের আর্থিক

বিষয়ে বিশেষ বিশেষ দোষ অনুসন্ধানে নিযুক্ত থাকিবে এবং আহার ও বেতন লইবার কালে এই সকল বিষয়ের সংবাদ দিবে। উদাসীনের অধীনস্থ সকল সন্ন্যাসীই এইরূপ কার্য্যে নিজ নিজ অনুচরদিগকে প্রেরণ করিবে।

বৃত্তিহীন কিন্তু সচ্চরিত্র এবং দূরদর্শী কৃষকই 'গৃহস্থ গুপ্তচরে'র কার্য্যে নিযুক্ত হইবার উপযুক্ত। এইরূপ চর, নির্দ্দিষ্ট ভূমিকর্ষনাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া নিজ অনুচরগণকে যথাস্থানে প্রেরণ করিবে।

মুণ্ডিতমস্তক বা জটাধারী কিন্তু উপার্জ্জন ইচ্ছুক ব্যক্তিই 'তাপস' গুপ্তচর নামে আখ্যাত হয়। এই প্রকার চর বহুশিষ্যপরিবৃত হইয়া মুণ্ডিতমস্তকে বা জটা ধারণ করিয়া, এক কিম্বা দুই মাস অন্তর কেবলমাত্র শাক ও যবমুষ্টি দ্বারা উদর পূরণ করিতেছে—এইরূপ ভান করিয়া, সহরতলিতে বাস করিবে। গোপনে তাহার অভীষ্ট আহার গ্রহণ করিয়া জীবনধারণ ও স্বকার্য্যসাধন করিবে।

বণিক্ গুপ্তচরগণ ঐ প্রকার চরের শিষ্য, এইরূপ ভান করিয়া অনৈসর্গিক গুণে ভূষিত তাহাদের আচার্য্যকে পূজা করিবে। তাহার অন্যান্য শিষ্যগণ দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপিয়া ঘোষণা করিবে যে, তাহাদের গুরু অনেক অনৈসর্গিক গুণে ভূষিত। যে সকল ব্যক্তি নিজ নিজ ভবিষ্যৎ জ্ঞাত হইবার জন্য তাহার নিকটে আসিবেন, যে সকল ভবিষ্যৎ বিষয় গুরু তাহার শিষ্যদের শিরঃকম্পন বা চিহ্ন দ্বারা অবগত হইতে পারিবে, এই কপট গুরু সামুদ্রিক বিদ্যা দ্বারা কেবল সেই সকল ভবিষ্যৎ বিষয়েরই উত্তর দিবে। সামান্য লাভ, অগ্নি দ্বারা ধ্বংস, দস্যুভয়, রাজদ্রোহ বিষয়ক কার্য্যকরণ, উত্তম কার্য্যের পুরস্কার, বৈদেশিক কার্য্যের ভবিষ্যৎ বিষয়েরই প্রায়শঃ প্রত্যুত্তর দিবে। গুরু বলিবে যে, ইহা অদ্য ঘটিবে, ইহা কল্য—রাজা এইরূপ করিবেন। উদাসীনের

এই সকল উক্তি তাহার শিষ্যগণ সংবাদ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক দৃঢ় করিবে। যে সকল দূরদর্শী, বাগ্মী এবং সাহসী ব্যক্তিগণ রাজার নিকট পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন, উদাসীন তাহারও ভবিষ্যৎ বলিবে এবং তদ্ব্যতীত মন্ত্রী নিয়োগ বা পরিবর্ত্তনের বিষয়ও বলিবে।

রাজ-মন্ত্রী উদাসীনের উক্তি অনুসারে নিজের কার্য্য করিবেন। অর্থ এবং সম্মান দ্বারা যাহাদের প্রকৃত অসন্তোষের কারণ আছে, তাহাদের প্রশান্ত করিবেন। যাহাদের প্রকৃত অসন্তোষের কারণ নাই বা যাহারা রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছে, তাহাদের গোপনে শাস্তি দিবেন।

অর্থ ও উপাধি দ্বারা এই পাঁচ প্রকার গুপ্তচরদিগকে সম্মানিত করিয়া রাজা তাঁহার ভৃত্যবর্গের সচ্চরিত্রতা নির্ণয় করিবেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ভ্রমণকারী-চর-নিয়োগ।

রাজা (বাধ্য হইয়া) যে সমস্ত অনাথগণের ভরণপোষণ করেন, তাহাদের এবং যাহারা লক্ষণ, অঙ্গ ও যাদুবিদ্যা, সাম্প্রদায়িক নিয়মাবলী, ইন্দ্রজাল, চিহ্ন এবং শকুনি বিদ্যা অধ্যয়ন করে, তাহাদিগকে শিক্ষা-নবীশ চর কহে। লোকের সহিত সংসর্গ দ্বারা ইহারা সমস্ত বিবরণ জ্ঞাত হইতে পারে।

যে সকল ক্রোধোন্মত্ত ব্যক্তি * নিজ জীবন তুচ্ছ করিয়া কেবল অর্থোপার্জ্জনের জন্যই হস্তী বা ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগকে তীক্ষ্ণচর বলে।

যাহাদের আদৌ মাতৃপিতৃভক্তি নাই এবং যাহারা নৃশংস ও অলস তাহাদিগকে রসদ বা বিষপ্রয়োগচারী গুপ্তচর বলে।

সুচতুরা, জীবিকান্বেষিনী ব্রাহ্মণ-বিধবাই পরিব্রাজিকা গুপ্তচর; রাজ অন্তঃপুরে সম্মানের সহিত বাস করিয়া, সে রাজমন্ত্রীদিগের বাটীতে গমনাগমন করিবে।

মুণ্ডিতমস্তকা বা শূদ্রা রমণীর প্রতিও এই নিয়ম বর্ত্তিবে। ইহাদেরই ভ্রমণকারী চর (সঞ্চার) বলে।

এই সমস্ত চরের মধ্যে যাহারা সদ্বংশজাত, রাজভক্ত, বিশ্বস্ত, দেশ এবং ব্যবসানুযায়ী ছদ্মবেশ ধারণে বিশেষ পারদর্শী, বহুভাষাবিৎ, শিল্পে দক্ষ, তাহাদিগকে রাজা, তাঁহার মন্ত্রীদিগের, পুরোহিত ও সেনাপতিগণের, যুবরাজের, দৌবারিকের, প্রশাস্তৃ ও সমাহর্তৃগণের, সন্নিধাত্রী, প্রদেষ্টি, নায়ক, পৌর, ব্যবহারিক, কর্ম্মান্তিক, মন্ত্রীসভা, বিভাগীয়াধ্যক্ষ, দণ্ডপাল * এবং দুর্গ, সীমান্ত ও বন্য-প্রদেশ রক্ষণে নিযুক্ত কর্ম্মচারীগণের কার্য্য পরিদর্শনে নিযুক্ত করিবেন।

তীক্ষ্ণ গুপ্তচরগণ রাজচ্ছত্র, পাত্র, পাখা এবং পাদুকাধারণ অথবা সিংহাসন, রথ বা অন্যান্য যানের নিকট থাকিয়া কর্ম্মচারীদিগের চরিত্রের উপর লক্ষ্য রাখিবে। শিক্ষানবীশ চরগণ তীক্ষ্ণ গুপ্তচর কর্ত্তৃক সংগৃহীত সংবাদ গুপ্তচর-বিভাগে বহন করিবে।

---

* "Brave desparados" মরিয়া লোক।

* প্রশাস্তৃ ইত্যাদি Magistrate, Colector-general, Chamberlain, Commissioner, City-Constable, Kotwal, Superintendent of transaction, that of manufacturies, &c.

আচার-প্রস্তুতকারী, পাচক, স্নাপক, স্নানান্তে গাত্র ঘর্ষণকারীগণ শয্যা প্রস্তুতকারক, পরামাণিক, প্রসবিক, পরিচারক, কুব্জ, বামন, মূক, বধির, মূর্খ, অন্ধ; নট. নর্ত্তক, গায়ক, বাদ্যকর, ভাড়, কবি এবং স্ত্রীলোক, ইহারাও সকলে ঐ সকল কর্ম্মচারীর চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিবে।

ভিক্ষু স্ত্রীলোক এই সকল সংবাদ গুপ্তচর-বিভাগে বহন করিবে।

গুপ্তচর-বিভাগীয় কর্ম্মচারীগণ চিহ্ন দ্বারা বা লিখিয়া এই সমস্ত সংবাদের সত্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য নিজ অধীনস্থ গুপ্তচর নিয়োগ করিবেন। গুপ্তচর-বিভাগের কর্ম্মচারীগণ এবং ভ্রমণকারী চর ও অপর গুপ্তচরগণ পরস্পরের নিকট অজ্ঞাত থাকিবে।

যদি কোন ভিক্ষু স্ত্রীলোকের গতি দ্বারদেশে প্রতিহত হয়, তাহা হইলে দ্বারবান্ দ্বারা বা পিতা মাতার ছদ্মবেশে, কিংবা স্ত্রী-শিল্পী বা রাজকবি দ্বারা বা বেশ্যাগণ দ্বারা বাদ্যভাণ্ড কিনিবার ছলে অথবা (গুপ্ত) সঙ্কেত-লিপি দ্বারা ঐ সংবাদ যথাস্থানে প্রেরণ করিবে।

গুপ্তচরগণ দীর্ঘকালব্যাপী শাস্তি হইতে রক্ষা পাইবার ছল করিয়া ব্যাধি, উন্মাদ, গৃহদাহ বা বিষপ্রয়োগ করিয়া অকস্মাৎ প্রস্থান করিবে।

ত্রিবিধ উপায়ে প্রাপ্ত এই সকল সংবাদ—যখন একই প্রকারের হইবে, তখনই ইহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গণ্য হইবে। যদি বিভিন্ন হয়, তাহা হইলে সংবাদদাতা গুপ্তচরদিগকে বিশেষ শাস্তি দিতে হইবে।

চতুর্থ খণ্ডে লিখিত কণ্টকশোধনকারীগণ, যাহারা বৈদেশিক রাজার নিকট ভৃত্যরূপে বাস করে, তাঁহার নিকট হইতেই বেতন গ্রহণ করিবে, কিন্তু যখন তাহারা উভয় রাজাকেই দস্যু-ধৃত-করণে সাহায্য করে, তখন তাহারা উভয় রাজ্য হইতেই বেতন পাইবে।

যাহাদিগের পুত্র এবং পত্নীকে প্রতিভূ স্বরূপ রাখা হয়, তাহারা উভয় রাজ্য হইতেই বেতন পাইবে। এই সকল ব্যক্তির সচ্চরিত্রতা

ইহাদেরই সমব্যবসায়ীদের দ্বারাই জানিতে হইবে। যে সমস্ত রাজা বৈরিভাবাপন্ন, বা যিনি মিত্র বা মধ্যবর্ত্তী, বা নীচ বা মধ্যস্থ, তাঁহাদের এবং তাঁহাদের অষ্টাদশ প্রকার রাজকীয় বিভাগের জন্য চর নিযুক্ত করিতে হইবে। *

কুব্জ, বামন, খঞ্জ, সুশিক্ষিতা স্ত্রী, মূক এবং ম্লেচ্ছজাতীয় নানারূপ ব্যক্তিকে ঐ সকল নরপতিগণের অন্তঃপুরে নিযুক্ত করিতে হইবে।

দুর্গ মধ্যে বণিক্ চর, দুর্গান্তে বা দুর্গস্থলীতে সন্ন্যাসী এবং তাপস, রাষ্ট্র প্রদেশে কৃতী ও উদাসীন, সীমান্তে রাখাল (ব্রজবাসী) বনে বনচর, শ্রমণ এবং অসভ্যজাতির নায়কগণ শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করিবে। এই সমস্ত চর নিজ নিজ কার্য্যে অত্যন্ত তৎপর হয়।

নিজ নিজ চরের দ্বারা, বৈদেশিক রাজগণ কর্ত্তৃক নিয়োজিত চরের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। সমব্যবসায়ী চর দ্বারা সমব্যবসায়ী চরের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। গুপ্তচরবিভাগ প্রকাশ্য ভাবে অথবা গোপনে চর নিয়োগ করিবেন।

রাজকার্য্যে নিযুক্ত চরগণ কর্ত্তৃক রাজার বিরুদ্ধ-কার্য্যে নিযুক্ত যে সকল নায়কগণ ধৃত হইবে, তাহাদিগকে সীমান্ত প্রদেশে বাস করিতে দিতে হইবে।

---

* রঘুবংশ, সপ্তদশ সর্গ, ৬৮ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

নিজরাজ্যে স্ববিষয়ে পক্ষাপক্ষরক্ষণ।

নিজ প্রধান মন্ত্রীদের কার্য্য দর্শনের জন্য চর নিযুক্ত হইলে পর, রাজা নাগরিক ও পৌর জানপদগণের প্রতি দৃষ্টি করিবেন।

শিক্ষানবীশ গুপ্তচরগণ ভিন্ন ভিন্ন দলবদ্ধ হইয়া তীর্থস্থলে, সভায়, গৃহে, পূগ * এবং লোকসমাগম স্থলে বিচারে (বাগ্‌যুদ্ধে) প্রবৃত্ত হইবে।

কোন গুপ্তচর বলিবে যে, "এই নরপতি সমস্ত সদ্‌গুণের আধার। নগরবাসী এবং জনপদবাসীদিগের উপর ক্লেশকর জরিমানা এবং শুল্ক নির্দ্ধারণে আদৌ ইঁহার প্রবৃত্তি নাই।" অন্য চর ইহাকে থামাইয়া বলিবে যে, "বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য যেরূপ ক্ষুদ্র মৎস্যকে উদরসাৎ করে, সেইরূপ অরাজকতায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ বৈবস্বত মনুকে তাহাদের রাজা বলিয়া নির্ব্বাচিত করে এবং শস্যের ষষ্ঠাংশ ও পণ্যদ্রব্যের দশমাংশ রাজকর বলিয়া নির্দ্দেশ করে। এই ধার্য্য করে সন্তুষ্ট থাকিয়া নরপতিগণ তাহাদের নিজ নিজ প্রজাদিগকে নিরাপদে রক্ষার জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অধিকন্তু, রাজা যখন ন্যায্য শাস্তি ও রাজকর আদায়ের মূলতত্ত্ব উল্লঙ্ঘন করেন, তখন প্রজার পাপের জন্যও তাঁহাকে দায়ী হইতে হয়। এজন্য সন্ন্যাসিগণ তাঁহাদের সংগৃহীত শস্যের ষষ্ঠাংশ রাজাকে প্রদান করেন; কেননা তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, যিনি তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন, কর তাঁহারই প্রাপ্য। রাজাতে ইন্দ্র এবং যমের উভয়ের কর্ত্তব্য একাধারে মিশ্রিত রহিয়াছে।

* Corporations.

তিনি প্রত্যক্ষরূপে দণ্ড ও পুরস্কারের কর্ত্তা। যে রাজাকে অপমান করিবে, সেই দৈবশাস্তি ভোগ করিবে। এইজন্য কোন কারণেই রাজাকে অবজ্ঞা করা উচিত নহে।" এই প্রকারেই রাজবিরোধীগণকে নিরুত্তর করিতে হইবে।

গুপ্তচরগণ রাজ্যে প্রচলিত জনশ্রুতিগুলিও জ্ঞাত থাকিবে। মুণ্ডিতকেশ অথবা জটাধারী গুপ্তচরগণ, যাহারা রাজার শস্য, পশু ও স্বর্ণের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, যাহারা সুখে ও দুঃখে রাজাকে এ সমস্ত দ্রব্য সরবরাহ করে, যাহারা কুপিত বন্ধুকে বা জনপদকে শাসনে রাখে এবং যাহারা আক্রমণকারী শত্রু অথবা অসভ্যজাতিকে দূরীভূত করে, এই প্রকার ব্যক্তিদিগের মধ্যে সন্তোষ কি অসন্তোষ বিরাজ করে, তাহা অনুধাবন করিবে। এই সকল ব্যক্তি যতই সন্তুষ্ট থাকিবে, ততই তাহাদের সম্মান করিতে হইবে। যাহারা অসন্তুষ্ট, তাহাদের পুরস্কার বা অনুরঞ্জন দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে হইবে। অথবা তাহাদের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত করাইয়া, যাহাতে তাহারা নিকটবর্ত্তী শত্রু, বন্যজাতি, নির্ব্বাসিত বা কারারুদ্ধ রাজপুত্রের সহিত যোগ না দেয়, তাহা করিতে হইবে। ইহাতে কৃতার্থম্মন্য না হইলে তাহাদিগকে জরিমানা বা করসংগ্রহে নিযুক্ত করিতে হইবে, কেননা উহাতে তাহারা প্রজার অসন্তোষভাজন হইবে। যাহারা অত্যন্ত বিরোধী, তাহাদের গোপনে শাস্তি প্রদান বা জনপদবাসিদিগের অসন্তোষভাজন করিতে হইবে। অথবা এই সমস্ত বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তিদিগের পুত্র ও স্ত্রীগণকে রাজার অধীনে রাখিয়া, তাহাদের খনিতে বাস করিতে দিতে হইবে; তাহা হইলে আর তাহারা শত্রুকে আশ্রয় দান করিতে পারিবে না।

যাহারা ক্রুদ্ধ, বা লুব্ধ, অথবা ভীত এবং যাহারা রাজাকে ঘৃণা

করেন, তাহাদিগকে শত্রু করতলগত বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। জ্যোতিষী এবং চিহ্ন ও শকুনি-বিদ্যায় পারদর্শী ছদ্মবেশী চরগণ, দেশীয় অন্যান্য ব্যক্তি এবং বৈদেশিক রাজার সহিত ইহাদের সম্পর্ক নিরূপণ করিবে।

যাহারা সন্তুষ্ট, তাহাদের সম্মান ও পুরস্কার দিতে হইবে। যাহারা অসন্তুষ্ট, তাহাদের অনুরঞ্জন বা শাস্তি দ্বারা বশ করিতে হইবে।

এই প্রকারেই নরপতি বৈদেশিক নরপতিদিগের ছলনা হইতে আত্মরক্ষার্থে নিজ প্রজামধ্যে স্বপক্ষ বা বিপক্ষ, পরাক্রান্ত বা দুর্ব্বল পক্ষ সমূহের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

বৈদেশিক রাজার রাজ্যের স্বপক্ষ বা বিপক্ষ পক্ষকে হস্তগত করা।

যাহারা বিশেষ পুরস্কারের মিথ্যা আশ্বাসে প্রতারিত হইতেছে, শিল্পকার্য্যে একইপ্রকার দুই দলের এক-দলকে বিশেষরূপে পারি-তোষিক দিয়া, যে দলকে অপমানিত করা হইয়াছে, যাহারা সভাসদ দ্বারা নির্য্যাতন প্রাপ্ত হইতেছে, যাহারা নিমন্ত্রিত হইয়া অপমানিত হইতেছে, যাহারা নির্ব্বাসিত হইয়া ক্লেশ পাইতেছে, যাহারা যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়াও সফল-কাম হইতে পারে নাই, যাহারা নিজ স্বত্ব প্রয়োগ অথবা উত্তরাধিকার দখল করিতে পারে না, যাহারা রাজকীয় কর্ম্ম ও সম্মান-বিচ্যুত হইয়াছে, যাহারা নিজ আত্মীয়বর্গ দ্বারা স্থানচ্যুত হইতেছে, যাহারা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইতেছে, যাহারা মিথ্যাচরের জন্য শাসিত হইয়াছে, যাহাদের সর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়াছে, যাহাদের

আত্মীয়বর্গ নির্ব্বাসিত হইয়াছে, ইহাদিগের সকলকেই উত্তেজিত ব্যক্তি বলা যাইতে পারে।

এই প্রকার ভয়াভিভূত ব্যক্তিকে বলা যাইতে পারে যে, যে প্রকারে লুক্কায়িত সর্প দংশন ও বিষ উদ্গীরণ করে, সেইরূপে, এই রাজা তোমার নিকট বিপদাশঙ্কা করিয়া, শীঘ্রই তাঁহার বিষ (ক্রোধ,) তোমার উপর উদ্গীরণ করিবেন। সুতরাং তোমার অন্যত্র যাওয়াই বিধেয়।

সেই প্রকারে উচ্চাভিলাষীব্যক্তিকে এইরূপে প্রলুব্ধ করা যাইতে পারে যে, যেরূপ কুক্কুর-রক্ষকদিগের দ্বারা পালিত গাভী কুক্কুরদিগকেই দুগ্ধ দেয়, কিন্তু ব্রাহ্মণদিগকে দেয় না, সেইরূপ, এই রাজা, যাহারা বীর নয়, যাহাদের দূরদৃষ্টি নাই, যাহারা বাগ্মী এবং সাহসী নয়, তাহাদেরই দুগ্ধ দেন (সম্মান করেন), পক্ষান্তরে সচ্চরিত্র ব্যক্তিদিগের সম্মান করেন না। সেইজন্য যে রাজা এক ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তিকে বিশ্লেষণ করিতে পারেন, তাঁহাকেই ভজনা করা উচিত।

এই প্রকারে অহঙ্কারী ব্যক্তিদিগকে বলিতে হইবে যে, যেরূপ চণ্ডালদিগের জলাশয় চণ্ডালদিগেরই ব্যবহারে আইসে, সেইরূপ, নীচ-বংশীয় এই রাজা, নীচবংশীয়দিগকেই নিজকার্য্যে নিযুক্ত করেন, কিন্তু (তোমার ন্যায়) আর্য্যদিগকে করেন না। অতএব যে রাজা বিভিন্ন ব্যক্তির গুণের বিভিন্নতা বুঝিতে সমর্থ, তাঁহাকেই ভজনা করা উচিত।

এই সকল অসন্তুষ্ট ব্যক্তি যখন উপরোক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইবে, তখন উক্ত কার্য্য সাধনোদ্দেশ্যে গুপ্তচরদিগের সহিত উহাদের দৃঢ় সন্ধিতে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

এই প্রকারে বৈদেশিক রাজার বন্ধুগণকে পরীক্ষা করিয়া পরে উপহার দ্বারা আয়ত্ত করিতে হইবে। পক্ষান্তরে, অশান্ত শত্রুকে

ভেদনীতি দ্বারা ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক বা তাহাদের প্রভুর অসম্পূর্ণতা দেখাইয়া, দলভুক্ত করিতে হইবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

মন্ত্রিসভার কার্য্য।

স্বকীয় ও পরকীয় রাজ্যে, স্বপক্ষ এবং বিপক্ষ উভয় দল নিজ-পক্ষভুক্ত হইলে পর, রাজা, শাসন-সংক্রান্ত, বিষয়াদি বিবেচনা করিবেন।

শাসন-সংক্রান্ত সকল বিষয়ই উপযুক্ত অমাত্যপূর্ণ সভায় বিবেচিত হইবে। সভার বিবেচ্য বিষয় অত্যন্ত গোপনীয় হইবে এবং এমন ভাবে উহা সম্পন্ন করিতে হইবে যে. পক্ষীতেও দেখিতে না পায়। কেননা, কথিত আছে শুক, শারী, সারমেয় এবং নীচজাতীয় অন্যান্য জন্তু গোপনীয় কথা প্রকাশ করিয়াছে। এইজন্য ইহার প্রতিকার-কল্পে উপায় অবলম্বন না করিয়া, রাজা যেন মন্ত্রণা হেতু সভায় প্রবেশ না করেন।

যে মন্ত্রণা প্রকাশ করিয়া দিবে, তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিন্ন করিতে হইবে।

মন্ত্রণাভেদ, দূত, অমাত্য এবং প্রভুর ব্যবহার ও আকৃতি দ্বারা অনুভব করা যাইতে পারে। ব্যবহারের পরিবর্ত্তন দ্বারাই অবস্থিতির পরিবর্ত্তন এবং বাহ্যাকৃতি দ্বারা অন্তঃপ্রকৃতি বোধগম্য হইবে।

যত দিন কার্য্যারম্ভের বিলম্ব থাকিবে, ততদিন মন্ত্রণার বিষয় এবং ঐ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

অমনোযোগ, মত্ততা, সুপ্তপ্রলাপ, প্রেমোন্মত্ততা এবং এই প্রকার অন্যান্য দোষ-দুষ্ট অমাত্যগণের নিকট হইতেই মন্ত্রণার গূঢ়ত্ব প্রকাশ পায়।

যাহারা প্রচ্ছন্ন-স্বভাব অথবা অপমানিত তাহারাই মন্ত্রণা প্রকাশ করিয়া দেয়। এই জন্য মন্ত্রণার গূঢ়ত্ব রক্ষণে যথোচিত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। রাজা এবং তাঁহার কর্ম্মচারী ব্যতীত অন্যান্য সকলের পক্ষে মন্ত্রণাভেদ বিশেষ ফলদায়ক।

এই নিমিত্ত ভরদ্বাজ বলেন যে, রাজা নিজেই গুহ্য বিষয় বিবেচনা করিবেন। কেন না, মন্ত্রীদিগেরও মন্ত্রী আছে এবং শেষোক্ত দিগেরও অপর মন্ত্রী আছে। এই প্রকার মন্ত্রিপরম্পরা দ্বারাই মন্ত্রণা-ভেদ সাধিত হয়।

অতএব কোন বাহিরের লোকই যেন রাজার কার্য্যের বিষয় জানিতে না পারে; কেবলমাত্র যাহারা এই কার্য্যে লিপ্ত হইবে, তাহারাই কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে বা কার্য্য-শেষে জানিবে।

বিশালাক্ষ বলেন যে, একাকী মন্ত্রণা করিলে, সে মন্ত্রণা সিদ্ধ হইবে না। নরপতি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয় প্রকার বিষয় অনুশীলন পূর্ব্বক কার্য্য করিবেন। যাহা নয় এবং যাহা প্রত্যক্ষ করা যায় না তাহার উপলব্ধি, যাহা দেখা যায়, তাহার সুচারু মীমাংসা, যাহার দুই প্রকার সিদ্ধান্ত হইতে পারে, তাহার সন্দেহ-ভঞ্জন, এবং কিয়দংশ দেখিয়া সমস্ত বিষয় অনুমান করা—এই সকল প্রকার বিষয়ে কেবল-মাত্র অমাত্য-সাহায্যেই সন্দেহ-নিরাস ঘটিতে পারে। এই জন্য রাজা বুদ্ধিমান অমাত্যের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করিবেন।

রাজা কাহাকেও ঘৃণা করিবেন না, অপিচ সকলের মতামতই শুনি-বেন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, বালকে যথার্থ কথা বলিলেও তাহা গ্রহণ করেন।

পরাশর বলেন যে, ইহা অপরের মতামত নির্ণয় করা মাত্র; ইহাকে মন্ত্রণা গ্রহণ বলা যাইতে পারে না। রাজা তাঁহার অমাত্য গণের নিকট অভিপ্রেত কার্য্য সম্বন্ধে এরূপ ভাবে মতামত জিজ্ঞাসা করিবেন যে, "এই কার্য্য এই ভাবে ঘটিয়াছিল; যদি এরূপ হয়, তবে কি ভাবে কার্য্য করিতে হইবে?" পরে সকলে যেরূপ মীমাংসা করিবেন, রাজা সেই ভাবে কার্য্য করিবেন। যদি এই ভাবে কার্য্য করা যায়, তবে অন্যের মতামত গ্রহণ করাও হইবে এবং মন্ত্রগুপ্তির মর্য্যাদাও থাকিবে।

পিশুন বলেন "না। কেন না, অমাত্যগণকে কোন ব্যবহিত কার্য্যের বা কোন সিদ্ধ অথবা অসিদ্ধ কার্য্যের মতামত জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা অনাদরের বা অনিচ্ছার সহিত মত দেন। ইহা একটী মহান্ দোষ। এই জন্য রাজা, যাঁহারা কার্য্যনিষ্পত্তিকরণক্ষম, তাঁহাদেরই মত গ্রহণ করিবেন। যদি রাজা এইভাবে মত গ্রহণ করেন, তবেই উত্তম পরামর্শ এবং কার্য্যে গোপনীয়তা লাভ করিতে পারেন।"

কৌটিল্য বলেন "না—কেন না, ইহা (এইরূপ মন্ত্রণা গ্রহণ) অনন্ত ও অসীম। রাজা কেবল মাত্র তিন চারিজন অমাত্যের মন্ত্রণা গ্রহণ করিবেন। কারণ, জটিল বিষয়ে, মাত্র একজন মন্ত্রীর সহিত পরামর্শে কোন অবধারণ না হইতে পারে। একজন মাত্র মন্ত্রী হইলে তিনি স্বকীয় ইচ্ছানুসারে অবাধে কার্য্য করেন। দুই জন মন্ত্রীর সহিত কার্য্য করিলে রাজা হয়ত তাঁহাদের উভয়ের মতের নিকট পরাজিত হইতে পারেন, অথবা তাঁহাদের উভয়ের মতভেদে যথেষ্ট বিপদে পড়িতে পারেন। কিন্তু ৩ কি ৪ জন মন্ত্রী হইলে, তাঁহাকে কোন কষ্টেই পড়িতে হইবে না; পক্ষান্তরে তিনি সুমীমাংসায় উপনীত হইবেন। চারি জনের

অধিক অমাত্য মীমাংসা ক্ষেত্রে উপনীত হইলে অনেক অসুবিধা হইবে; অপিচ, মন্ত্রণার গোপনীয়তা থাকিবে না। দেশ, কাল এবং কার্য্য বিবেচনা করিয়া, রাজা যদি সেইরূপ ভাল বোধ করেন, তবে এক বা দুই মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া কিম্বা নিজেও কোন বিষয় স্থির করিতে পারেন।"

কার্য্য-সাধনের উপায়, যথেষ্ট লোক এবং অর্থের উপর কর্তৃত্ব, দেশ-কাল-বিভাগ, বিপদ্-নির্দ্ধারণ-কল্পে প্রতীকার এবং কার্য্যে সিদ্ধি, ইহাই মন্ত্রণার পঞ্চ অঙ্গ।

রাজা তাঁহার মন্ত্রীদের পৃথক্ করিয়া (অর্থাৎ একে একে) অথবা একত্র করিয়া মতামত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন এবং মতামতের কারণগুলি প্রণিধান করিয়া তাঁহাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইতে পারেন।

যখন কার্য্য-কাল আসিবে, তখন যেন তিনি দীর্ঘকাল মন্ত্রণা না করেন, অথবা যাহাদের বিনষ্ট করিতে চান, তাহাদের সহিত যেন তিনি অধিকক্ষণ পরামর্শ না করেন।

মনুর মতে মন্ত্রিসভা দ্বাদশ জন মন্ত্রীদ্বারা গঠিত হইবে। বৃহস্পতি বলেন যে, ইহা ষোড়শ-ব্যক্তি-সমষ্টি হওয়া উচিত। উশনা বলেন যে, ইহাতে দ্বাদশ জন অমাত্য থাকা কর্ত্তব্য। কৌটিল্য বলেন যে, রাজার সামর্থ্য বুঝিয়া রাজা মন্ত্রী নিয়োগ করিবেন।

ঐ সকল মন্ত্রী, রাজা ও তাঁহার বিপক্ষ-পক্ষীয় সকল বিষয়ই প্রণিধান করিবেন। যে সকল কার্য্য আরব্ধ হয় নাই, তাঁহারা তাহাও আরম্ভ করিবেন, যাহা আরব্ধ হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ করিবেন। যাহার শেষ হইয়াছে, তাহার উন্নতি করিবেন এবং যাহাতে আদেশ-পালন রীতিমত ভাবে ঘটে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন।

নিকটস্থ কর্ম্মচারীর সহিত রাজা কার্য্য-পর্য্যবেক্ষণ করিবেন এবং যাঁহারা দূরে থাকেন, পত্রপ্রেরণ দ্বারা তাঁহাদের নিকট মন্ত্রণা গ্রহণ করিবেন।

ইন্দ্রের সভায় সহস্র মন্ত্রী আছে। উহারা তাঁহার চক্ষু। এই জন্য যদিও তাঁহার দুইটী মাত্র চক্ষু, তত্রাপি তিনি "সহস্রচক্ষু" নামে খ্যাত।

বিশেষ কার্য্যে (অথবা আকস্মিক কোন কার্য্যে) তিনি তাঁহার সকল মন্ত্রীকে ও মন্ত্রীসভা আহ্বান করিবেন, এবং অধিকসংখ্যক ব্যক্তির যে মত হয়, সেই মত গ্রহণ করিবেন। তখন কেহই তাঁহার গুহ্য কথা জানিতে পারিবে না, কিন্তু তিনি তাঁহার শত্রুর সকল ছিদ্রই জানিতে পারিবেন। তিনি কচ্ছপের ন্যায় (আবশ্যক মত) তাঁহার শুণ্ড টানিয়া লইবেন। যেরূপ বেদে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির দত্ত পিণ্ড বিজ্ঞলোকেরা গ্রহণ করেন না, তদ্রূপ যে শাস্ত্রজ্ঞ নয়, তাহার মন্ত্রণাও রাজা গ্রহণ করিবেন না, বস্তুতঃ সেরূপ লোক মন্ত্রণার বিষয় অবগত হইবার যোগ্য নয়।

——:(*):——

ষোড়শ অধ্যায়।

দূত-প্রেরণ।

যিনি মন্ত্রীর কার্য্য সুকৌশলে সম্পাদন করিয়াছেন, তাঁহাকেই দূতের পদে নিযুক্ত করা যাইতে পারে।

যাঁহার অমাত্যের উপযুক্ত (নবম অধ্যায়ে লিখিত) গুণ আছে, তাঁহাকে নিসৃষ্টার্থ * নিযুক্ত করা যাইতে পারে। যাঁহার ঐ সমস্ত

* "Charge de-a.faire."

গুণের এক অংশের অভাব, তাহাকে পরিমিতার্থ * এবং যাঁহার অর্দ্ধেক অভাব, তাহাকে শাসনহর † বলে।

যান, বাহন, ভৃত্য ও আহারাদির বিহিত ব্যবস্থা করিয়া, দূত, দৌত্য-কার্য্যে যাত্রা করিবেন। নিম্নলিখিত প্রকারে তিনি তাঁহার কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত হইবেন যথা "শত্রু এই কথা বলিলে; তাহাকে এই উত্তর দিবে এবং এই প্রকারে তাহাকে প্রতারণা করা হইবে।"

বিপক্ষের যে সকল কর্ম্মচারী বন্য-প্রদেশের, সীমান্তের, নগরের এবং জনপদের কর্ত্তৃত্বে আছেন, দূত তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিবেন। তিনি শত্রুর অবস্থান, যুদ্ধোপযোগী অস্ত্র, ও দুর্গাদির সহিত নিজপ্রভুর ঐ সকলের তুলনা করিবেন। বিপক্ষের দুর্গ ও রাজ্যের পরিমাণ এবং আক্রমণীয় ও অনাক্রমণীয় স্থল গুলির বিষয়ও অবগত হইবেন।

অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক দূত, শত্রুর রাজধানীতে প্রবেশ করিবেন এবং নিজ জীবন বিপন্ন করিয়াও যথার্থভাবে দৌত্য-কার্য্যের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিবেন।

শত্রুর বাক্যে, বদনে, এবং চক্ষুতে কমনীয়তা দেখিলে দৌত্যের সাদর অভ্যর্থনা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। গুণাবলী-বর্ণনায় যোগদান করা, সিংহাসনের সন্নিকটে স্থান দেওয়া, দূতের সহিত সসম্মানে ব্যবহার করা, বন্ধুদিগের কথা জিজ্ঞাসা করা, দূতকে সন্তুষ্ট চিত্তে বিদায় দেওয়া প্রভৃতি দ্বারা শত্রুর সন্তোষ এবং বিপরীত হইলে তাহার অসন্তুষ্টি বুঝিতে হইবে।

অসন্তুষ্ট শত্রুকে বলিতে হইবে, "দূত রাজগণের মুখ পাত্র; কেবল আপনার নয় সকলেরই এইরূপ। এই জন্য তাহাদের উপর অস্ত্র

---

* Agent with a definite mission.

† Conveyor of royal writs.

উত্থিত থাকিলেও, যে প্রকার ভাবে তাহারা আদিষ্ট, সেই রূপেই তাহাদের বক্তব্য ব্যক্ত করিবে। সুতরাং নীচজাতি হইলেও দূত অবধ্য। ব্রাহ্মণ-দূত বধ করিবার নিয়ম কোথায়? ইহা, (যাহা বলা হইয়াছে) অপরের কথা মাত্র ঐ বক্তব্য—পাদানুপাদ বলাই দূতের ধর্ম্ম।

তাঁহার প্রতি যে সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে অতিরিক্ত উৎফুল্ল না হইয়া, যত দিন তিনি প্রত্যাগমনে আদিষ্ট না হন, ততদিন সেই স্থানেই অবস্থান করিবেন। শত্রুর পরাক্রমের জন্য তিনি ভীত হইবেন না; তিনি মদ্য ও স্ত্রী বর্জ্জন করিবেন এবং একাকী শয়ন করিবেন। কেন না, নিদ্রাকালীন অথবা মত্তাবস্থাতেই দূতের গুপ্ত উদ্দেশ্য জানিতে পারা যায়।

সন্ন্যাসী অথবা বণিক্ চর দ্বারা অথবা তাহাদের শিষ্য কিম্বা চিকিৎসক ও পাষণ্ড (ধর্ম্মবিরোধী) এবং উভয় রাজ্য হইতেই যাহারা বেতন পায়, এইরূপ কর্ম্মচারী দ্বারা তাঁহার প্রভুর পক্ষীয় ব্যক্তিগণের ও বিপক্ষদলের ষড়যন্ত্র এবং শত্রুর প্রতি প্রজার বিদ্বেষ বা সুভাব এবং অন্যান্য বিষয়ও অনুসন্ধান করিবেন।

যখন এই প্রকার কথাবার্ত্তার কোন সুবিধা হইবে না, তখন ভিক্ষুকের কথা, মত্ত, উন্মত্ত বা নিদ্রিত ব্যক্তির কথা অথবা পুণ্যস্থান বা মন্দিরে, অথবা গূঢ়চিত্র বা গুপ্তলেখ দ্বারা ঐ সমস্ত বিষয় অবগত হইবার চেষ্টা করিবেন। যে সকল সংবাদ তিনি অবগত হইবেন, তাহা ষড়যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

শত্রুকর্ত্তৃক তাঁহার প্রভুর রাজত্বের পরিমাণ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে তিনি কেবলমাত্র বলিবেন যে "সমস্তই আপনারা বিদিত আছেন।" পরন্তু কার্য্যোদ্ধারের জন্য তাঁহার প্রভু যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা তিনি কদাচ প্রকাশ করিবেন না।

যদি দৌত্যকার্য্য সাধিত না হয়, অথচ তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়, তখন তিনি এই সকল বিষয় চিন্তা করিবেন,—"আমার প্রভুর কোনরূপ আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা আছে কি না এবং ঐ বিপদ্ হইতে রক্ষার সম্ভাবনা আছে কি না, আমার প্রভুর রাজ্যে অন্তর্ব্বিদ্রোহ ঘটিবে কি না, অথবা বন্য নায়ক তাঁহার বিরুদ্ধে প্ররোচিত হইতেছে কি না; বন্ধু দ্বারা অথবা যে রাজার রাজত্ব আমার প্রভুর পশ্চাদ্ভাগে আছে তাহা দ্বারা, আমার প্রভুর বিনাশের চেষ্টা হইতেছে কি না? রাজ্যে অন্তর্ব্বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া অথবা বৈদেশিক রাজার আক্রমণ অথবা বন্য নায়কের আকস্মিক আক্রমণ প্রতিনিবৃত্ত করার জন্য কিম্বা নিজ প্রভুর যুদ্ধযাত্রার সময় অতিবাহিত করিয়া দেওয়ার জন্য অথবা উপাদানাদি এবং পণ্যদ্রব্যসংগ্রহ অথবা দুর্গসংস্কার বা প্রবল সৈন্যসংগ্রহ; কিম্বা নিজ সৈন্য সুশিক্ষিত করিয়া লইবার সময় এবং সুযোগ অন্বেষণ; অথবা নিজ তাচ্ছীল্যে এই রাজা যে বিপদ ঘটাইয়াছেন, তাহার প্রতিরোধের জন্য নূতন সঙ্গীর সহিত মৈত্রী সম্পাদন—ইত্যাদি কারণের জন্য, রাজা আমার গতি প্রতিহত করিতেছেন কি না?"

এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি অপেক্ষা করিতে পারেন, অথবা প্রস্থান করিতে পারেন। স্বকীয় কার্য্য শীঘ্র সমাধা করিবার জন্যও প্রার্থনা করিতে পারেন। অথবা শত্রুকে শাসন করিয়া এবং অবরোধ বা মৃত্যুর আশঙ্কা করিয়া অনুমতি ব্যতিরেকেও তিনি প্রত্যাগমন করিতে পারেন। অন্যথা তিনি শাস্তি পাইবেন।

দূতপ্রেরণ, সন্ধিরক্ষণ, প্রতাপ * (শেষ প্রস্তাব) মিত্রসংগ্রহ, ছল, বন্ধুদিগের মধ্যে ভেদাভেদ করণ, গোপনে সৈন্য আনয়ন, আত্মীয়

* Ultimatum শেষ প্রস্তাব।

এবং রত্নহরণ, গুপ্তচরদিগের বিষয়ে সংবাদ-সংগ্রহ এবং বৈদেশিক রাজ কর্ম্মচারীর অনুগ্রহ-লাভ, ইহাই দূতের কর্ত্তব্য।

রাজা এই সকল কার্য্য-করণোদ্দেশে নিজ দূত নিয়োগ করিবেন এবং বৈদেশিক দূতের অনিষ্ট প্রতিহত করিবার জন্য স্বদূত, গুপ্তচর এবং প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে প্রহরী নিযুক্ত করিবেন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

রাজপুত্র-রক্ষণ।

রাজা, প্রথমে পত্নী ও পুত্র হইতে পরে নিজ অধীনস্থ কর্ম্মচারী এবং বৈদেশিক রাজা হইতে নিজেকে রক্ষা করিবেন। তাহা হইলে রাজা তাঁহার রাজ্য-রক্ষণে সমর্থ হইবেন।

পত্নীকে রক্ষা করিবার বিষয় আমরা পরে বিবেচনা করিব। *

রাজপুত্রদের জন্ম হইতেই রাজা তাঁহাদের বিশেষ যত্ন করিবেন।

ভরদ্বাজ বলেন যে, কর্কটের ন্যায় রাজপুত্রগণেরও তাঁহাদের জনকের ধ্বংসসাধনে প্রবৃত্তি দেখা যায়। যাহাদের পিতৃভক্তি কম দেখা যায়, তাহাদের গোপনে শাস্তি দেওয়াই ভাল।

বিশালাক্ষ বলেন যে, এইরূপ করিলে নৃশংসতা দেখান হইবে, সৌভাগ্য নষ্ট হইবে এবং ক্ষত্রবংশ ধ্বংস হইবে। এই জন্য ইহাদের স্বতন্ত্র স্থলে প্রহরী বেষ্টিত করিয়া রাখাই কর্ত্তব্য।

পরাশর বলেন যে, ইহা অহি-ভয়ের ন্যায়। কেননা, কোন রাজপুত্র

---

* প্রথম খণ্ড ষড়্‌বিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বিবেচনা করিতে পারেন যে, বিপদাশঙ্কা করিয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়াছেন, ফলে তিনি তাঁহার পিতাকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিবার চেষ্টা করিতে পারেন (অর্থাৎ বন্দী করিবার চেষ্টা করিবেন)। এই জন্য রাজপুত্রকে সীমান্ত-সৈন্যদিগের অধীনে অথবা দুর্গ মধ্যে রাখা উচিত।

পিশুন বলেন যে, ইহা একদল মেষের মধ্যস্থিত ব্যাঘ্রের ভয়ের ন্যায়; কেননা, রাজপুত্র তাঁহার কারারুদ্ধ হওয়ার কারণ অবগত হইয়া, সীমান্ত-সৈন্যদিগকে স্বদলভুক্ত করিতে পারেন। এই জন্য রাজপুত্রকে রাজ্য হইতে দূরে কোন বৈদেশিক রাজার দুর্গে নিক্ষেপ করাই শ্রেয়ঃ।

কৌনপদন্ত বলেন যে, ইহা গোবৎসের অবস্থার ন্যায়; কেন না যেরূপ কোন ব্যক্তি গোবৎসের সাহায্যে গাভী দোহন করে, সেইরূপ বৈদেশিক রাজাও এইরূপে রাজপুত্রের পিতাকে দোহন (আয়ত্ত) করিতে পারেন। এই জন্য রাজপুত্রকে তাঁহার মাতার আত্মীয়দের সহিত বাস করিতে দেওয়া উচিত।

বাতব্যাধি বলেন যে, ইহা ধ্বজের সংস্থিতির ন্যায়। কেননা এই ধ্বজ উত্তোলন করিয়া রাজপুত্রের মাতৃকুল অদিতি এবং কৌশিকের ন্যায় ভিক্ষাবৃত্তিতে ব্রতী হইবেন। এই প্রকারে রাজ-পুত্রগণ গ্রাম্য-দোষে দোষী হইতে পারেন, কেন না উৎসব-মত্ত পুত্রও ক্ষমাশীল পিতাকে ঘৃণা করে না।

কৌটিল্য বলেন যে, ইহা জীবন্ত মরণ। কেন না, যখনই কোন রাজপুত্র বা রাজপুত্রগণ লাম্পট্য-দোষে দোষী হন, তখন সেই রাজবংশ ঘুণজীর্ণ কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় হইয়া থাকে। সেইজন্য মহিষী যখন ঋতুমতী হইবেন, তখন পুরোহিতগণ বৃহস্পতি ও ইন্দ্রকে পূজা করিবেন। যখন তিনি গর্ভবতী হইবেন, তখন রাজা গর্ভধারণ ও প্রসব সংক্রান্ত বিষয়ে

ধাত্রী-বিদ্যানুযায়ী নিয়ম প্রতিপালন করিবেন। প্রসবান্তে পুরোহিত নিয়মানুযায়ী পুত্রের সংস্কার করিবেন। যখন রাজপুত্র উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইবেন, তখন সমর্থ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে বিনয় শিক্ষা দিবেন।

অম্ভিরা বলেন যে শিক্ষানবীশ গুপ্তচরগণ রাজপুত্রকে মৃগয়া, দ্যূতক্রীড়া, মদ্য এবং স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তির প্রলোভন দেখাইবে এবং তাঁহার পিতাকে আক্রমণ করিয়া রাজ্য নিজ হস্তে লইতে উপদেশ দিবে ও উত্তেজিত করিবে। অপর গুপ্তচর রাজপুত্রকে নিবারণ করিবে।

কৌটিল্য বলেন যে. ইহাপেক্ষা গুরুতর দোষের বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না। কেন না, যেরূপ একটী নূতন দ্রব্যের সহিত যে দ্রব্য সংসৃষ্ট হয়, তাহারই চিহ্ন উহাতে থাকিয়া যায়, তদ্রূপ রাজপুত্র যাহা শুনেন তাহাই ধ্রুব সত্য বলিয়া বিবেচনা করিয়া লইবেন। এইজন্য তিনি কেবলমাত্র ধর্ম্ম ও অর্থের বিষয় শিক্ষা করিবেন— কদাচ অধর্ম্ম ও অনর্থের বিষয় শিখিবেন না। শিক্ষানবীশ চরগণ তাঁহাকে বলিবে, যে, আমরা আপনারই। যখন যৌবনে তিনি স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন, তখন অসচ্চরিত্রা রমণীগণ আর্য্যবেশধারিণী হইয়া রাত্রিতে এবং নির্জ্জন স্থানে তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিবে; যখন তিনি মদ্যপানে ইচ্ছুক হইবেন, তখন নিদ্রাকারক ঔষধ মিশ্রিত করিয়া তাঁহাকে মদ্যপান করিতে দিতে হইবে। যখন দ্যূতক্রীড়ায় তাঁহার প্রবৃত্তি দেখা যাইবে, তখন কপট ব্যক্তির ছদ্মবেশধারী-চর তাঁহাকে ভয় দেখাইবে, যখন মৃগয়ায় তাঁহার অভিলাষ দেখা যাইবে তখন দস্যুবেশী চর তাঁহাকে ভয় দেখাইবে এবং যখন তিনি তাঁহার পিতাকে আক্রমণ করিতে উদ্যোগী হইবেন, তখন তাঁহাকে (অনুমোদনের) ছল করিয়া এই সকল কার্য্যের অশুভ পরিণামের বিষয় বুঝাইতে

হইবে এবং বলিতে হইবে যে, "ইচ্ছা করিলেই রাজা হওয়া যায় না; "আপনার চেষ্টা ফলবতী না হইলে আপনার মৃত্যু নিশ্চিত; ফলবতী হইলেও আপনি নরকগামী হইবেন। প্রজাগণ আপনার পিতার জন্য বিলাপ করিবে এবং হয়ত আপনাকেও বিনষ্ট করিতে পারে।"

যখন কোন রাজার একটীমাত্র পুত্র থাকিবে এবং সেই পুত্র যদি সাংসারিক সুখে অনভিলাষী হয়, অথবা অত্যন্ত প্রিয় হয়, রাজা তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখিতে পারেন। যদি কোন রাজার বহু পুত্র থাকে, তাহা হইলে তিনি কয়েকজনকে, যে রাজ্যে ভাবী বংশধর নাই, অথবা বংশধর সদ্যপ্রসূত বা গর্ভে, সেই স্থানে প্রেরণ করিবেন।

রাজপুত্র অত্যন্ত গুণশালী হইলে, তাঁহাকে সেনাপতি-পদে বা যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা যাইতে পারে।

রাজপুত্রেরা তিন প্রকার বুদ্ধিসম্পন্ন হইতে পারেন—তীক্ষবুদ্ধি, স্বল্পবুদ্ধি এবং বিকৃতবুদ্ধি। ধর্ম্ম এবং অর্থ সম্বন্ধে যাহা শিক্ষা দেওয়া যায়, যিনি উহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিবেন, তিনিই তীক্ষ-বুদ্ধি। যিনি করেন না, তিনি অল্পবুদ্ধি এবং যিনি নিজেকে বিপজ্-জালে জড়িত করেন এবং ধর্ম্ম ও অর্থকে ঘৃণা করেন, তাঁহাকে বিকৃত-বুদ্ধি বলা যায়।

যদি কোন রাজার শেষোক্ত প্রকারের কোন পুত্র থাকে, তবে তাহার পুত্র (অর্থাৎ রাজার পৌত্র) উৎপাদনের চেষ্টা করিতে হইবে, অথবা তাহার কন্যাদের সন্তানোৎপাদনের চেষ্টা করিতে হইবে।

রাজা যদি বৃদ্ধ বা পীড়িত হন, তবে মাতুল বংশের বা নিজ কুলের অথবা নিকটবর্ত্তী সদ্‌গুণশালী কোন রাজা দ্বারা স্বক্ষেত্রে বীজ বপন করিবেন।

কদাপি যেন অবিনীত পুত্রকে সিংহাসন না দেওয়া হয়।

রাজা যেন তাঁহার পুত্রের প্রতি প্রসন্ন থাকেন। বিপদ না হইলে সাধারণতঃ জেষ্ঠ্যকেই রাজপদে অভিষিক্ত করা উচিত। জ্ঞাতিকেও রাজত্ব (কুল) দেওয়া যাইতে পারে, কেন না কুলসঙ্ঘ রাজত্ব অপরিজেয় হয়।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

অবরুদ্ধ রাজপুত্রের আচরণ এবং তাঁহার প্রতি রাজার ব্যবহার।

যদিও পিতার আদেশে অনুপযুক্ত কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া রাজপুত্র বিপদে পতিত হন, তাহা হইলেও তিনি পিতার আদেশ যথাযথভাবে প্রতিপালন করিবেন, কিন্তু ইহাতে যদি তাঁহার প্রাণ-হানির সম্ভাবনা থাকে, কিম্বা প্রকৃতিপুঞ্জ উত্তেজিত হয়, অথবা অন্য কোন প্রকারে ঘোরতর বিপদের সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইবেন।

যদি তিনি উপযুক্ত ও প্রশংসনীয় কার্য্যে নিযুক্ত হন, তাহা হইলে তিনি কার্য্যাধ্যক্ষের প্রশংসা-লাভের চেষ্টা করিবেন; ঐ কার্য্যে যেরূপ লাভ আশা করা হইয়াছিল, তাহাপেক্ষাও অধিক লাভ করিবেন এবং যথোচিত লভ্য ও নিজ নৈপুণ্যে যে অধিক লাভ হইয়াছে, ঐ লভ্য পিতাকে উপহার দিবেন। পিতা যদি ইহাতেও সন্তুষ্ট না হন এবং অন্যান্য রাজপুত্র ও রাজ্ঞীগণের অযথা পক্ষপাত দেখান, তাহা হইলে তিনি বনবাসের প্রার্থনা করিবেন।

---

* Coroporation of claus.

রাজপুত্র যদি কারাবাস বা মৃত্যুশঙ্কা করেন, তাহা হইলে নিকটবর্ত্তী যে রাজা ধার্ম্মিক, দয়ালু, সত্যবাদী এবং সদাচার বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন এবং যিনি সচ্চরিত্র অতিথিকে সমাদর ও অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন, তাঁহার রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। তথায় বাস করিয়া তিনি অর্থ ও লোক সংগ্রহ করিবেন। প্রবল ব্যক্তিদিগের সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইবেন। অসভ্য জাতির সহিত যোগদান করিবেন ও পিতার রাজ্যের পক্ষগণকে স্বপক্ষে আনয়ন করিবেন।

অথবা তিনি একাকী স্বর্ণ অথবা পরাগের খণিতে কার্য্য করিয়া কিম্বা স্বর্ণ ও রৌপ্যালঙ্কার প্রস্তুত করিয়া বা অন্য কোন প্রকার পণ্য প্রস্তুত করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। পাষণ্ড, ধনী, বিধবা, সার্থবাহের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা করিয়া তিনি মদনরস দ্বারা * তাহাদের ও সঙ্গে সঙ্গে দেবতাদের উপভোগ্য অর্থ হরণ করিবেন। কিন্তু শেষোক্ত অর্থে যদি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের অধিকার থাকে, তাহা হইলে এইরূপ করিবেন না। অথবা বৈদেশিক রাজার গ্রাম অধিকার তৎপর হইবেন ; কিম্বা চিত্রকর, সূত্রধর, রাজকবি, চিকিৎসক, ভট্ট বা পাষণ্ডের ছদ্মবেশে বা এই প্রকার ছদ্মবেশধারী গুপ্তচরগণকে সাহায্যার্থ সঙ্গে লইয়া এবং সময় বুঝিয়া অস্ত্র ও বিষ লইয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নিম্নলিখিত ভাবে তাঁহাকে সম্বোধন করিবেন, যথা—"আমিই রাজপুত্র, যখন আমাদের উভয়েরই একত্র রাজত্ব ভোগ করা উচিত, অথবা যখন অন্যান্য ব্যক্তি ন্যায্যভাবে ইহা ভোগ করিতে ইচ্ছুক, তখন আপনার একাকী ভোগ করা উচিত নহে। দ্বিগুণ বেতন এবং জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য দ্বিগুণ অর্থ আমাকে দিয়া রাজত্ব হইতে দূরে রাখা উচিত নহে।"

* বিষ বিশেষ।

অবরুদ্ধ রাজ-পুত্রের এই সমস্ত কার্য্যই বিধেয়। গুপ্তচর বা রাজ-পুত্রের মাতা, জারজ বা পোষ্যপুত্র, রাজার সহিত অবরুদ্ধ কুমারের পুনর্ম্মিলন সংঘটন পূর্ব্বক তাঁহাকে রাজসভায় আনয়ন করিবে।

অথবা গুপ্তচরগণ,অস্ত্র ও বিষদ্বারা পরিত্যক্ত রাজপুত্রকে বধ করিবে। যদি তিনি পরিত্যক্ত না হইয়া থাকেন, তবে উপযুক্তা কামিনী নিযুক্ত করিয়া অথবা মদ্য-প্রয়োগে কিম্বা মৃগয়া-কালে ধৃত করিয়া তাঁহাকে রাজসভায় আনয়ন করিবে।

যখন রাজসভায় আনীত হইবেন, তখন রাজা "তাঁহার পরে (অর্থাৎ তাঁহার মৃত্যুর পরে) রাজকুমার রাজত্ব পাইবেন", এইরূপ বাক্যে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবেন এবং কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাঁহাকে প্রহরী-বেষ্টিত করিয়া রাখিবেন। অথবা, রাজার যদি বহু পুত্র থাকে, তাহা হইলে তিনি অদমনীয় পুত্রকে নির্ব্বাসিত করিবেন।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

রাজ-কর্ত্তব্য।

রাজা যদি ঁপ্রেতিক * হন, তবে তাঁহার প্রজাগণও সমভাবে ঁপ্রেতিক হইবে। তিনি যদি অবিবেকী হন, তাহা হইলে তাঁহার প্রজাগণ শুধু যে অবিবেকী হইবে, তাহা নয়, তাহারা তাঁহার কর্ম্মও বিনষ্ট করিবে। বিশেষতঃ, অবিবেকী রাজা শীঘ্রই শত্রু হস্তে পতিত হইবেন। সেইজন্য রাজা সকল সময়েই জাগরিত থাকিবেন।

রাজা অষ্টম নালিক (নালিক = ১½ ঘণ্টা) অথবা ছায়ার দৈর্ঘ্য

* Energetic.

(রৌদ্রে যষ্টি প্রোথিত করিয়া তাহার ছায়া) দেখিয়া দিবা-রাত্রিকে বিভক্ত করিবেন। ত্রিপুরুষ (৩৬ অঙ্গুলি), পুরুষ (দ্বাদশ অঙ্গুলি) এবং চারি অঙ্গুলি ও মধ্যাহ্ন (মধ্যাহ্ন কালে যষ্টির ছায়া থাকিবে না) —পূর্ব্বাহ্ণকে এই চারি অংশে বিভক্ত করিবেন। অপরাহ্ণেও এইরূপ।

এই সকল বিভাগের মধ্যে দিনমানের অষ্টমাংশের প্রথম ভাগে তিনি দৌবারিক নিযুক্ত এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব পরিদর্শক কর্ম্মচারীর কার্য্য পরীক্ষা করিবেন; দ্বিতীয় ভাগে, তিনি নাগরিক এবং জনপদবাসীর কার্য্যাবলী দেখিবেন; তৃতীয় ভাগে, তিনি স্নানাহার ও অধ্যয়ন করিবেন। চতুর্থ ভাগে, তিনি সুবর্ণগ্রহণ ও অধ্যক্ষ-নিয়োগের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। পঞ্চম ভাগে, তিনি পত্র দ্বারা তাঁহার মন্ত্রণাসভার মত গ্রহণ করিবেন। ষষ্ঠে, ইচ্ছামত আমোদ-প্রমোদ অথবা চিন্তা; সপ্তমে হস্তী,হয়,পদাতি ও রথ-দর্শন; এবং অষ্টমে সেনাপতির সহিত যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়াদির পর্য্যালোচনা করিবেন।

সন্ধ্যা সমাগতা হইলে তিনি সান্ধ্যাহ্নিক সমাপন করিবেন। গুপ্তচরগণ প্রথম রাত্রিতে তাঁহার সহিত দেখা করিবে। দ্বিতীয়ে তিনি স্নান ও আহারাদি করিবেন। তৃতীয়ে তূর্য্যধ্বনি সহ তিনি শয়নকক্ষে প্রবেশ করিবেন; এবং চতুর্থ ও পঞ্চমে নিদ্রা যাইবেন। ষষ্ঠ ভাগে পুনরায় তূর্য্যধ্বনিতে জাগরিত হইয়া তিনি শাস্ত্রাদেশ ও দিবসের নিজ-কর্ত্তব্যের বিষয় চিন্তা করিবেন। সপ্তমে তিনি উপবেশন করিয়া শাসননীতি-সংসৃষ্ট বিষয়াদি চিন্তা ও গুপ্তচর প্রেরণ করিবেন; অষ্টমে তিনি আচার্য্য, শিক্ষক এবং প্রধান পুরোহিতের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ এবং তাঁহার চিকিৎসক, সূপকার, এবং জ্যোতিষীদিগের সহিত সাক্ষাৎ ও পরে সবৎসা গাভী ও বৃষ প্রদক্ষিণ করিয়া রাজ-সভায় উপনীত হইবেন।

অথবা, স্বীয় ক্ষমতানুযায়ী সময়-পরিবর্ত্তন করিয়া নিজ কার্য্যে মনোনিবেশ করিবেন। যখন তিনি সভায় উপস্থিত থাকিবেন তখন তিনি কদাচ বিচার-প্রার্থিগণকে দ্বারদেশে অপেক্ষা করাইবেন না। কারণ, যখন কোনও রাজা তাঁহার প্রজাদের অগম্য হন এবং অধীন কর্ম্মচারিগণের উপর কার্য্যের ভারার্পণ করেন, তখন কার্য্যে বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী; ইহাতে রাজ্যে অশান্তি হয় এবং রাজার নিজেরও শত্রুপদানত হইবার সম্ভাবনা। এইজন্য তিনি স্বয়ং - দেবতা, পাষণ্ড, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, পশু, পুণ্যস্থান, বালক, বৃদ্ধ, ব্যাধিগ্রস্ত, অনাথ এবং স্ত্রীলোকের কার্য্য দেখিবেন। পর্য্যায়ক্রমে এইরূপ কার্য্য অথবা কার্য্যের গুরুত্ব বুঝিয়া বিচার করিবেন।

আত্যয়িক কার্য্য, তিনি তৎক্ষণাৎ শ্রবণ করিবেন এবং কদাচ ফেলিয়া রাখিবেন না। কারণ, কার্য্য স্থগিত থাকিলে, ক্রমে উহা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য অথবা অসাধ্য হইয়া পড়ে।

যেস্থানে বেদাগ্নি প্রজ্বলিত রহিয়াছে, সেই স্থানে তিনি উপবেশন করিয়া বৈদ্য ও তপস্বীদের কার্য্যে মনোনিবেশ করিবেন। তিনি তাঁহার সঙ্গে পুরোহিত ও আচার্য্য রাখিবেন এবং অগ্রে প্রার্থিগণকে অভিবাদন করিবেন।

রাজা ত্রিবেদজ্ঞ ব্যক্তির সহিত (কদাপি একাকী নহে) তপস্যারত, মায়াবী ও যোগবিদ্যাবিদ্ ব্যক্তির কার্য্য দেখিবেন।

কার্য্যে অনুশাসনই রাজব্রত; কার্য্যসমাপনই তাঁহার যজ্ঞ; এবং সকলের প্রতি সমদৃষ্টিই সে যজ্ঞের দক্ষিণা এবং দীক্ষা।

প্রজার সুখেই রাজার সুখ। তাহাদের হিতেই তাঁহার হিত; বস্তুতঃ যাহা সকল প্রজার সুখদায়ক, তাহাই তাঁহার পক্ষে সুখকর।

এই জন্য রাজা সকল সময়েই কার্য্য-কুশল হইয়া নিজ কার্য্য

সম্পন্ন করিবেন। কার্য্য-দক্ষতাই অর্থের মূল। ইহার বিপর্য্যয়েই অনর্থ সাধিত হয়।

কার্য্য-দক্ষতার অভাবে ধ্রুব এবং অধ্রুব—সকলই বিনষ্ট হয়। কার্য্য-দক্ষতায় তিনি নিজ কার্য্যসিদ্ধি ও যথেষ্ট অর্থলাভ,—উভয়ই লাভ করিতে পারেন।

বিংশ অধ্যায়।

অন্তঃপুরের প্রতি কর্ত্তব্য।

রাজা প্রাকার ও পরিখাবেষ্টিত উপযুক্ত স্থানে, বহু-কক্ষসমন্বিত ও উপযুক্ত দ্বার-বিশিষ্ট প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিবেন।

নিজ কোষাগারের বিধানে রাজা নিজের প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিবেন। অথবা মোহনগৃহের * মধ্যস্থলে নিজ আবাস প্রস্তুত করিতে পারেন। ইহার প্রাচীরে গুপ্তদ্বার-সমূহ থাকিবে। অথবা মৃত্তিকা-গর্ভে গৃহ প্রস্তুত করিয়া কাষ্ঠনির্ম্মিত দ্বারের উপর দেবতা ও চৈত্যমূর্ত্তি অঙ্কিত করিবেন এবং বহির্গমনের জন্য অনেকগুলি সুড়ঙ্গ সঞ্চার করিবেন। অথবা প্রাচীরস্থ গুপ্ত সিঁড়ি দ্বারা দ্বিতল গৃহে বহির্গমনের জন্য শূন্যগর্ভ স্তম্ভ রাখিবেন। এমন ভাবে ইহা নির্ম্মাণ করিতে হইবে যে, আবশ্যক মত সমস্ত প্রাসাদটিকে ভূমিসাৎ করা যাইতে পারে।

অথবা সহাধ্যায়ীদিগের নিকট হইতে বিপদাশঙ্কা করিয়া উপরোক্ত অভিসন্ধি কেবলমাত্র বিপদের সময় অথবা তিনি যে সময়ে ভাল বোধ করেন, তখনই করিবেন।

---

* মোহন গৃহ—'delusive chamber.'

যে গৃহে জীবন্তি, শ্বেত, মুষক, বান্দাক এবং জাত পুষ্প ও অশ্বত্থ বৃক্ষের শাখা থাকে, তথায় সর্পভয় থাকে না।

মার্জ্জার, ময়ূর, নকুল এবং চিত্রাহরিণ সর্প ভক্ষণ করে। শুক, শারি এবং ভৃঙ্গরাজ সর্পের গন্ধ পাইলে, চীৎকার করে। বিষ নিকট থাকিলেই—ক্রৌঞ্চ মূর্চ্ছা যায়, "জীঞ্জীব" * অত্যন্ত কষ্টানুভব করে, মত্ত কোকিল মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং চকোরের চক্ষু রক্তবর্ণ হয়।

এই প্রকারে অগ্নি ও বিষের প্রতিকার করিতে হইবে।

অন্তঃপুরের পশ্চাতে স্ত্রীগণের জন্য কক্ষ নির্ম্মাণ করিতে হইবে এবং ঐ সকল কক্ষে ধাত্রী-বিদ্যা এবং স্ত্রীলোকের আবশ্যক ঔষধ, সুপরিচিত ওষধি এবং জলপাত্র রাখিতে হইবে। ইহারই বহির্দ্দেশে রাজপুত্র ও রাজ-কুমারীদিগের কক্ষ, উহার সম্মুখে অলঙ্কার-ভূমি, রাজ-সভা, যুবরাজের এবং অধ্যক্ষদিগের কর্ম্মালয় নির্ম্মাণ করিতে হইবে।

দুই কক্ষের মধ্যবর্ত্তী স্থলে অন্তঃপুর-রক্ষণে নিযুক্ত রক্ষিগণের আবাস-স্থান হইবে।

অশীতি-সংখ্যক পুরুষ এবং পঞ্চাশ জন স্ত্রীলোক মাতা, পিতা, বৃদ্ধের অথবা নপুংসকের বেশ ধারণ করিয়া কেবলমাত্র যে অন্তঃপুর-বাসিনীগণের শৌচাশৌচ দেখিবে, তাহা নহে; তাহারা যাহাতে রাজার সুখবৃদ্ধি হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হইবে।

অন্তঃপুরে প্রত্যেকে নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাস করিবে; কদাচ অপরের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইবে না। অন্তঃপুরের কেহই বহির্দ্দেশের লোকের সহিত বসবাস করিবে না।

---

* Pheasant.

অন্তঃপুর হইতে অথবা অন্তঃপুরের জন্য পণ্যাদির গতায়াতের পথ সীমাবদ্ধ করিতে হইবে এবং মুদ্রা-চিহ্ন দ্বারাই তাহাদিগকে যাতায়াত করিতে দিবে।

একবিংশ অধ্যায়।

আত্মরক্ষা।

শয্যা ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলে, ধনুক-ধারিণী স্ত্রীগণ রাজাকে অভ্যর্থনা করিবে। * দ্বিতীয় কক্ষে কঞ্চুকী, উষ্ণীষ-বাহক, বৃদ্ধগণ এবং অন্যান্য পরিচারকগণ রাজাকে অভ্যর্থনা করিবেন।

যাহাদের পিতা ও পিতামহ রাজভক্ত ভৃত্য ছিল, যাহারা রাজার সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ, যাহারা সুশিক্ষিত এবং রাজভক্ত ও যাহারা কৃতকর্ম্ম, রাজা তাহাদেরই স্বকীয় (আসন্ন) অনুচর নিযুক্ত করিবেন।

বৈদেশিক, অথবা যাহারা পুরস্কার বা সম্মান লাভ করে নাই, অথবা বৈদেশিক দেশদ্রোহীদেরও, রাজা নিজের পার্শ্বানুচর বা অন্তঃপুরের কর্ম্মচারীর অধীন সৈন্য মধ্যে নিযুক্ত করিবেন না।

সুরক্ষিত স্থানে প্রধান সূপকার রাজার আহারের জন্য মুখপ্রিয় খাদ্য-প্রস্তুতের তত্ত্বাবধান করিবেন। প্রথমে অগ্নি ও পরে পক্ষিগণকে প্রদান করিয়া রাজা আহার করিবেন। যখন অগ্নি ও ধূম নীলবর্ণ হইবে এবং তাহা হইতে শব্দ উত্থিত হইবে, অথবা যখন পক্ষিগণ (যাহারা ঐ খাদ্য আহার করিয়াছে) মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, তখনই বুঝিতে

---

* গ্রীক-গ্রন্থকার মেগাস্থিনিস ও চৈনিক-পরিব্রাজক ইৎসিংর গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

হইবে যে, খাদ্যে বিষ মিশ্রিত হইয়াছে। যখন সদ্যঃপ্রস্তুত অন্নের ধূমের বর্ণ ময়ূরের গলদেশের রংয়ের ন্যায় হয় এবং অত্যন্ত শীতল হয়, যখন ব্যঞ্জন অস্বাভাবিক বর্ণের এবং জলীয় অথচ শক্ত হয়, এবং অকস্মাৎ শুষ্ক হইয়াছে এইরূপ বোধ হয়, এবং যখন উহা গন্ধ, স্পর্শ ও স্বাদহীন হয়, যখন পাক-পাত্রের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য অতিরিক্ত বা হ্রাস দেখা যায় এবং যখন কোন রস নীলবর্ণ দেখা যায়, যখন মদ্যে ও জলে রক্ত-রেখা দেখা যায়, যখন দধিতে কৃষ্ণবর্ণ এবং মধুতে শ্বেতবর্ণ চিহ্ন দেখা যায়, তখন জলীয় খাদ্য অধিকতর সিদ্ধ হইয়াছে বোঝা যায়। যখন শুষ্ক খাদ্য নরম এবং নরম খাদ্য শক্ত, যখন পাত্রের নিকট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃত জীবাণু দেখা যায়, যখন আস্তর ও প্রাবরে গোলাকার কৃষ্ণবর্ণ দাগ থাকে, এবং তাহাদের তন্তু এবং রোম পড়িয়া গিয়াছে দেখা যায়, যখন মণিময় লৌহপাত্র কলঙ্কিত দেখা যায় এবং তাহাদের পালিস, বর্ণ এবং জ্যোতির হানি হইয়াছে বোধ হয় এবং স্পর্শে কঠিন বোধ হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে বিষ ব্যবহৃত হইয়াছে।

যে ব্যক্তি বিষ প্রয়োগ করিয়াছে, তাহার বদন শুষ্ক হইবে; তাহার কথাবার্ত্তায় বক্রতা, ঘর্ম্ম, বিজৃম্ভন এবং অত্যন্ত শারীরিক কম্পন, ঘন ঘন পতন, কথাবার্ত্তা না কহিবার অভিপ্রায়, কার্য্যে তাচ্ছিল্য এবং স্ব-স্থান পরিত্যাগের ইচ্ছা হইবে।

এই জন্য চিকিৎসক এবং বিষ-নির্দ্ধারণে উপযুক্ত ব্যক্তি সদাসর্ব্বদাই রাজার নিকটে থাকিবেন।

যে ঔষধের বিশুদ্ধতা পরীক্ষিত হইয়াছে, ভৈষজ্যাগার হইতে সেই ঔষধ লইয়া এবং পাচক, পোষক * এবং চিকিৎসক স্বয়ং উহার স্বাদ গ্রহণ করিয়া পরে শেষোক্ত ব্যক্তি উহা রাজ-হস্তে দিবেন। মদ্যে এবং

* বাহক।

অপর পানীয় দ্রব্যেও ঐ নিয়ম বর্ত্তিবে। ভৃত্যগণ স্নান করিয়া ও নিজেদের হস্ত পরিষ্কার করিয়া অন্তঃপুরের কর্ম্মচারীর নিকট হইতে সদ্য-প্রাপ্ত বস্ত্র ও প্রসাদনার্থ দ্রব্যাদি রাজাকে অর্পণ করিবে। জল, অনুলেপন, সৌগন্ধিচূর্ণ, বস্ত্র এবং মাল্য প্রদানের পূর্ব্বে ভৃত্যগণ এই সকল দ্রব্য দ্বারা নিজেদের চক্ষু, হস্ত এবং বক্ষ স্পর্শ করিবে। বহির্দ্দেশস্থ ব্যক্তিগণ কোনও দ্রব্য দান করিলেও এই নিয়ম বর্ত্তিবে। যে সমস্ত আমোদ-প্রমোদে, অস্ত্র,অগ্নি অথবা উত্তেজক দ্রব্য ব্যবহৃত হয় না, বাদ্যকরগণ ঐ সকল ক্রীড়ায় রাজাকে প্রমোদিত করিবে। বাদ্যযন্ত্র, এবং অশ্ব, রথ ও হস্তীর অলঙ্কারাদি অন্তঃপুরে রক্ষণই অবশ্য কর্ত্তব্য। পৈতৃক চালক বা আরোহী আরোহণ করিবার পর, রাজা যান ও বাহন আরোহণ করিবেন।

যখন বিশ্বাসী নাবিক নৌকাচালনা করিবে এবং যখন প্রথম নৌকার সহিত দ্বিতীয় আর এক খানি নৌকা থাকিবে, কেবল তখনই রাজা নৌকায় উঠিবেন। যে জাহাজ জল-বায়ু দ্বারা নষ্ট হইয়াছে, কদাচ তাহাতে তিনি আরোহণ করিবেন না। তাঁহার সৈন্যগণ এই সময়ে নদী-সৈকতে অবস্থান করিবে।

যে জলে বৃহৎ মৎস্য বা কুম্ভীর নাই, তিনি তাহাতেই অবগাহন করিবেন। যে বনে সর্প বা গ্রহাদি নাই, তিনি তাহাতেই ভ্রমণ করিবেন।

যে বন শিকারী এবং কুক্কুরগণ, দস্যু, সর্প ও শত্রু বিহীন করিয়াছে, তথায় রাজা গতিশীল বস্তুতে তীর নিক্ষেপ অভ্যাস করিবেন।

অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত অনুচরসহ তিনি উদাসীন ও তাপসগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। মন্ত্রি-পরিষৎ-পরিবেষ্টিত হইয়া তিনি বৈদেশিক রাজার সাক্ষাৎ লাভ করিবেন। যুদ্ধ-বেশে সজ্জিত হইয়া এবং অশ্ব

রথ বা হস্তী আরোহণ করিয়া তিনি সুসজ্জিত সৈন্য পরিদর্শন করিবেন।

বহির্গমনের সময়, কিংবা প্রত্যাগমন-কালে রাজপথের উভয় পার্শ্বই সুরক্ষিত থাকিবে এবং যাহাতে অস্ত্রধারী পুরুষ, তাপস ও খঞ্জ না থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কেবলমাত্র যখন দশবর্গ * প্রহরী থাকিবে, তখন মাত্র তিনি যাত্রা, সমাজ-উৎসব ও যজ্ঞ দেখিতে গমন করিবেন।

যেরূপ অপরের রক্ষার জন্য তিনি গুপ্তচর নিয়োগ করেন, তদ্রূপ আপনাকেও রক্ষা করিবার জন্য রাজা যত্নবান হইবেন।

* *
*

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

* "Ten Communities."

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

জনপদ-স্থাপন।

বৈদেশিকগণকে দেশান্তর হইতে স্বদেশবাসের জন্য প্রলুব্ধ করিয়া অথবা স্বকীয় রাজ্যের বহুজনাকীর্ণ নগর হইতে বাহুল্য লোক লইয়া, নরপতি নূতন স্থানে বা পূর্ব্বতন ভগ্নাবশিষ্ট নগরীতে নূতন নগর স্থাপন করিবেন।

একশত পরিবারের (বা কুলের) কম না হয়, শূদ্র-জাতীয় পাঁচশত কৃষক কুলের অধিক না হয়, এই সংখ্যক লোকসহ এক কি দুই ক্রোশ * সীমা লইয়া এবং পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিতে পারে, এইরূপভাবে গ্রাম স্থাপন করিতে হইবে। নদী, পর্ব্বত, বন, গৃষ্টি †, গহ্বর, সেতুবন্ধ অথবা শাল্মলী, শমী এবং ক্ষীর বৃক্ষ ‡ দ্বারা গ্রামের সীমা জ্ঞাপন করিতে হইবে।

অষ্টশত গ্রামের মধ্যস্থলে একটী স্থানীয় §, চারি শত গ্রামের মধ্যে দ্রোণমুখ, দুইশত গ্রামের মধ্যে খার্ব্বটিক এবং দশ-গ্রামের মধ্যে সংগ্রহণ স্থাপন করিতে হইবে। ||

---

* ৯০০ ফিট।

† বদর বৃক্ষ।

‡ Milky trees.

§ দুর্গ।

|| বিভিন্ন প্রকার দুর্গের নাম।

সীমান্ত-প্রদেশে অন্তপাল দ্বারা রক্ষিত দুর্গ সকল নির্ম্মাণ করিতে হইবে। অন্তপালগণ রাজ্যের প্রবেশ পথ সকল রক্ষা করিবে। রাজ্যের অভ্যন্তর, ভাগুরিক, * তীরন্দাজ, ব্যাধ, চণ্ডাল এবং অরণ্য-চারিগণ রক্ষা করিবে।

ঋত্বিক, আচার্য্য, পুরোহিত এবং শ্রোত্রিয়গণকে উৎপাদনশীল ভূমি দান করিতে হইবে এবং সকল প্রকার কর ও দণ্ড হইতে অব্যাহতি দিতে হইবে।

অধ্যক্ষ, হিসাবরক্ষক, গোপ, স্থানীক, পশুচিকিৎসক, চিকিৎসক, অশ্বশিক্ষক এবং দূতদিগকে ভূমিদান করিতে হইবে। এই ভূমি তাহারা বিক্রয় বা বন্ধক দ্বারা হস্তান্তর করিতে পারিবে না। কর-গ্রহণে কৃষির জন্য ভূমি. জীবনান্ত পর্য্যন্ত ভোগ করিতে দিতে হইবে। যে ভূমি বপনের উপযুক্ত হয় নাই, তাহা যাহারা চাষ করিতেছে, তাহাদের নিকট হইতে কর গ্রহণ করা হইবে না।

যাহারা ভূমি-কর্ষণ করে না, তাহাদিগের ভূমি উচ্ছেদ করিয়া অপরকে দেওয়া যাইতে পারে। অথবা, সেই সকল ভূমি গ্রাম্যভৃত্য বা ব্যবসায়ীদের চাষের জন্য দেওয়া যাইতে পারে। অন্যথা, রাজকীয় আয় হ্রাস হইবে।

যদি কৃষকগণ সহজেই তাহাদের কর দেয়, তাহা হইলে তাহা-দিগকে সন্তুষ্টচিত্তে শস্য, পশু ও অর্থ দেওয়া যাইতে পারে।

যাহাতে কোষাগার বৃদ্ধি পায়, রাজা কেবলমাত্র কৃষকগণকে সেইরূপ স্থলেই অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবেন, অথবা রাজকর প্রদানে অব্যাহতি দিবেন। যাহাতে হ্রাস হয়, এরূপ কার্য্য পরিহার করিবেন।

* Trapkeepers.

কোষাগার শূন্য হইলে রাজা নাগরিক বা জনপদবাসী সকলকেই গ্রাস করেন। নূতন জনপদ স্থাপনকালে অথবা অন্য কোনও বিশেষ প্রয়োজনে রাজা রাজকর পরিহার করিতে পারেন। যাহাদের রাজকর প্রদানের অব্যাহতির সময় অতিবাহিত হইয়াছে, রাজা তাহাদিগের প্রতি পিতার ন্যায় অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবেন।

রাজা খনিজ অথবা শিল্প-কার্য্য সম্পাদন করিবেন; যে সকল অরণ্যে হস্তিযূথ বাস করে বা যে সকল অরণ্যে বৃহৎ বৃক্ষ আছে, সেইরূপ অরণ্য সকলের উন্নতি করিবেন; পশু ও বাণিজ্য-বৃদ্ধির উপায়, জল ও স্থল-পথে ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য রাজপথ নির্ম্মাণ এবং পণ্য-পত্তন করিবেন। তিনি নিত্য জল-পরিপূর্ণ জলাশয় খনন করিবেন, অথবা যাহারা নিজ ইচ্ছানুসারে জলাশয় খনন করিবে, তাহাদিগকে ভূমি, পথ, কাষ্ঠ এবং অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যাদি দ্বারা সাহায্য করিবেন। পুণ্যস্থান এবং কুঞ্জ নির্ম্মাণেও এইরূপ করিবেন।

যাহারা সমবায় শক্তি দ্বারা—জলাশয় খনন কালে অনুপস্থিত থাকিবে, তাহারা ঐ কার্য্য সম্পাদনে তাহাদের ভৃত্য, বা বলীবর্দ্দ প্রেরণ করিবে। উহাতে তাহাদের ব্যয়ের অংশ থাকিবে, কিন্তু লভ্যাংশে তাহারা কোনরূপ দাবী করিতে পারিবে না।

রাজা মৎস্যাহরণে, পারাপারে, হরিৎপণ্যে, জলাশয়ে এবং হ্রদে নিজ অধিকার পরিচালনা করিবেন। যাহারা দাস, অহিতক * এবং বন্ধুদের দাবী গ্রাহ্য করে না, রাজা তাহাদিগকে কর্ত্তব্য শিক্ষা দিবেন।

রাজা—বালক, বৃদ্ধ, পীড়িত, অশক্ত এবং অনাথদিগকে ভরণ-পোষণ করিবেন। গর্ভবতী অনাথা স্ত্রীলোকদিগকে এবং ঐ সকল স্ত্রীলোক যে সন্তানাদি প্রসব করিবে, তাহাদিগকেও রাজা প্রতিপালন করিবেন।

* ঠিকা মজুর।

গ্রামস্থ বৃদ্ধগণ, যতদিন পর্য্যন্ত বালকগণ বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়, ততদিন তাহাদের সম্পত্তির উন্নতির চেষ্টা করিবেন। দেবতার সম্পত্তিরও তদ্রূপ ব্যবস্থা করিবেন।

পতিত ব্যক্তি ও মাতা ব্যতীত, যদি অপর কোনও সক্ষম ব্যক্তি তাহার সন্তান, স্ত্রী, মাতা, পিতা, অপ্রাপ্ত-বয়স্ক ভ্রাতা, ভগ্নী অথবা বিধবা ভগ্নীর যত্ন না করে, তাহা হইলে তাহার দ্বাদশ-পণ অর্থ-দণ্ড হইবে।

স্ত্রী ও পুত্রের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা না করিয়া যদি কোনও ব্যক্তি সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করে, তবে তাহাকে প্রথম প্রকারের অর্থদণ্ড দিতে হইবে। যদি কেহ কোনও স্ত্রীলোককে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করায়, তবে তাহাকেও এই দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে।

জননশক্তি-হীন ব্যক্তিকে স্বকীয় অর্জ্জিত সম্পত্তি নিজ পুত্রদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথা করিলে নিয়মানুযায়ী দণ্ড দিতে হইবে।

বানপ্রস্থ, স্থানীয় লোক এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীদের দল ব্যতীত অপর কেহ গ্রামে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

গ্রামের মধ্যে ক্রীড়াদির জন্য কোনরূপ গৃহ রাখা বিধেয় নহে; অথবা অর্থ, পণ্য, শস্য প্রভৃতির লোভে, নট, নর্ত্তক, গায়ক, বাদক, বাজীকর, এবং কবিগণ, গ্রামের লোকের কার্য্যে ব্যাঘাত করিতে পারিবে না। কারণ নিঃস্ব গ্রামবাসিগণ কেবলমাত্র তাহাদের ভূমির উপরই নির্ভর করে এবং তাহাতেই নিযুক্ত থাকে।

যে সকল স্থান শত্রু এবং অসভ্য জাতি সহজেই আক্রমণ করিতে পারে, যথায় মহামারী ও দুর্ভিক্ষের অধিক প্রকোপ দেখা যায়, রাজা সেই সকল স্থান অধিকার করিবেন না। বহু-ব্যয়সাধ্য ক্রীড়াতে তিনি বিরত থাকিবেন।

তিনি দণ্ড, বিষ্টি * এবং কর হইতে কৃষিকার্য্যকে রক্ষা করিবেন, এবং চোর, ব্যাঘ্র, বিষাক্ত জন্তু এবং পশুরোগ হইতে পশুদিগকে রক্ষা করিবেন। তিনি বণিক্‌দিগের যাতায়াতের পথ, শুধু যে কেবল বল্লভ, † কারিকর, দস্যু, সীমান্ত-রক্ষকদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন, তাহা নয়; যাহাতে পশুসঙ্ঘ ঐ পথ বিনষ্ট না করে, তাহারও প্রতিকার করিবেন। এই প্রকারে, রাজা বন, হস্তিবন, গৃহাদি এবং আকর সকল রক্ষা করিবেন, এবং নূতন এই সকল প্রবর্ত্তন করিবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ভূমি-বিভাগ।

পশু-চারণের জন্য রাজা অকর্ষিত ভূমির ব্যবস্থা করিবেন। ব্রাহ্মণদিগকে সোমবৃক্ষ রোপণের জন্য, তপোবন, এবং তপস্যার জন্য অরণ্য দান করিতে হইবে। চেতন ও অচেতন জীব হইতে এই সকল অরণ্য রক্ষা করিতে হইবে এবং অরণ্য-নিবাসী ব্রাহ্মণগণের গোত্রানুযায়ী এই সকল অরণ্যের নামকরণ করিতে হইবে।

উপর্যুক্ত এক প্রকারের বৃহৎ অরণ্য রাজার মৃগয়ার জন্য নিম্ন-লিখিত প্রকারে প্রস্তুত করিতে হইবে; এই অরণ্যের মাত্র একটী প্রবেশ দ্বার থাকিবে এবং চতুঃপার্শ্বে পরিখা খনন করিয়া ইহা দুরগম্য করিতে হইবে। ইহাতে সুস্বাদু ফলবৃক্ষ, কুঞ্জ, ও কণ্টকহীন বৃক্ষ রোপণ করিতে হইবে। অহিংসাকারী জন্তু পূর্ণ বৃহৎ পুষ্করিণী ও নখদন্ত-বিহীন ব্যাঘ্র,

---

* বিনা বেতনে পরিশ্রম।
† Courtiers.

হস্তী, করিণী ও মহিষ প্রভৃতি জন্তু দ্বারা ঐ অরণ্য পূর্ণ করিতে হইবে। সীমান্ত-প্রদেশে অথবা অন্য উপযুক্ত স্থানে সাধারণের জন্য অন্য একটী মৃগবন নির্ম্মাণ করিতে হইবে। অন্যত্র-বর্ণিত অরণ্য-জাত উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য এক বা ততোধিক অরণ্য পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে।

অরণ্যজাত দ্রব্য হইতে পণ্য-প্রস্তুতের জন্য শিল্পশালা নির্ম্মাণ করিতে হইবে।

সীমান্ত প্রদেশে হস্তি-রক্ষার জন্য অরণ্য প্রস্তুত করিতে হইবে।

বনাধ্যক্ষ, তাঁহার প্রহরী সহ বনরক্ষা করিবেন এবং যে সকল বন পার্ব্বতীয় বা জলাভূমিতে অবস্থিত, অথবা যথায় নদী বা হ্রদ আছে, সেই সকল বনের প্রবেশ পথ জ্ঞাত থাকিবেন। হস্তী বধ করিলে, মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত করিতে হইবে। যে স্বাভাবিকভাবে মৃত-হস্তীর দন্তযুগ আনয়ন করিবে, সে ৪½ সার্দ্ধ চারি পণ পুরস্কার পাইবে।

নাগবনের প্রহরিগণ, হস্তিপকগণ, হস্তীর পদবন্ধনকারী, * সীমান্ত সৈন্য, বনচর ও যাহারা হস্তীকে লালন-পালন করে, ইহাদের সাহায্যে ও পাঁচ সাতটী কুণকী লইয়া বন্য-হস্তী বন্ধন করিবে। হস্তীর মল-মূত্র দেখিয়া, ভল্লতকী বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত বনপথ এবং হস্তিগণ যথায় নিদ্রা গিয়াছিল বা মলত্যাগ করিয়াছিল বা যে সকল নদী বা হ্রদের পুলিন হস্তিযূথ ভঙ্গ করিয়াছিল তাহা অনুসন্ধান করিয়া, হস্তি-যূথের স্থান নির্দ্দেশ করিবে। তাহারা যথাযথ-ভাবে হস্তিযূথের চিহ্ন অথবা দলভ্রষ্ট হস্তী, অথবা হস্তিযূথের দলপতি, দন্তী, দুষ্ট হস্তী, মদমত্ত হস্তী, অল্পবয়স্ক হস্তী, অথবা পিঞ্জর-মুক্ত হস্তীর অনুসন্ধান করিবে।

* মেগাস্থিনিস ও ষ্ট্রাবো দ্রষ্টব্য। উভয়েই হস্তিধৃত করণের বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন।

কলিঙ্গর ধৃত-করণে অভিজ্ঞ ব্যক্তি অনীকস্থের (হস্তিপকের) উপদেশ অবলম্বন করিয়া হস্তী ধৃত করিবে।

যুদ্ধে জয়লাভ প্রধানতঃ হস্তীর উপরেই নির্ভর করে। কারণ, হস্তীর বৃহৎ শরীর বলিয়া তাহারা যে কেবল বিপক্ষের সুসজ্জিত সৈন্য-শ্রেণী বিনষ্ট করিতে পারে, তাহা নয়; বিপক্ষের দুর্গাদি ও শিবির বিনষ্ট এবং যে সকল কার্য্য প্রাণ-হানিকর, তাহারা তাহাও করিতে সক্ষম *। কলিঙ্গ, অঙ্গ, করুষ এবং পূর্ব্ব-দেশীয় হস্তীই উত্তম। পশ্চিম দেশীয় হস্তী মধ্যম প্রকারের এবং সৌরাষ্ট্র ও পাঞ্চজন্য দেশের হস্তী নিকৃষ্ট। কিন্তু সকল হস্তীরই শক্তি ও বল শিক্ষা দ্বারা উন্নত করা যাইতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়।

দুর্গ-নির্ম্মাণ।

চতুর্থ অধ্যায়।

দুর্গ-নিবেশ।

আপাততঃ আমরা নানা কারণে এই দুইটী অধ্যায়ের অনুবাদ প্রকাশিত করিতে অক্ষম। ইহার অনুবাদ প্রকাশের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করা হইয়াছে; পরিশিষ্টে অনুবাদ প্রদত্ত হইবে।

* মেগাস্থিনিসও ঠিক এই কথা গুলিই উল্লেখ করিয়াছেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

কঞ্চুকীর * কর্ত্তব্য।

কঞ্চুকী, কোষাগার †, পণ্যগৃহ, শস্যাগার ‡ বন্ধনাগার এবং অস্ত্রাগার-নির্ম্মাণ পর্য্যবেক্ষণ করিবেন।

এরূপভাবে একটী চতুষ্কোণ কূপ খনন করিতে হইবে যে, উহার তলদেশ জলসিক্ত না হয়। পরে, উহার নিম্ন ও পার্শ্বদেশ প্রস্তর দ্বারা গ্রথিত করিতে হইবে। পরে, কঞ্চুকী দৃঢ় কাষ্ঠ দ্বারা ঐ কূপের অভ্যন্তরে পিঞ্জরের ন্যায় একটী ত্রিতল গৃহ নির্ম্মাণ করিবেন। উহার ঊর্দ্ধদেশ ভূমির সহিত সমরেখ হইবে। উহাতে নানা প্রকারের অনেকগুলি কক্ষ নির্ম্মাণ করিবেন। গৃহতলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর-খণ্ড নিবপন করিবেন। একটীমাত্র দরজা ও একটী ঘূর্ণায়মান সোপান রাখিবেন। দেব-পূজা সম্পন্ন করিয়া ঐ গৃহ সম্পূর্ণ করিতে হইবে। এই ভূমির উপরে, উভয়দিক বন্ধ এবং ছাদ প্রক্ষিপ্ত ও ভাণ্ডার গৃহের দিকে পরিক্ষিপ্ত করিয়া ইষ্টক নির্ম্মিত কোষাগার নির্ম্মিত করিতে হইবে।

কঞ্চুকী, সীমান্ত-প্রদেশে জাতিভ্রষ্ট ব্যক্তি § ঘটিত সম্ভাবিত বিপদ্ হইতে বিবিধ প্রকারের ধন-রক্ষা করিবার জন্য বৃহৎ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিবেন।

কুপ্যগৃহ চতুর্ভুজ হইবে এবং উহার চারিদিকে চারিটী গৃহ

---

* সন্নিধাতার।

† কুপ্যগৃহ।

‡ বনজাত দ্রব্য রক্ষণের গৃহ।

§ 'অভিত্যক্ত পুরুষ':—Outcaste men. 'The word may mean criminals.'

থাকিবে ; উহার একটীমাত্র দ্বার থাকিবে ; ইহার স্তম্ভ সকল দগ্ধ ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত হইবে ; ইহাতে অনেকগুলি কক্ষ থাকিবে এবং দুই পার্শ্বে স্তম্ভ থাকিবে।

পণ্য-দ্রব্য-রক্ষণের গৃহকে বেষ্টন করিয়া অনেকগুলি বৃহৎ বৃহৎ কক্ষ-বিশিষ্ট কোষ্ঠাগার * নির্ম্মাণ করিতে হইবে। উভয়ের মধ্যে প্রাচীর নির্ম্মাণ করিতে হইবে এবং উভয়ের সঙ্গে ভূমিতলস্থ কক্ষ ও শস্ত্রাগারের যোগ রাখিতে হইবে।

স্বতন্ত্র স্থানে বিচারালয় এবং মন্ত্রীদিগের কার্য্যালয় নির্ম্মাণ করিতে হইবে। সুরক্ষিত বহুকক্ষ-সমন্বিত কারাগার নির্ম্মাণ করিতে হইবে এবং স্ত্রী ও পুরুষের বাসস্থান পৃথক্ রাখিতে হইবে। প্রত্যেক গৃহেই হলঘর, খাত †, কূপ, স্নানগৃহ, অগ্নি ও বিষ-প্রতিরোধার্থ মার্জ্জার ও নকুল এবং রক্ষাকারী দেবতাগণের পূজোপকরণ দ্রব্যাদি রক্ষা করিতে হইবে।

কোষ্ঠাগারের সম্মুখে বর্ষাপাত-পরীক্ষার জন্য অরত্নিমাত্র প্রশস্ত মুখবিশিষ্ট এক কুণ্ডস্থাপন করিতে হইবে।

অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যন্ত্রাদি সহ, কঞ্চুকীকে পুরাতন ও নূতন রত্ন এবং উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট উপাদান-সমূহ গ্রহণ করিতে সাহায্য করিবে। রত্ন সম্বন্ধে যে প্রতারণা করিবে, তাহার ও তাহার সাহায্যকারী প্রথম প্রকারের অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। যাহারা উৎকৃষ্ট উপাদান বিষয়ে তঞ্চকতা করিবে, তাহারা দ্বিতীয় প্রকার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে এবং অপকৃষ্ট দ্রব্য বিষয়ে যাহারা তঞ্চকতা করিবে, তাহাদের সেগুলি প্রত্যর্পণ ব্যতীত দ্রব্যের মূল্যানুযায়ী অর্থদণ্ড দিতে হইবে।

* শস্যাগার (Store-house)

† পায়খানা।

যে সকল সুবর্ণ-মুদ্রা রূপদর্শক কর্ত্তৃক বিশুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইবে, কঞ্চুকী কেবলমাত্র সেইগুলিই গ্রহণ করিবেন। অশুদ্ধ (কৃত্রিম) মুদ্রা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে হইবে। যাহারা কৃত্রিম মুদ্রা আনয়ন করিবে, তাহাদের প্রথম প্রকারের অর্থ-দণ্ড হইবে।

শুদ্ধ এবং নূতন শস্য পূর্ণ-মাত্রায় গ্রহণ করিতে হইবে; অন্যথা শস্যের মূল্যের দ্বিগুণ অর্থদণ্ড দিতে হইবে। পণ্যদ্রব্য, উপাদান এবং অস্ত্রা-দিতেও এই নিয়ম বর্ত্তিবে। প্রত্যেক বিভাগস্থ যে কোনও কর্ম্মচারী, লেখক বা ভৃত্য যে কেহ এক হইতে চারি পণ পর্য্যন্ত অপহরণ করিবে, যথাক্রমে তাহাদের প্রথম, দ্বিতীয় এবং সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ অর্থ-দণ্ড দিতে হইবে।

কোষাগার-রক্ষক যদি অর্থহানি করেন, তবে তাঁহাকে বেত্রাঘাত করিতে হইবে। তাঁহার সহকারিগণ অর্দ্ধেক শাস্তি পাইবে। যদি তিনি ভ্রম-ক্রমে ঐ অপরাধে অপরাধী হইয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে তিরস্কার করিতে হইবে।

যদি প্রহরিগণ দস্যুগণকে সঙ্কেত করে, তবে প্রহরিগণকে যন্ত্রণা দিয়া মৃত্যুমুখে প্রেরণ করিতে হইবে।

এইজন্য বিশ্বস্ত ব্যক্তিগণের সহকারিতায় কঞ্চুকী রাজস্ব-সংগ্রহে ব্যাপৃত থাকিবেন।

কঞ্চুকীর শত বৎসরের বাহ্য ও আভ্যন্তরিক রাজস্বের এই প্রকার জ্ঞান থাকিবে যে, জিজ্ঞাসা-মাত্র তিনি দ্বিধাশূন্য হইয়া আয়-ব্যয়ের হিসাব্ ও কোষ-স্থিত মুদ্রার পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সমাহর্ত্তৃ * কর্ত্তৃক রাজকর-সংগ্রহ।

প্রধান সংগ্রাহক দুর্গ, রাষ্ট্র, খনি, গৃহ ও সেতু, বন, ব্রজ এবং বাণিজ্য-পথ হইতে রাজস্ব সংগ্রহে ব্যাপৃত থাকিবেন।

শুল্ক, দণ্ড, পৌতব (পরিমাণ), নাগরক, মুদ্রাধ্যক্ষ, মোহর ও দস্তকাধ্যক্ষ, মদ্য, পশুহত্যা, সূত্র, তৈল, ঘৃত, চিনি †, সৌবর্ণিক, পণ্যাগার, বেশ্যা, দ্যূতক্রীড়া, সীমান্ত-প্রদেশ, বাস্তু, কারুশিল্পিগণ, দেব-পূজাধ্যক্ষ, এই সকল হইতেও দ্বার-দেশে এবং পূজা হইতে যে কর গ্রহণ করা যায়—এই সকলই প্রথমোক্ত প্রকারের করান্তর্ভুক্ত।

রাজকীয় ভূমি হইতে উৎপাদিত শস্যাদি, রাজভাগ, পূজোপহার ‡, শুল্ক, বণিক্, নাবধ্যক্ষ, নৌকা, জাহাজ, নগর, পশুচারণের স্থান, বর্ত্তণী § এবং চোর বন্ধনার্থ রজ্জু রাষ্ট্রান্তর্ভুক্ত কর।

স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক, রত্ন, মুক্তা, প্রবাল, শঙ্খ, লৌহ, লবণ এবং ভূমি ও পর্ব্বতাদি হইতে সংগৃহীত অন্যান্য প্রকার খনিজ পদার্থ তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

পুষ্পোদ্যান, ফলোদ্যান, আর্দ্রভূমি এবং যে সকল ভূমিতে মূল (যথা ইক্ষুদণ্ড) বপন করিয়া শস্য উৎপাদিত হয়, এই সকল চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্গত।

মৃগয়ার জন্য বন, কাষ্ঠরক্ষার জন্য বন, এবং হস্তিবন—ইহারা

---

* Collector-General প্রধান কর-সংগ্রাহক।

† 'ক্ষার'।

‡ 'বলি'।

§ পথকর।

বনান্তর্গত। গো, মহিষ, ছাগল, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, অশ্ব এবং অশ্বতর, ইহারা ষষ্ঠ শ্রেণী মধ্যে গণ্য হয়।

স্থলপথ ও জলপথকে বণিক্‌-পথ কহে।

উপর্য্যুক্ত কয়েক প্রকার কর হইতে আয় হয়।

মূলধন, ভাগ, ব্যাজী, পরিঘ, রূপিক * ও আত্যয় † ইহাদিগকে আয়মুখ বলে। ‡

দেবতা এবং পিতৃ-পুরুষগণের পূজা, দান, স্বস্তিবচন, অন্তঃপুর, পাকশালা, দূতনিয়োগ, কোষ্ঠাগার, আয়ুধাগার, পণ্যগৃহ, উপাদান-গৃহ, শিল্পাগার, § বিষ্টি, ‖ পদাতিক, অশ্বারোহী, রথী এবং সাদিসৈন্য রক্ষণ, গো-মণ্ডল, পশু, মৃগ, পক্ষী ও সর্পের চিত্রশালিকা এবং কাষ্ঠ ও তৃণ-রক্ষণ—এই সকল হইতেই ব্যয় হয়।

রাজবর্ষ, মাস, পক্ষ, দিন, ব্যুষ্ট, ¶ গ্রীষ্ম, বর্ষা, হেমন্ত প্রভৃতি সময়ের বিভাগ।

কঞ্চুকী, হস্তে যে কার্য্য আছে, যাহা সিদ্ধ হইয়াছে এবং যে কার্য্যের সামান্য অবশিষ্ট আছে, আদান-প্রদান, এবং ব্যয়ান্তে হস্তস্থিত মুদ্রা, ইহার প্রত্যেক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

সংস্থান, প্রচার $ শরীররক্ষার্থ আবশ্যক দ্রব্য, আদান এবং সকল প্রকার রাজস্বের পরীক্ষাই হইতেছে—প্রথম প্রকারের কার্য্য।

---

* মুদ্রাবিনিময়ে ক্ষতিপূরণ. This appears to be a sort of exchange.

† Fixed Fines.

‡ "The mouth from which the income is to issue."

§ কর্ম্মান্ত Manufactories.

‖ Free labourers.

¶ "The dawn"

$ সংস্থান ও প্রচার—The business of upkeeping the Government and routine work.

যাহা কোষাগারে রক্ষিত হইয়াছে, যাহা রাজা গ্রহণ করিয়াছেন, যাহা রাজধানীর জন্য ব্যয়িত হইয়াছে এবং যাহা গত বৎসরের পূর্ব্ব বৎসরের আয় হইতে ব্যয় হইতেছে, যাহা তালিকাভুক্ত করিবার জন্য রাজা আজ্ঞা করিয়াছেন বা বাচনিক জানাইয়াছেন, সেই সকল সিদ্ধ-কার্য্য বলিয়া জানিতে হইবে।

লাভজনক কার্য্যের অভিসন্ধি প্রণয়ন, দণ্ডের যে অবশিষ্টাংশ গৃহীত হয় নাই, বাকী রাজস্ব আদায়ের জন্য তাকিদ্ এবং হিসাব পরীক্ষা—এই সকল বিষয়কে হস্তে-স্থিত কার্য্য বলে।

আদান তিন প্রকার হইতে পারে—যাহা দিন দিন পাওয়া যায়, তাহাকে বর্ত্তমান বলে। যাহা গত পূর্ব্ব বৎসরের হিসাব হইতে বর্ত্তমান হিসাবে আনা হইয়াছে, যাহা অপরের হস্তে আছে এবং যাহা হস্তান্তর হইয়াছে, তাহাকে পর্য্যুষিত বলে। যাহা নষ্ট হইয়াছে বা যাহা অপরে বিস্মৃত হইয়াছে, রাজকীয় কর্ম্মচারিগণের নিকট হইতে যে দণ্ড আদায় হইয়াছে, পার্শ্ব * বা অপচয়ের জন্য যে ক্ষতি-পূরণ আদায় হইয়াছে, যাহা রাজাকে উপহার দেওয়া হইয়াছে, দেশব্যাপক ব্যাধিতে মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তির সম্পত্তি, অপুত্রকের ধন এবং নিধি, এই সকল আদানকে অন্যজাত † বলে।

মূলধন-প্রয়োগ, কোনও আরব্ধ কার্য্যের ভগ্নাবশেষ এবং মূলধন হইতে যাহা উপার্জ্জিত হইয়াছে, এই তিন প্রকার [illegible] দ্বারা ব্যয়-সংক্ষেপ হইতে পারে।

ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের পরিমাণ ব্যবহার করিবার জন্য পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি হইলে, তাহাকে ব্যাজী বলে। ক্রেতৃগণ মধ্যে প্রতিযোগিতা জন্য যে মূল্য বৃদ্ধি হয়, তাহাও একপ্রকার লাভ।

* 'Marginal revenue.'

† "Accidental receipts.

ব্যয় দুই প্রকার—নিত্য ব্যয় এবং যে ব্যয় হইতে লাভ হয়। যাহা প্রত্যহ ব্যয় হয়, তাহাকে নিত্য ব্যয় বলে। যাহা এক পক্ষ, বা মাসে বা বৎসরে উপার্জ্জন করা যায়, তাহাকে লাভ বলে। এই দুই ব্যয়কে পর্য্যায়ক্রমে নিত্য ব্যয় এবং লাভোৎপাদক ব্যয় বলে।

প্রদান শোধ করিয়া এবং যে রাজস্ব আদান হইবে, উহা বাদ দিয়া, যাহা থাকে, উহাকে নীবী বলে। বিজ্ঞ প্রধান সংগ্রহকারক এইপ্রকার রাজস্ব-সংগ্রহের কার্য্য করিয়া লাভ-বৃদ্ধি এবং ব্যয়-সংক্ষেপ করিবেন।

সপ্তম অধ্যায়।

হিসাব-পরীক্ষকের কার্য্যালয়ে হিসাব-রক্ষা।

হিসাব-রক্ষণে নিযুক্ত প্রধান কর্ম্মচারী তাঁহার কার্য্যালয় উত্তর বা পূর্ব্বদ্বারী করিবেন। কর্ম্মচারিগণের বসিবার আসন পৃথক্ পৃথক্ করিয়া, হিসাবের খাতার জন্য কাষ্ঠাধার * সকল সুন্দররূপে সজ্জিত করিবেন।

ঐ সকল হিসাবের পুস্তকে প্রত্যেক বিভাগের সংখ্যা, প্রত্যেক শিল্পাগারে বিভিন্ন প্রকারের কার্য্য ও ফলাফল, লাভ, লোকসান, ব্যয়, বিলম্বে লভ্য আয়, ব্যাজী, রাজকীয় প্রতিনিধির পদ, বেতন, বিষ্টির সংখ্যা, কোন কার্য্যে ব্যবহৃত মূলধন, রত্ন ও পণ্যাদির মূল্য ও তাহাদের বিনিময়ের পরিমাণ,প্রতিমাণ,† তাহাদের সংখ্যা, পরিমাণ ও ঘন-পরিমাণ প্রদেশ, গ্রাম, পরিবার ও সমিতির রাজনীতি, ব্যবসায়, কার্য্য, রাজ-

* 'Shelves'.

† Counter-weights.

কর্ম্মচারিগণকে প্রদত্ত উপহার, তাহাদের অধিকৃত ভূমির স্বত্ব, তাহাদের যে সকল রাজকর হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের উপজীবিকা ও বেতন; রাজধানী ও রাজপুত্রদের যে সকল রত্ন, ভূমি, বিশেষ অধিকার, এবং বিপৎ প্রতিরোধক যে সকল ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, মিত্র ও অমিত্র রাজাদিগের সহিত যে সকল সন্ধি, বিক্রম প্রদান *—এই সকল বিষয়ই নির্দ্দিষ্ট পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে।

এই সকল পুস্তক হইতে অধ্যক্ষ, প্রত্যেক বিষয়ে হস্তেস্থিত কার্য্য, যে সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, যে সকল কার্য্যের অংশ মাত্র সিদ্ধ হইয়াছে, ব্যয়, নীবী এবং প্রত্যেক বিভাগে যে সকল কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে, তাহাদের হিসাব প্রদান করিবেন।

রাজা যদি লাভজনক কার্য্যের ব্যয়-সংক্ষেপ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পরিণামে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

যখন রাজকার্য্যে নিযুক্ত কোন লোক উক্ত কার্য্যে অনুপস্থিত থাকে, তখন তাহার প্রতিভূগণ, অথবা তাহার পুত্র, স্ত্রী-কন্যা অথবা তাহার পরিবারভুক্ত ভৃত্যগণ—ক্ষতিপূরণ দিবে। ৩৫৪ অহোরাত্রের কার্য্য এক এক বৎসরের কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। আষাঢ় মাসের শেষে কার্য্যের অনুপাতানুযায়ী সকল কার্য্যের মূল্য শোধ করিতে হইবে। অন্যান্য মধ্যবর্ত্তী মাসের কার্য্য, পৃথক্ নিরূপণ করিতে হইবে।

রাজকর্ম্মচারী যদি চর-নিয়োগ দ্বারা বার্ত্তা-সংগ্রহ না করেন, অথবা ব্যবস্থানুযায়ী স্বকীয় বিভাগের কার্য্য-পরিদর্শন না করেন, তবে রাজস্ব-হানি হইতে পারে। তাঁহার অজ্ঞতা, আলস্য, ভয় ও স্বার্থপরতা-

* Ultimatum.

বশতঃ বা তিনি তাঁহার মহত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া, অথবা তিনি অনুচিত-পরিমাণ গণনার দ্বারা রাজস্ব-হানি করিতে পারেন।

মনু বলেন,—এক্ষেত্রে রাজার যে পরিমাণ অপচয় হইবে, সেই পরিমাণ দণ্ড এবং উপরোক্ত বিষয়গুলি আনুপূর্ব্বিক যে ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহার সংখ্যার দ্বারা পূরণ করিলে যে দণ্ড হয়, রাজকর্ম্মচারীকে সেই দণ্ড দিতে হইবে।

পরাশর বলেন,—প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অপচয়ের অষ্টগুণ অর্থদণ্ড দিতে হইবে। বৃহস্পতি বলেন,—দশগুণ দণ্ড সমীচীন। উশনা বলেন যে, বিশগুণ বিধেয়।

কৌটিল্য বলেন যে, অপরাধানুযায়ী দণ্ড দেওয়াই কর্ত্তব্য।

আষাঢ় মাসে হিসাব পরীক্ষা করিতে হইবে। যখন ভিন্ন ভিন্ন স্থানের হিসাব-রক্ষকগণ হিসাব, পণ্য এবং নীবী আনয়ন করিবে, তখন যাহাতে তাহারা একে অপরের সহিত বাক্যালাপ না করিতে পারে, তজ্জন্য তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহাদের প্রমুখাৎ মোট আদান-প্রদান এবং নীবীর বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, পরে সমষ্টি আদান করিতে হইবে।

যে কোনও বিভাগীয় অধ্যক্ষ ব্যয়-সংক্ষেপ করিয়া বা আদান বৃদ্ধি করিয়া যে পরিমাণে নীবী-বৃদ্ধি দেখাইতে পারেন, তাঁহাকে ঐ পরিমাণের অষ্টগুণ পুরস্কার দিতে হইবে। কিন্তু যখন ইহার বিপরীত হইবে, তখন হ্রাসের অষ্টগুণ দণ্ড দিতে হইবে।

যে সকল হিসাব-রক্ষক সময় মত উপস্থিত হইবেন না বা নিজেদের হিসাব-প্রদর্শন ও নীবী-প্রদান করিবেন না, তাঁহাদের দশগুণ অর্থদণ্ড করিতে হইবে।

যখন কোনও হিসাব-পরীক্ষকাধ্যক্ষ, কর্ম্মচারিগণ প্রস্তুত হইবামাত্র

হিসাব-গ্রহণ ও পরীক্ষা করিবেন না, তখন তাঁহাকে প্রথম প্রকারের দণ্ডের দ্বিগুণ অর্থদণ্ড দিতে হইবে।

মন্ত্রিগণ একত্র হইয়া প্রত্যেক বিভাগের হিসাব শ্রবণ করিবেন। যদি কোনও মন্ত্রী বা কর্ম্মচারী মিথ্যা-কথা প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রথম প্রকারের অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে।

যদি কোনও হিসাব-রক্ষক, তাঁহার দৈনন্দিন হিসাব প্রস্তুত করেন নাই, এরূপ দেখা যায়, তাহা হইলে উক্ত হিসাব-প্রস্তুতের জন্য তাঁহাকে এক মাসের সময় দেওয়া যাইবে। এক মাস পরে যতদিন তাঁহার দেরী হইবে, ততদিন মাস প্রতি দুই শত পণ করিয়া তাঁহাকে অর্থদণ্ড দিতে হইবে। * যদি কোনও হিসাব-রক্ষকের নীবী রাজস্বের হিসাবের সামান্য অংশ লিখিতে বাকী থাকে, তবে উহা সম্পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাকে পাঁচ রাত্রি সময় দেওয়া যাইবে। পরে যোগ, বিয়োগ, অনুমান দ্বারা তাঁহার যে দৈনন্দিন নীবীর হিসাব (যাহা তিনি দাখিল করিবেন, তাহা) পরীক্ষা করিতে হইবে। দিন, পাঁচ রাত্রি, পক্ষ, মাস, চতুর্ম্মাস, এবং বৎসর ধরিয়াও এগুলি পুনরায় পরীক্ষা করিতে হইবে।

স্থান ও সময় নির্দ্ধারণ করিয়া আদান-তালিকা পরীক্ষা করিতে হইবে। আদান-বিন্যাস, ভূত ও বর্ত্তমানে উৎপন্ন দ্রব্য, দত্তা, যাহার দ্বারা ইহার আদান হইয়াছে, যে কর্ম্মচারী আদান নির্দ্ধারণ করিয়াছে, যে গ্রহণ করিয়াছে,—এই সকল বিষয়ই পরীক্ষা করিতে হইবে। প্রত্যেক বিষয়ের লাভ, দেয়-পরিমাণ, যাহা দেওয়া হইয়াছে, যাহার আদেশে ইহার আদান হইয়াছে, যে ব্যক্তি উহা প্রেরণ করিয়াছে, যে উহা প্রদান করিয়াছে এবং যে উহা গ্রহণ করিয়াছে—তাহাও পরীক্ষা করিতে হইবে। নীবী, রাজস্ব, স্থান, সময়, উৎপত্তি, পরিমাণ, ও

* প্রথম মাসে ২০০, দ্বিতীয় মাসে ৪০০, এরূপ অর্থও করা যাইতে পারে।

উৎকর্ষের আদর্শ এবং যাহারা শস্যাগার-রক্ষণে নিযুক্ত, তাহাদেরও পরীক্ষা এই প্রকারে স্থিরীকৃত হইবে।

যখন কোনও কর্ম্মচারী রাজাদেশ প্রতিপালনে যত্নবান্ না হয়, অথবা আদান ও প্রদান ভিন্ন প্রকারের করে, তখন তাহাকে প্রথম প্রকারের অর্থদণ্ড দিতে হইবে। যদি কর্ম্মচারী নির্দ্দিষ্ট প্রকারের হিসাব না লেখে, অজ্ঞাত বিষয় লিপিবদ্ধ করে, অথবা কোনও বিষয় দুই বা তিনবার নির্দ্দেশ করে, তবে তাহাকে দ্বাদশ পণ অর্থদণ্ড দিতে হইবে। নীবীর পরিমাণ যে স্থানে লিখিত থাকে, সে স্থান কর্ম্মচারী ঘর্ষণ করিলে, তাহাকে দণ্ড দিতে হইবে। যে নীবী ব্যয় করিবে, তাহাকে দ্বাদশ পণ অর্থ দণ্ড দিতে হইবে। যে রাজস্বের অপচয় করে, তাহাকে সেই অপচয় পূরণ এবং অপচয়ের পাঁচগুণ দণ্ড দিতে হইবে। মিথ্যা বলিলে চুরির জন্য যে দণ্ড নির্দ্ধারিত আছে, ঐ দণ্ড হইবে।

রাজা সামান্য অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। রাজা কার্য্যদক্ষ ও ও উপকারী অধ্যক্ষগণকে পুরস্কার দিবেন।

অষ্টম অধ্যায়।

রাজকর্ম্মচারী কর্ত্তৃক অপহরণ।

সকল কর্ম্মই অর্থের উপর নির্ভর করে। এই জন্য কোষাগারের প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সাধারণ সমৃদ্ধি *, সচ্চরিত্রতার জন্য পুরস্কার, তস্কর ধৃতকরণ, বহু রাজকর্ম্মচারীকে কর্ম্মচ্যুত করা, শস্যাধিক্য, বাণিজ্য-সমৃদ্ধি, উপসর্গ ও বিপত্তির অভাব,

* Public prosperity.

রাজকর-পরিহারে ন্যূনতা, সুবর্ণবৃদ্ধি, এই সকল কার্য্যে কোষবৃদ্ধি পায়। প্রতিবন্ধ, ঋণ, ব্যবসায়, হিসাব-পরিবর্ত্তন, রাজস্ব-হানি, উপভোগ, পরিবর্ত্তন এবং অপহরণ, এই সকল হইতে কোষক্ষয় হয়।

কোনও কার্য্য আরম্ভ করিবার অপারগতা, অথবা ঐ কার্য্যের ফল ভোগ করিতে না পারা বা কোষাগারে উহার লভ্য জমা না দেওয়াই 'প্রতিবন্ধ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই ক্ষেত্রে অপরাধীকে দশগুণ দণ্ড দিতে হইবে।

সাময়িক কুশীদ গ্রহণে কোষাগরের অর্থ কর্জ্জ দেওয়াকে 'ঋণ' বলে। রাজকীয় অর্থ দ্বারা ব্যবসায় করাকে 'ব্যবহার' বলে। কোনও কর্ম্মচারী এই দুই কার্য্য করিলে তাহাকে লভ্যের দ্বিগুণ অর্থদণ্ড রূপ শাস্তি প্রদান করিতে হইবে। যে নির্দ্ধারিত রাজস্ব হ্রাস করে বা ব্যয়-বৃদ্ধি করে, সে রাজস্বহানি করে। এই ক্ষেত্রে চতুর্গুণ দণ্ড প্রয়োগ করিতে হইবে।

রাজকীয় দ্রব্য ঐ প্রকার মূল্যের দ্রব্যের সহিত বিনিময়কে 'পরিবর্ত্তন' বলে। এই অপরাধ উপভোগের মধ্যে গণিত হইয়া থাকে। যে নির্দ্ধারিত রাজস্ব রাজকোষে জমা দেয় না, অথবা যে অর্থ ব্যয় করিবার জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছে উহা ব্যয় করে না, অথবা নীবী অযথা বর্ণনা করে, সে রাজধনাপহরণ দোষে দোষী হয়।

চল্লিশ প্রকারের অপহরণ আছে ; যথা,—যাহা পূর্ব্বে আদায় করা হইয়াছে, তাহা পরে জমা দেওয়া ; যাহা পরে আদায় হইবে, তাহা পূর্ব্বে জমা দেওয়া ; যাহা আদায় হওয়া আবশ্যক, তাহা আদায় না করা ; যাহার আদান দুঃসাধ্য, তাহা আদান হইয়াছে বলিয়া দেখান ; যাহা আদান হয় নাই, তাহা আদান বলিয়া দেখান ; যাহার অংশমাত্র আদায় হইয়াছে, উহা সম্পূর্ণ আদায় হইয়াছে বলিয়া দেখান ; যাহা এক প্রকারে আদায় হইয়াছে, অথচ অন্যপ্রকার বলিয়া দেখান ; যাহা এক

ক্ষেত্রে আদায় হইয়াছে তাহা অপর ক্ষেত্রে আদায় হইয়াছে—এরূপ দেখান; যাহা প্রদান করিতে হইবে, উহা প্রদান না করা; সময়ে প্রদান না করা; অসময়ে প্রদান করা; অল্প উপহারকে বৃহৎ উপহার বলিয়া দেখান; বৃহৎ উপহারকে স্বল্প উপহার বলিয়া দেখান; প্রকৃত গ্রহীতার নামোল্লেখ না করিয়া অপরের নামোল্লেখ করা; যাহা কোষাগারে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা স্থানান্তরিত করা; যাহা কোষাগারে প্রকৃত পক্ষে প্রদত্ত হয় নাই, তাহা প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া দেখান; যে সকল অমিশ্রিত উপাদানের মূল্য দেওয়া হয় নাই, তাহা প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া দেখান; পক্ষান্তরে, যাহাদের মূল্য দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের হিসাব না দেখান; সংক্ষেপকে বিক্ষেপ করা ও বিক্ষেপকে সংক্ষেপ করা; মহার্ঘ্য পণ্য অল্প মূল্যের পণ্যের সহিত পরিবর্ত্তন; অল্প মূল্যের পণ্যের সহিত মহার্ঘ্য পণ্যের পরিবর্ত্তন; রাত্রিবৃদ্ধি দেখান; রাত্রি কম দেখান; সংবৎসর ও মাসে বৈষম্য দেখান; মাসে ও দিবসে বৈষম্য দেখান; নিজ তত্ত্বাবধানে যে সকল কার্য্য হইয়াছে, তাহাতে অসঙ্গতি থাকা; আয়ের উৎপত্তির অযথাবর্ণন; দানে বৈষম্য; কার্য্যে অনৈক্য; নির্দ্ধারিত বিষয়ে বৈষম্য; স্বর্ণ ও রৌপ্যের উৎকৃষ্টতার আদর্শের বৈষম্য; পণ্যের মূল্যে বৈষম্য; পরিমাণ-বৈষম্য; গণনা-বৈষম্য; এবং ঘন-পরিমাণে বৈষম্য।

উপর্য্যুক্ত স্থলে এই সকল ব্যক্তিকে, যথা—কোষাধ্যক্ষ, নিবন্ধক, প্রতিগ্রাহক, দায়ক, দাপক ও ভৃত্যগণকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পরীক্ষা করিতে হইবে। যদি ইহাদের মধ্যে কেহ মিথ্যা বলে, তবে যে ব্যক্তি ঐ সকল অপরাধে অপরাধী তাহার ন্যায় ইহাকেও শাস্তি প্রদান করিতে হইবে।

সাধারণে প্রচার করিতে হইবে যে, যে ব্যক্তি এই কর্ম্মচারীর হস্তে

নির্য্যাতিত হইয়াছে, সেই রাজার নিকটে তাহার অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারিবে। যাহারা এই প্রচার অবগত হইয়া রাজার নিকট অভিযোগ করিবে, তাহারা তাহাদের ক্ষতির অনুযায়ী ক্ষতি-পূরণ পাইবে। যখন এক কর্ম্মচারী অনেকগুলি অপরাধে অপরাধী হইবে এবং তাহার দোষ প্রমাণিত হইবে, তখন এই কর্ম্মচারীকে সকল অপরাধের জন্যই বিচার করিতে হইবে। অন্যক্ষেত্রে তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন অপরাধের জন্য বিচার করিতে হইবে।

যখন কোনও রাজকর্ম্মচারী প্রচুর অর্থ হইতে অংশ-মাত্র অপহরণ করিবে, তখন তাহাকে সেই সমুদায় অর্থের জন্যই দায়ী হইতে হইবে।

কোনও গুপ্তচর তহবিল অপহরণের সংবাদ প্রদান করিয়া, উহা প্রমাণ করিতে পারিলে, অপহৃত ধনের এক-ষষ্ঠাংশ পুরস্কার-স্বরূপ পাইবে। যদি সংবাদদাতা রাজকর্ম্মচারী হয়, তবে $\frac{1}{12}$ অংশ উপহার পাইবে। যদি ঐ ব্যক্তি অংশ-বিশেষ প্রমাণ করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলেও সে পুরস্কার পাইবে। যদি প্রমাণ করিতে সক্ষম না হয়, তবে তাহাকে অর্থ বা শারীরিক দণ্ডে দণ্ডিত করিতে হইবে। কখনও তাহাকে নিষ্কৃতি দেওয়া হইবে না।

যখন দোষ প্রমাণ হইবে, তখন সংবাদদাতা তাহার সংবাদের জন্য অপরকে দায়ী করিতে পারিবে, অথবা নিজেকে অপরাধযুক্ত করিতে চেষ্টা করিতে পারিবে। যদি অপরাধীর প্ররোচনায় নিজ উক্তি প্রত্যাহার করে, তবে তাহার মৃত্যুদণ্ড হইবে।

নবম অধ্যায়।

উপর্য্যুক্ত পরীক্ষা।

যাঁহাদের অমাত্যের উপযুক্ত গুণাবলী আছে, তাঁহারা স্ব স্ব ব্যক্তিগত ক্ষমতানুযায়ী রাজকীয়-বিভাগ-সমূহে অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত হইবেন। কার্য্যকালে, প্রত্যহ তাঁহাদের কার্য্য পরীক্ষা করিতে হইবে; কারণ, মনুষ্যমাত্রেই চঞ্চল এবং অশ্ব যেরূপ কার্য্যে সদা-সর্ব্বদাই তাহার স্বধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করে, মনুষ্যও তদ্রূপ। এই জন্য তাঁহারা যে সকল যন্ত্র ও যন্ত্রী ব্যবহার করেন, যে সময়ে ও স্থানে কার্য্য করেন এবং তাঁহাদের কার্য্য-প্রণালী, মূলধন এবং ফলাফল, এ সকল বিষয়ই নিরূপণ করিতে হইবে।

তাঁহারা বিবাদ অথবা একত্রে কোনরূপ অভিসন্ধি না করিয়া উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিবেন। অভিসন্ধি করিয়া কার্য্য করিলে রাজস্বের ক্ষতি হইবে। বিবাদে কর্ম্ম নষ্ট হয়। তাঁহাদের প্রভুকে না জানাইয়া তাঁহারা আসন্ন বিপদ প্রতীকার ব্যতীত অন্য কোনরূপ কার্য্য করিবেন না। অসাবধানের জন্য তাঁহাদের দৈনিক বেতনের দ্বিগুণ এবং ঐ কার্য্যে যে ব্যয় হইয়াছে, উহা দণ্ড-স্বরূপ দিতে হইবে।

অধ্যক্ষগণের মধ্যে যিনি রাজস্ব-বৃদ্ধি করিবেন, তাঁহার পদ-বৃদ্ধি হইবে ও তিনি পুরস্কৃত হইবেন।

আচার্য্য বলেন যে, যে কর্ম্মচারী অধিক ব্যয় করেন ও অল্প আনয়ন করেন, তিনি রাজস্ব ভক্ষণ (বিনষ্ট) করেন; পক্ষান্তরে যিনি ইহার বিপরীত করেন, তিনি রাজস্ব বিনষ্ট করেন না। কিন্তু কৌটিল্য বলেন যে, আহৃত বা অপহৃত হইল কি না, ইহা কেবলমাত্র গুপ্তচর দ্বারাই জানা যাইতে পারে। যিনি রাজস্বের ক্ষতি করেন, তিনি রাজধন ভক্ষণ

করেন। যদি অনবধানের জন্য তিনি রাজস্ব হানি করেন, তবে তাঁহাকে তাহা পূরণ করিয়া দিতে হইবে।

যিনি রাজস্ব দ্বিগুণ করেন, তিনি জনপদ ভক্ষণ করেন। যদি কোনও অধ্যক্ষ এই প্রকার রাজস্ব রাজ-সমীপে আনয়ন করেন, এবং যদি উহা সামান্য হয়, তবে তাঁহাকে শাসন করিয়া দিতে হইবে, যেন তিনি ভবিষ্যতে ওরূপ ভাবে কার্য্য না করেন। কিন্তু যদি অপরাধ গুরুতর হয়, তবে তাঁহাকে অপরাধের তুলনায় দণ্ড দিতে হইবে।

যিনি রাজার কোনরূপ লাভ না করিয়া রাজস্ব ব্যয় করেন, তিনি শ্রমিকের পরিশ্রম ভক্ষণ করেন। এইরূপ কর্ম্মচারী কার্য্যের, দিনের, মূলধনের এবং দৈনিক বেতনের অনুপাতে দণ্ডিত হইবেন।

এইজন্য প্রত্যেক বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী, সম্পাদিত কার্য্যে আদান-প্রদানের সবিশেষ বর্ণনা ও সমষ্টি ও প্রত্যেক বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিবেন। তিনি মূলহর, তাদাত্বিক ও ব্যয়কুণ্ঠের কার্য্যও পরিদর্শন করিবেন।

যে নিজ পিতা ও পিতামহ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত সম্পত্তি ভক্ষণ করে, সে মূলহর * বলিয়া কথিত হইবে। যে স্বকীয় অর্জ্জিত ধনের সকলই ব্যয় করে,সে তাদাত্বিক † এবং যে নিজে ও ভৃত্যবর্গকে কষ্ট দিয়া অর্থসঞ্চয় করে, সেই ব্যয়কুণ্ঠ। এই তিন প্রকার ব্যক্তিগণের মধ্যে যদি কাহার ও প্রবল স্বপক্ষ থাকে, তবে তাহাকে বিরক্ত করা উচিত নহে, কিন্তু যাহার নাই, তাহাকে বিপর্য্যস্ত করিতে হইবে।

অগাধ সম্পত্তি থাকিলেও যে কৃপণতা করে, বা নিজ বাটীতে অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখে বা অপরের নিকট গচ্ছিত রাখে বা বিদেশে প্রেরণ

* Prodigal.

† Spend-thright.

করে, গুপ্তচর উপযুক্ত ব্যক্তির ও তাহার পরামর্শ-দাতার, বন্ধুগণের, ভৃত্যগণের, আত্মীয়-গণের, এবং পক্ষগণের আয়ের ও ব্যয়ের হিসাব দেখিবে। এইরূপ কৃপণের বিদেশস্থ কার্য্যকারককে কৃপণের গুপ্তকথা প্রকাশ করিয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। যখন গুপ্তকথা প্রকাশ পাইবে, তখন তাহাকে মৃত্যুমুখে প্রেরণ করিতে হইবে।

এইজন্য সকল বিভাগেরই অধ্যক্ষগণ, তাঁহাদের নিজ নিজ কার্য্য হিসাব-রক্ষকগণ, লেখক, মুদ্রা-পরীক্ষক কোষাধ্যক্ষ এবং উত্তরাধ্যক্ষ সহ সম্পাদন করিবেন। হস্তী, অশ্ব এবং রথারোহী ব্যক্তিগণই উত্তরাধ্যক্ষ। * যাহারা উত্তরাধ্যক্ষগণের পরিচর্য্যা করে এবং সততা ও সচ্চরিত্রতার জন্য যাহারা প্রসিদ্ধ, তাহারাই হিসাব-রক্ষক ও অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগের কার্য্যের উপর গোপনে লক্ষ্য রাখিবে। প্রত্যেক বিভাগেই অস্থায়ী কর্ম্মাধ্যক্ষ থাকিবে। যেরূপ জিহ্বার উপরে মধু বা বিষ স্থাপন করিলে তাহা আস্বাদন না করিয়া পারা যায় না, তদ্রূপ রাজকর্ম্মচারীর পক্ষে রাজস্ব ভক্ষণ না করা অসম্ভব। জলমধ্যস্থ মৎস্য জলপান করে কি না করে, তাহা যেরূপ দেখা যায় না, তদ্রূপ রাজকর্ম্মচারিগণ অর্থ গ্রহণ করে কি না করে, তাহা স্থির করা দুঃসাধ্য। উচ্চাকাশে উড্ডীন পক্ষীর বিচরণ লক্ষ্য করা সম্ভবপর, কিন্তু গুপ্ত-কার্য্যে নিযুক্ত রাজকীয় কর্ম্মচারীর কার্য্য পরীক্ষা করা কঠিন। রাজকর্ম্মচারীর অসদুপায়ে অর্জ্জিত অর্থ রাজকোষ ভুক্ত হইবে ও তাহাদিগকে এক বিভাগ হইতে অন্য বিভাগে নিযুক্ত করিতে হইবে। এরূপ করিলে, তাহারা রাজ-অর্থ আত্মসাৎ করিতে পারিবে না, অথবা যাহা আত্মসাৎ করিবে, তাহাও প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হইবে। যে সকল কর্ম্মচারী রাজস্ব বৃদ্ধি করে, তাহাদিগকে স্থায়ী কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইবে।

* Military officers.

দশম অধ্যায়।

শাসনাধিকার।

আচার্য্যগণ বলেন যে, 'আদেশ' শব্দ কেবল মাত্র 'শাসনেই' * প্রযুক্ত হইতে পারে। শাসন—রাজাদিগের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক; কারণ, সন্ধি ও বিগ্রহ শাসনের উপরই নির্ভর করে।

এই জন্য যে ব্যক্তি অমাত্যের গুণ-বিশিষ্ট, সর্ব্বপ্রকার আচার-জ্ঞাত, রচনায় সিদ্ধ-হস্ত, উত্তম লেখক এবং দ্রুত-পঠনে সক্ষম, তাঁহাকেই লেখক নিযুক্ত করিতে হইবে। এই প্রকার লেখক রাজাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া উত্তমরূপে বিষয় প্রণিধান পূর্ব্বক রাজাদেশ লিপিবদ্ধ করিবেন।

কোনও প্রধান ব্যক্তিকে 'শাসন' প্রেরণ করিতে হইলে, সম্মানের সহিত তাঁহার দেশ, অধিকার, বংশ এবং নাম, লিখিতে হইবে। সাধারণ ব্যক্তিকে শাসন প্রেরণ করিলেও সম্মানের সহিত তাঁহার দেশ ও নামোল্লেখ করিবে। যাঁহার নামে পত্র দিতে হইবে, তাঁহার জাতি, কুল, সমাজিক অবস্থা, বাস, বিদ্যা, কর্ম্ম, সম্পত্তি, শীল, এবং স্বগোত্র বিবেচনা করিয়া এবং যে স্থানে বসিয়া পত্র লেখা হইতেছে, সেই স্থান ও সময়-সম্বলিত শাসন লিখিতে হইবে।

অর্থক্রম, সম্বন্ধ, পরিপূর্ণতা, মাধুর্য্য, ঔদার্য্য, স্পষ্টত্ব,—এইগুলি শাসনের অঙ্গ-বিশেষ।

বিষয়ের গুরুত্ব অনুযায়ী ঘটনাগুলি উল্লেখই হইতেছে—ক্রম। যখন পশ্চাদ্বর্ণিত ঘটনার সহিত পূর্ব্ব-বর্ণিত ঘটনার বৈষম্য থাকে না, তখন তাহাকে 'সম্বন্ধ' বলে। পুনরুক্তি অথবা শব্দ বা অক্ষরের

* রাজাজ্ঞায় লিখিত পত্র।

অভাব না থাকা, কারণ, দৃষ্টান্ত ও ব্যাখ্যা দ্বারা বর্ণিত বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ, এবং সঙ্গত ও উপযুক্ত বাক্য-প্রয়োগকে পরিপূর্ণতা বলে। উৎকৃষ্ট শব্দ-বিন্যাস দ্বারা উত্তম বিষয়ের বর্ণনাকে 'মাধুর্য্য' বলে। চলিত (অগ্রাম্য) শব্দ ব্যবহার না করাকে 'ঔদার্য্য' বলে। 'প্রতীত' শব্দ প্রয়োগকে স্পষ্টত্ব বলে।

অকার হইতে আরম্ভ করিয়া ৬৩টী বর্ণ আছে। বর্ণের যোগকে পদ বলে। শব্দ চারি প্রকার—বিশেষ্য, ক্রিয়া, উপসর্গ ও নিপাত। যাহাতে কোনও স্বত্ব প্রকাশ করে, তাহাই বিশেষ্য। যাহার লিঙ্গ নাই এবং যাহা কার্য্য প্রকাশ করে, তাহাই ক্রিয়া। প্র এবং অন্যান্য শব্দকে উপসর্গ বলে। খ এবং অন্যান্য অব্যয় শব্দকে নিপাত বলে। যখন পদ-সমূহ কোনও অর্থ প্রকাশ করে, তখন তাহাকে বাক্য বলে। তিনটী শব্দের অধিক না হয় এবং একটীর কম না হয়—এইরূপ বর্গকে, এরূপভাবে দাঁড় করাইতে হইবে যে, পরবর্ত্তী শব্দের অর্থের সহিত উহার একরূপ অর্থ হয়।

'ইতি' শব্দ প্রয়োগ করিলে শাসনের এবং মৌখিক বার্ত্তার শেষ বুঝিতে হইবে।

নিন্দা, প্রশংসা, জিজ্ঞাসা, আখ্যান, অনুরোধ, প্রত্যাখ্যান, ভর্ৎসনা, প্রতিষেধ, আজ্ঞা, মিলন, সাহায্যের প্রতিজ্ঞা, ভয় প্রদর্শন এবং অনুনয়—এই ত্রয়োদশ কারণের জন্য 'শাসন' লিখিত হয়।

নিজ পরিবার, শরীর বা কর্ম্মের অখ্যাতিকে নিন্দা বলে। নিজ পরিবার, শরীর বা কর্ম্মের সুখ্যাতিকে প্রশংসা বলে। "ইহা কি প্রকারে হইল ?"—এই প্রশ্নকে জিজ্ঞাসা বলে। "এই প্রকারে ইহা হইতে পারে",—ইহাকে আখ্যান বলে। "দিন্"—ইহাকে প্রার্থনা বলে। "না, দিব না"—ইহাকে প্রত্যাখ্যান বলে। "ইহা তোমার অনুরূপ

হয় নাই”—ইহাকে ‘ভৎর্সনা’ বলে। “এরূপ করিও না”—ইহাকে ‘প্রতিষেধ’ বলে। “ইহা করিতেই হইবে”—ইহাকে ‘আজ্ঞা’ বলে। “আমিও যাহা, তুমিও তাহা; আমার যাহা, তোমারও তাহা”—ইহাকে ‘অনুরঞ্জন’ বলে। বিপৎ কালে সাহায্য করিব,—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করাকে ‘অভ্যবপত্তি’ বলে। ভবিষ্যতে যে বিপদ ঘটিবে, উহা দেখাইয়া দেওয়াকে বিভীষিকা বলে।

অনুনয় তিন প্রকারে হইতে পারে—অর্থের জন্য, প্রতিজ্ঞা পূরণে অক্ষম হইলে এবং বিপদ্ কালে।

সংবাদ, আজ্ঞা, উপহার, ক্ষমা, অনুমতি, উপদেশ, উত্তর এবং সাধারণ ঘোষণাকেও শাসন বলে।

সংবাদ-বহ এই বলিল এবং রাজা ইহা বলিলেন; সংবাদ-বাহকের সংবাদে যদি কোন সত্য থাকে, তবে যে বিষয়ে সম্মত হওয়া গিয়াছে, তাহা তৎক্ষণাৎ সমর্পণ করিতে হইবে। সংবাদ-বহ রাজাকে শত্রুর সকল গতিবিধির সংবাদ দিয়াছে—এতৎ-সক্রান্ত শাসন নানা প্রকারের হইতে পারে।

যখন বিশেষজ্ঞ রাজ-কর্ম্মচারীদের পুরস্কার বা শাস্তির জন্য শাসন প্রচারিত হয়, তখনই উহাকে ‘আজ্ঞালেখ’ বলে।

যোগ্যতার জন্য, দুঃখ-নিবারণ বা পুরস্কারের জন্য সম্মান-প্রদর্শনের অভিলাষ হইলে, সে শাসনকে ‘উপগ্রহ লেখ’ বলে।

জাতি-বিশেষ, নগর, গ্রাম, অথবা বর্ণিত দেশ-সমূহের প্রতি যে অনুগ্রহ বা রাজাদেশ প্রচারিত হয়, তাহাকে ‘পরীহার’ বলে। নিসৃষ্টি —বাক্যে দ্বারা বা কার্য্যে প্রকটিত হইবে। এইজন্য ইহা মৌখিক আদেশ অথবা লিখিত অনুমতি হইতে পারে।

পত্র-পাঠ এবং বিবেচনান্তে রাজাদেশে যে উত্তর প্রেরিত হয়,

তাহাকে 'প্রতিলেখ' বলে। রাজপথে বা দেশাভ্যন্তরে পর্য্যটকগণের রক্ষার উদ্দেশ্যে ও সাহায্যের জন্য রাজা তাঁহার প্রতিনিধিদিগকে এবং অন্যান্য কর্ম্মচারিগণকে যে আদেশ প্রদান করেন, ঐ সকল আদেশকে 'সর্ব্বত্র-প্রচলিত শাসন' বলে।

সাম, দান, ভেদ, দণ্ড,—এই চারিটীকে 'উপায়' বলে। সাম পাঁচ প্রকারের—শত্রুর গুণ-কীর্ত্তন, পরস্পরের সম্বন্ধের বিষয় বর্ণন, পারস্পরিক উপকার লক্ষ্য করিয়া দেওন, ভবিষ্যতে লাভের আশা প্রদান, এবং উভয়েরই একই প্রকারের স্বার্থ-প্রদর্শনকে সাম বলে।

শত্রুর গুণ-কীর্ত্তন করা, পরস্পরের সম্বন্ধের বিষয় বর্ণন, ভবিষ্যতে লাভের আশা প্রদান এবং উভয়ের একই প্রকার স্বার্থ প্রদর্শন।

যখন শত্রুর পরিজন, শরীর, কর্ম্ম, প্রকৃতি, স্বভাব, বিদ্যা এবং দ্রব্যাদির যথাযথ প্রশংসা করা হয়, তখন তাহাকে 'গুণ-সংকীর্ত্তন' বলে। যখন উভয়েরই স্বগোত্র, শিক্ষক, স্রৌব, পরিজন ও বন্ধু এক বলিয়া দেখান হয়, তখন তাহাকে 'সম্বন্ধোপাখ্যান' বলে। যখন উভয় পক্ষ একে অন্যের উপকার কীর্ত্তন করেন, তখন তাহাকে 'সন্দর্শন' বলে। "ইহা করিলে আমাদের উভয়েরই এই ফল-লাভ হইবে"—এই প্রকার বলিয়া ভবিষ্যৎ-লোভ দেখাইলে, তাহাকে 'আয়তি-প্রদর্শন' বলে। "আমিও যাহা, আপনিও তাহা; আমার যাহা আছে, আপনি তাহা আপনার প্রয়োজনে আনিতে পারেন"—এইরূপ বলাকে 'আত্ম-প্রণিধান' বলে। উপহার-স্বরূপ অর্থ প্রদান করিলে, তাহাকে 'উপপ্রদান' (উৎকোচ) বলে। শঙ্কা-উৎপাদন, এবং ভীতি-প্রদর্শন ও সন্দেহ-আনয়নকে 'ভেদ' বলে। বধ করা, ক্লেশ দেওয়া এবং লুণ্ঠন করা—'আক্রমণ' নামে অভিহিত হয়। অপরিষ্কার, ব্যাঘাৎ, পুনরুক্তি, ব্যাকরণে ভুল, ও বাক্য-বিন্যাসে ভুল—এই সকল শাসনের দোষ।

কাল এবং কদর্য্য-পত্র ব্যবহার ও অসমান এবং অরঞ্জিত লেখাকে ‘অকান্তি-লেখা’ বলে। যাহা একবার উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাকে দ্বিতীয় বার উল্লেখ করিলে, ‘পুনরুক্তি’ দোষ হয়।

যে শব্দে লিঙ্গ, সংখ্যা, সময় এবং কারকের ভ্রম হয়, তাহাকে ‘অপশব্দ’ বলে। অনুপযুক্ত স্থলে বর্গের বিভাগ, যে স্থলে বর্গের বিভাগ আবশ্যক সেখানে বিভাগ না করা, এবং অন্যান্য আবশ্যক বিষয়-বিপর্য্যয় ঘটিলে, তাহাকে ‘সংপ্লব’ বলে।

কৌটিল্য সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া এবং প্রচলিত সকল প্রকার লেখা পর্য্যালোচনা করিয়া নরপতিগণের জন্যই এই সকল নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

——:*:——

একাদশ অধ্যায়।

কোষাধ্যক্ষ।

কোষাধ্যক্ষ, উপযুক্ত ব্যক্তির সমক্ষে রাজ-কোষের জন্য আবশ্যক রত্ন এবং অধিক বা অল্প মূল্যের দ্রব্যাদি গ্রহণ করিবেন।

নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার মুক্তা পাওয়া যায়; যথা—তাম্রপর্ণিক (যাহা তাম্রপর্ণি দেশে পাওয়া যায়), পাণ্ড্যকবটক (পাণ্ড্যকবট দেশে প্রাপ্য) চৌর্ণেয় (কেরল-দেশীয় চূর্ণ নদীতে প্রাপ্য), পাসিক্য (পাস নামক নদীতে প্রাপ্য), কৌলেয় (সিংহলের অন্তর্গত কুল নদীতে প্রাপ্য), মাহেন্দ্র (মহেন্দ্র দেশে প্রাপ্য), কার্দমিক (পারস্য দেশীয় কর্দ্দম নদীতে প্রাপ্য), স্রৌতসীয় (স্রোতসী নদীতে প্রাপ্ত), হ্রদীয় (যাহা হ্রদে পাওয়া যায়) এবং হেমবত (যাহা হিমালয়ে পাওয়া যায়)।

শুক্তি, শঙ্খ এবং অন্যান্য দ্রব্যে মুক্তা থাকে। যাহা মশূরের ন্যায়, যাহা ত্রিপুটের ন্যায়, যাহা কূর্ম্মের ন্যায়, যাহা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, যাহার অনেকগুলি আবরণ আছে, যাহা যমক, যাহাতে দাগ পড়িয়াছে, যাহার উপরিভাগ অমসৃণ, যাহাতে দাগ আছে, যাহা সন্ন্যাসীর জলপাত্রের ন্যায়, যাহার বর্ণ নীল অথবা ধূসর এবং যাহাতে উত্তমরূপ ছিদ্র হয় নাই,—সেই সকল মুক্তা অপ্রশস্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

যাহা বৃহৎ, গোলাকার, তলশূন্য *, উজ্জ্বল, শ্বেত, গুরুভারাক্রান্ত, স্নিগ্ধ এবং উত্তমরূপে বিদ্ধ, তাহাই শ্রেষ্ঠ।

শীর্ষক উপশীর্ষক, প্রকাণ্ড, অবঘাটক, তরল-প্রতিবন্ধক,—এইগুলিই প্রচলিত মুক্তাহারের নাম।

এক সহস্র আটটী মুক্তার দ্বারা হার গ্রথিত হইলে উহাকে 'ইন্দ্রচ্ছন্দ' বলে। উহার অর্দ্ধেক দ্বারা গ্রথিত হইলে উহাকে 'বিজয়চ্ছন্দ' বলে। চৌষট্টি সূত্রে গ্রথিত হারকে 'অর্দ্ধহার' বলে। চুয়ান্ন সূত্রে গ্রথিত হারকে 'রশ্মিকল্প', বত্রিশটী সূত্রে গ্রথিত হারকে 'গুচ্ছ', সাতাইশ সূত্রে গ্রথিত হারকে 'নক্ষত্র-মাল', চব্বিশ সূত্রে গ্রথিত হারকে 'মানবক' এবং দশ সূত্রে গ্রথিত হারকে 'অর্দ্ধমানবক' বলে। এই সকল কণ্ঠহারের মধ্যস্থলে রত্ন-গ্রথিত হইলে, তাহাদিগকে সেই সেই নামের সহিত 'মানবক' করিয়া আখ্যাত করিতে হয়। যখন কোনও হারের সকল সূত্রগুলিই একই আদর্শের হয়, তখন তাহাকে 'শুদ্ধহার' বলে। যাহার মধ্যদেশে রত্ন থাকে, তাহাকে 'অর্দ্ধ মানবক' বলে।

'মধ্যদেশে তিনটী ত্রিফলক রত্ন থাকিলে, তাহাকে 'ফলকহার' বলে। এক-সূত্রবিশিষ্ট হারকে 'একাবলী' বলে। উহার মধ্যস্থলে রত্ন

---

* 'নিস্তলম্'।

থাকিলে, তাহাকে 'যষ্টি' বলে। নানা প্রকার বিচিত্র-হেমমণি থাকিলে উহাকে 'রত্নাবলী' বলে। পর্য্যায়ক্রমে হেমমণি এবং মুক্তা দ্বারা হার গ্রথিত হইলে তাহাকে 'অপবর্ত্তক' বলে। মুক্তা-সূত্রের মধ্যদেশে স্বর্ণের তার থাকিলে তাহাকে 'সোপান' বলে। উহার মধ্যস্থলে রত্ন থাকিলে উহাকে 'মণিসোপানক' বলে।

পূর্ব্বোক্ত বর্ণনা পাঠ করিলেই মস্তকের জন্য অলঙ্কার, বলয়, পাদকটী, কটিবন্ধ এবং অন্যান্য বিষয় বোধগম্য হইবে।

কূট, মূলে, এবং পারস্য-সমুদ্রে মণি পাওয়া যায়। যাহাতে পদ্মগন্ধ অথবা পারিজাত গন্ধ থাকে অথবা যাহা প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল, সেইরূপ মুক্তাকে সৌগন্ধিক বলে। যে সকল মুক্তা বৃহৎ নীলোৎপলের ন্যায়, অথবা শিরিশের ন্যায়, অথবা জল বংশরাগ বা শুকপক্ষীর পালকের ন্যায়, তাহাকে বৈদুর্য্য রত্ন বলে। পুষ্পরাগ, গোমূত্রক এবং গোমেদক উহারই প্রকার ভেদমাত্র।

যাহাতে নীলরেখ আছে, যাহা কালয় পুষ্পের ন্যায়, অথবা যাহা অত্যন্ত নীল, যাহা জম্বুফলের বা মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, তাহাকে ইন্দ্রনীল বলে। নন্দ, স্রবন্মধ্য, শীতবৃষ্টি এবং সূর্য্যকান্ত ইহারই বিভিন্ন প্রকার।

রত্ন সকল—চতুষ্কোণ, ষড়কোণ, বৃত্তাকার, তীব্র-রাগ-পূর্ণ, স্নিগ্ধ, গুরু, উজ্জ্বল এবং প্রভাশালী। মন্দ-রাগ, সশর্করে, ছিদ্রবিশিষ্ট, দুর্ব্বিধ্য এবং লেখাকীর্ণ—এতৎ সমূহ রত্নের দোষ মধ্যে গণ্য।

বিমলক, সপ্যক, পিত্তক, সুলভ, লোহিত, মৌলেয়ক, অহিচ্ছত্র, কূর্প, শুক্তি-চূর্ণক ক্ষীরপক, পুলক, শিলাপ্রবালক, শুক্রপুলক, ইহাদিগকে নিকৃষ্ট রত্ন বলে। অবশিষ্ট কাচান্তর্ভূত।

সভারাষ্ট্রক, মধ্যমাষ্ট্রক, কাশ্মক, শ্রীকটনক, মণিমন্তক এবং ইন্দ্র-

বানককে হীরক বলে। খনিতে, স্রোতস্বতীসমূহে এবং অন্যান্য নানা স্থানে উহাদিগকে পাওয়া যায়।

হীরকের বর্ণ বিড়ালের চক্ষুর ন্যায় হইবে; অথবা উহার বর্ণ—শিরিষ-পুষ্পের ন্যায় অথবা গোমূত্রের ন্যায়, অথবা গোপিত্তের ন্যায়, স্ফটিকের ন্যায়.মালতী-পুষ্পের ন্যায়,অথবা পূর্ব্বোক্ত কোনও প্রকার রত্নের ন্যায়।

যাহা বৃহৎ, গুরু ও যাহা প্রহার সহ্য করিতে পারে,যে রত্ন সমকোণ পাত্রে ঘষণোপযোগী, আলোক-প্রতিহতকারী এবং উজ্জ্বল, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। যাহাতে কোণ নাই, যাহা সমান এবং একদিকে বক্র, তাহা অপ্রশস্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। আলকিন্দক এবং বৈবর্ণিক নামক দুই প্রকার প্রবাল আছে। উহারা পদ্ম-রাগের ন্যায় রক্তবর্ণ ও দৃঢ়। উহার অভ্যন্তরে অন্য কোন প্রকার কলঙ্ক নাই।

চন্দন—শীতল,রক্তবর্ণ এবং মৃত্তিকার ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট। গোশীর্ষক—রক্তবর্ণ এবং মৎস্যগন্ধ; হরিচন্দন শুকের পক্ষের ন্যায় বর্ণ এবং আর্দ্র গন্ধ। তার্ণসও ঐ প্রকার। গ্রামেরুক—গভীর রক্তবর্ণ এবং মেষের মূত্রের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট। দৈবসেভয়—রক্তবর্ণ এবং পদ্মগন্ধযুক্ত। জাপকও ঐ প্রকার। জোঙ্গক এবং তৌরূপ—রক্তবর্ণ, অথবা গভীর রক্তবর্ণ এবং স্নিগ্ধ। মালেয়ক পাণ্ডুবর্ণ—কুচন্দন অগুরুর ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ অথবা রক্ত বা গভীর রক্তবর্ণ এবং অত্যন্ত শক্ত। কালপর্ব্বতক দেখিতে সুন্দর। কোশাগার পর্ব্বতের চন্দন কৃষ্ণবর্ণ। শীতোদক কৃষ্ণবর্ণ, স্নিগ্ধ এবং পদ্মগন্ধযুক্ত; নাগপ-পার্ব্বতক রক্ষ ও শৈবাল-বর্ণ এবং শালক কপিশ-বর্ণ-বিশিষ্ট।

লঘু, স্নিগ্ধ, আর্দ্র, ঘৃতের ন্যায় স্নেহযুক্ত, সুগন্ধি, ত্বকে লাগিয়া থাকা, মৃদুগন্ধ, দাগগ্রাহি, এবং সুখস্পর্শ,—এই সকল চন্দনের গুণ।

জোঙ্গক কৃষ্ণবর্ণ এবং মণ্ডল চিহ্ন পরিবৃত। দোঙ্গক শ্যামবর্ণ। পার-

সমুদ্রক বিচিত্র বর্ণ এবং নবমল্লিকার ন্যায় সদ্‌গন্ধ-যুক্ত। ইহা অগরু, গুরু, স্নিগ্ধ, বহু দূর ; ব্যাপী গন্ধদায়ক, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ইহার গন্ধ অনুভূত হয় ; অগ্নি সহযোগে ইহার ধূম বহির্গত হয় ; একই প্রকার গন্ধ-যুক্ত, তাপ-শোধনকারী এবং চর্ম্মের সহিত এরূপ-ভাবে লাগিয়া থাকে যে, মর্দ্দনেও গাত্রচ্যুত হয় না।

অশোকগ্রামজাত তৈল-পার্ণিক—মাংসের ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট ও পদ্মের ন্যায় গন্ধ যুক্ত। চৌঙ্গক রক্ত-পীতাভ এবং নীলোৎ-পলের ন্যায়, অথবা গোমূত্রের ন্যায় গন্ধ-যুক্ত ; গ্রামোরুক স্নিগ্ধ এবং গোমূত্রের ন্যায় গন্ধ-যুক্ত ; সৌবর্ণকুণ্ডক রক্ত-পীতাভ এবং মাতুলুঙ্গের ন্যায় গন্ধ যুক্ত ; পূর্ণ-দীপক পদ্মগন্ধ অথবা মাখনের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট। ভদ্রশ্রী এবং পার-লৌহিতক জাতি-ফলের ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট ; আন্তর-পত্য উশীর বর্ণ ; কালেরক পীতবর্ণ এবং স্নিগ্ধ ও উত্তর পর্ব্বতক রক্ত ও পীতবর্ণ।

উপর্যুক্ত গন্ধ-দ্রব্যগুলি মূল্যবান। তৈল-পার্ণিক দ্রব্যগুলিকে পিণ্ড বা ভস্ম করিলেও উহাদের গন্ধ স্থায়ী থাকে। পরন্তু, অন্য দ্রব্যের সহিত সংযোগ করিলেও ইহার পরিবর্ত্তন হয় না এবং চন্দন ও অগুরুর ন্যায় একই গুণসম্পন্ন।

কান্তনাবক, প্রৈয়ক এবং উত্তর-পর্ব্বতক, এই তিন প্রকারের চর্ম্ম আছে। কান্তনাবক চর্ম্ম—ময়ূরের গ্রীবার ন্যায়। প্রৈয়ক—নীল, পীত এবং শ্বেত বর্ণ-বিশিষ্ট ; ইহারা অষ্টাঙ্গুলি পরিমিত। বিসী এবং মহা-বিসী দ্বাদশ গ্রামে পাওয়া যায়। যাহা অস্পষ্ট, লোমশ এবং চিত্র-বিশিষ্ট, তাহাই বিসী। যাহা কর্কশ এবং শ্বেতবর্ণ, উহাই মহাবিসী। ইহা দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমিত হয়।

আরোহ দেশে শ্যামিকা, কালিকা, কদলী, চন্দ্রোত্তর এবং শাকুল

পাওয়া যায়। কপিলা কপিলবর্ণবিশিষ্ট এবং বিন্দু বিন্দু চিত্র-শোভিত ; কালিকার কপিল অথবা কপোতের ন্যায় বর্ণ ; কদলী দৃঢ়, এবং এক হস্ত দীর্ঘ। যখন কদলীতে চন্দ্রের ন্যায় চিত্র থাকে, তখন উহাকে চন্দ্রোত্তর কদলী বলে এবং ইহা মাত্র একতৃতীয়াংশ দীর্ঘ হইয়া থাকে ; শাকুল কুষ্ঠরোগীদিগের শরীরের চিহ্নের ন্যায়, অথবা অজিনের ন্যায় চিহ্ন-বিশিষ্ট।

সামূর, চিনসী এবং সামূলী বল্লভদেশে পাওযা যায়। সামূর ৩৬ অঙ্গুলী দীর্ঘ এবং কৃষ্ণবর্ণ ; চীনসী রক্তবর্ণ অথবা পাণ্ডুবর্ণ ; সামূলী গোধূমবর্ণ। সাতিনা কৃষ্ণবর্ণ ; নলতূলা নলের বর্ণ ; বৃত্তপুচ্ছ ধূসরবর্ণ। উপর্যুক্ত প্রকারের চর্ম্ম পাওয়া যায়। চর্ম্মের মধ্যে যাহা স্নিগ্ধ, মসৃণ এবং লোমশ তাহাই শ্রেষ্ঠ।

কম্বল।

মেষজাত তন্তু হইতে প্রস্তুত কম্বল শুভ্র, এবং রক্ত বা পদ্মের ন্যায় রক্তবর্ণ হইতে পারে। তাহারা খচিত, বাণচিত্র (বিভিন্নবর্ণের তন্তু হইতে নির্ম্মিত), অথবা একবিধ প্রকারের তন্তু নির্ম্মিত হইতে পারে। পশমী কম্বল দশ প্রকারের যথা—কম্বল, কৌচপক, কুলমিতিক, সৌমিতিক, তুরগাস্তরণ, বর্ণক, তলিচ্ছক, বারবাণ, পরিস্তোম এবং সমন্তভদ্রক। ইহার মধ্যে যাহা আর্দ্রতার জন্য পিচ্ছিল, যাহা উৎকৃষ্ট লোম-বিশিষ্ট এবং যাহা কোমল, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। অষ্টখণ্ড নির্ম্মিত, কৃষ্ণবর্ণ চর্ম্মকে ভিক্ষাসী বলে এবং বর্ষা-নিবারক অপকারকও এই প্রকার ; ইহা নেপালে প্রস্তুত হয়।

সম্পুটিক, চতুরশ্রিকে, লম্বর, কটবানক, প্রাবরক এবং সত্তলিক বন্য পশুর লোমে নির্ম্মিত।

ক্ষৌম।

বঙ্গদেশীয় ক্ষৌম শুভ্র এবং কোমল। পাণ্ড্যদেশীয় কৃষ্ণবর্ণ, এবং রত্নের ন্যায় স্নিগ্ধ; সুবর্ণকুড্য দেশে নির্ম্মিত ক্ষৌম সূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণ এবং রত্নের ন্যায় স্নিগ্ধ; যখন তন্তু সকল অত্যন্ত আদ্র থাকে, তখনই ইহা বয়ন হয় এবং ইহা চতুরস্র বা মিশ্রবর্ণীয়।

এক, অর্দ্ধ, দ্বিগুণ, ত্রিগুণ এবং চতুর্গুণ বসন এক দ্রব্যেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মাত্র। উপর্য্যুক্ত বিবরণ হইতে কাশিক ও ক্ষৌম দেশের বস্ত্রের বিবরণ পাওয়া যাইবে। মগধ, পৌণ্ড্র এবং সৌবর্ণকুড্যক দেশের বস্ত্র তন্তু নির্ম্মিত। নাগবৃক্ষ, লিকুচ, বকুল এবং বট হইতে তন্তু নির্ম্মিত হয়। নাগবৃক্ষের তন্তু পিতবর্ণ; লিকুচ বৃক্ষের তন্তু গোধূমবর্ণ; বকুল বৃক্ষের তন্তু শ্বেতবর্ণ এবং বটবৃক্ষের তন্তু মাখনের ন্যায়। ইহার মধ্যে, সুবর্ণকুড্য দেশে যে তন্তু নির্ম্মিত হয়, তাহাই উৎকৃষ্ট।

অন্যান্য প্রকার রত্নের মধ্যে যাহা এস্থলে বর্ণিত হয় নাই, তাহার সম্বন্ধে অধ্যক্ষ তাহাদের আকার, জাতি, রূপ, ব্যবহার প্রভৃতি অন্যান্য বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া গ্রহণ করিবেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

আকর-সংক্রান্ত কার্য্য।

তাম্র ও অন্যান্য ধাতুশাস্ত্রে সম্যক পারদর্শী, পারদের চোয়ান এবং রসপাকে বিশেষ অভিজ্ঞ, রত্ন-পরীক্ষায় সুদক্ষ, ধাতু-বিদ্যায় পারদর্শী উপযুক্ত কারিকর এবং আবশ্যক অস্ত্রাদি লইয়া, আকরাধ্যক্ষ

যে সকল আকরে কিট্ট, কয়লা, এবং ভস্ম থাকা জনিত পূর্ব্বে কার্য্যারম্ভ হইয়াছে, এরূপ বোধ হয়, অথবা গুরুতর বর্ণ, উগ্র গন্ধ দ্বারা যে সকল সমতল ভূমিতে বা সানুদেশে ধাতু থাকা সম্ভব, এরূপ বোধ করেন, সে সকল স্থল পরীক্ষা করিবেন।

যে গলিত পদার্থ গর্ত্ত, গুহা, ক্রমনিম্নভূমি অথবা সুপরিচিত পর্ব্বত হইতে বহির্গত হয়, যাহার বর্ণ জম্বু, আম্র অথবা তৈলের ন্যায়, যাহা পক্ক হরিদ্রা, হরিতাল, মধুচক্র ও সিন্দূরের ন্যায়, যাহা পদ্মের ন্যায় অথবা শুক বা ময়ূরের পক্ষের ন্যায় উজ্জ্বল, যাহার বর্ণ নিকটবর্ত্তী জলরাশি বা গুল্মের ন্যায়, যাহা চিক্কণ, স্বচ্ছ এবং অত্যন্ত গুরু, তাহাই উৎকৃষ্ট কাঞ্চনের আকর। যে সকল গলিত পদার্থ জলে নিক্ষেপ করিলে তৈলের ন্যায় বিস্তৃত হয়, যাহা কর্দ্দম এবং মল গ্রহণ করে এবং যাহা শতকরা একশত ভাগাপেক্ষাও তাম্র বা রৌপ্যের সহিত মিলিত হয়, উহাও কাঞ্চনের আকর।

শিলাজতু।

শিলাজতুও ঐরূপ ; কিন্তু উগ্র-গন্ধবিশিষ্ট এবং রসযুক্ত।

স্ফটিক মণি।

যে সকল ধাতু সমতল ভূমি বা পর্ব্বতের নিম্ন-ভূমিতে পাওয়া যায়, যাহা তাম্রের ন্যায় পীত বা রক্তবর্ণ, অথবা রক্তপীত ; যাহা নীল রেখা পূর্ণ, যাহা দেখিতে মাস, মুগ বা তিলের ন্যায় ; যাহাতে দধি-বিন্দু-চিহ্ন আছে এবং যাহা হরিদ্রার ন্যায়, পদ্মের ন্যায়, অথবা শৈবালের ন্যায়, অথবা প্লীহা বা যকৃতের ন্যায় ; যাহার অভ্যন্তরে বৃত্ত বা স্বস্তিক অঙ্কিত, অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকা থাকে, যাহা অত্যন্ত উত্তপ্ত হইলেও বিদীর্ণ হয় না, কিন্তু ফেন এবং ধূম উদ্গীরণ করে, তাহাই উত্তম স্বর্ণ এবং উহা তাম্র ও রৌপ্যের সহিত মিশ্রিত হইতে পারে।

রৌপ্য।

যে সকল আকরের শঙ্খ, কর্পূর, স্ফটিক, নবনী, পারাবত, কপোত, বিমলক অথবা ময়ূরের কণ্ঠের ন্যায় রং ; যাহা শস্য, মণি, গুড়, শর্করার দানার মত ; যাহার বর্ণ কোবিদার, পদ্ম, পাটলি, কলায়, ক্ষৌম এবং অতশীর ন্যায়. যাহা সীসক বা লৌহের সহিত মিশ্রিত হইতে পারে ; যাহার সদ্য মাংসের ন্যায় গন্ধ ; যাহার রং ধূসর বা শ্বেতাভ-কৃষ্ণ ; যাহা লেখা ও চিহ্ন বিশিষ্ট, এবং যাহা উত্তপ্ত হইলেও বিদীর্ণ হয় না, কিন্তু ফেন ও ধূম উদ্গীরণ করে, তাহাই রৌপ্য।

আকর যতই গুরু হইবে, ততই উহাতে অধিক পরিমাণ ধাতু থাকিবে।

তীক্ষ্ণ, * মূত্র ক্ষারের সহিত সংযোগ করিলে অথবা রাজবৃক্ষ, বট ও পিপুল, এবং গো-পিত্ত ও মূত্র এবং মহিষ,গর্দ্দভ ও হস্তীর পিত্ত ও মূত্রের সহিত মিশ্রিত বা লেপন করিলে আকরের অশুদ্ধাংশ পরিত্যাগ করা যাইতে পারে। ধাতু সকল কন্দলি ও বজ্রকন্দের সহিত, যব, মাষ, পলাশ. পীলুভস্ম †, অথবা গো এবং মেষের দুগ্ধের সহিত সংযোগ করিলে সিদ্ধ হয়।

তাম্র।

যে সকল আকর ভূমি বা পর্ব্বত-সানুদেশে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং যাহা গুরু, তৈলাক্ত, স্নিগ্ধ, পিঙ্গল, সবুজ, হরিত, পাটল অথবা লোহিত বর্ণের তাহাই তাম্রের আকর।

সীসক।

যাহার বর্ণ কাকমেচক ‡, পারাবত বা গোপিত্তের ন্যায়, যাহা শ্বেত

* Oxide of mercury.
† Solanum indica.
‡ Carnea arborea.

রেখা বিশিষ্ট, এবং যাহার সদ্য মাংসের ন্যায় গন্ধ, তাহাই সীসকের আকর।

তীক্ষ্ম।

যাহার বর্ণ কমলা নেবুর ন্যায় অথবা ক্ষীণ রক্তবর্ণ অথবা যাহার বর্ণ সিন্দুরের ন্যায়, তাহাই তীক্ষ্মের আকর। যাহার বর্ণ কন্দ-পত্র বা ভূর্য্য পত্রের ন্যায়, তাহাই বৈক্রিন্তক।

মণি।

স্বচ্ছ, স্নিগ্ধ, প্রভাসম্পন্ন, শব্দকারী, এবং যাহার বিশেষ কোন রং নাই, তাহাই মূল্যবান প্রস্তর। ধাতুদ্রব্য হইতে প্রস্তুত পণ্যের ব্যবসায় কেন্দ্রীভূত হওয়া উচিত এবং নির্দ্ধারিত স্থানের বহির্দ্দেশে ব্যবসায় করিলে শিল্পী, ক্রেতা ও বিক্রেতার দণ্ড হইবে। আকরিক খনিজ পদার্থ অপহরণ করিলে, তাহাকে অপহৃত দ্রব্যের অষ্টগুণ মূল্য দণ্ড দিতে হইবে। যে খনিজ পদার্থ অপহরণ করে বা অনুমতি ব্যতীত খনি সংক্রান্ত কোন কাজ করে, তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে হইবে এবং বন্দীর ন্যায় কার্য্য করিতে দিতে হইবে। যে সকল খনিতে ভাণ্ড নির্ম্মাণোপযোগী ধাতু-দ্রব্য পাওয়া যায়, অথবা যথায় কার্য্য করিতে অনেক অর্থের আবশ্যক হয়, সেই সকল খনি উৎপন্ন দ্রব্যের নির্দ্ধারিত অংশ বা নির্দ্ধারিত খাজনায় ভাড়া দেওয়া যাইতে পারে। লোহাধ্যক্ষ, তাম্র, সীসক, টিন, পারদ, পিত্তল, বৃত্ত, কাংস্যতাল এবং লোধ্র প্রস্তুত করিবেন।

লক্ষণাধ্যক্ষ (টাকশালাধ্যক্ষ) চারি ভাগ তাম্র এবং তীক্ষ্ম, সীসক ও অঙ্গ, ইহার কোন একটীর $\frac{1}{16}$ অংশ দ্বারা রৌপ্য মুদ্রা নির্ম্মাণ করিবেন। তাম্র মুদ্রার ৪ ভাগ মিশ্র ধাতু খাদ স্বরূপ ব্যবহৃত হইবে এবং পরিমাণে মাসক, অর্দ্ধমাসক, একচতুর্থাংশ এবং এক অষ্টমাংশ হইবে।

রূপ দর্শক প্রচলিত মুদ্রা বিনিময় এবং ব্যবহারের জন্য ব্যবস্থা করিবেন। রূপিকার জন্য শতকরা ৮, ব্যাজীর জন্য ৫, পরীক্ষার ⅛ শতকরা পণ এবং এতদ্ব্যতীত প্রস্তুতকারক, বিক্রেতা ক্রেতা এবং পরীক্ষক ব্যতীত অন্যান্য অপরাধীকে ২৫ পণ অর্থদণ্ড করিবেন। খনাধ্যক্ষ, শঙ্খ, হীরক, মণি, মুক্তা, প্রবাল, ক্ষার গ্রহণ করিবেন এবং ঐ সকল পণ্যের বাণিজ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। লবণাধ্যক্ষ লবণ পাপযুক্ত হইলে সময়ানুযায়ী রাজকীয় লবণের অংশ এবং রাজস্ব গ্রহণ করিবেন এবং নগদ টাকায় লবণ বিক্রয় করিয়া উহার মূল্য এবং শতকরা ৫৲ টাকা লাভ করিবেন। আমদানী লবণের ⅙ অংশ রাজাকে প্রদান করিতে হইবে। এই অংশ নগদ মুদ্রায় বিক্রয় করিলে শতকরা ৫৲ টাকা লাভ হইবে। ক্রেতা, শুল্ক এবং অধিকন্তু রাজার বাণিজ্যের যে হানি হয়, তাহার জন্য ক্ষতিপূরণ দিবেন। উপর্যুক্ত ক্ষতিপূরণ না করিলে, ৬০০ পণ দণ্ড হইবে। লবণ দূষিত করিলে সর্ব্বাপেক্ষা ঘোরতর দণ্ড দিতে হইবে। বাণপ্রস্থী ব্যতীত অপর কেহ বিনাদেশে লবণ প্রস্তুত করিলেও তাহার এরূপ শাস্তি হইবে। বেদজ্ঞ ব্যক্তি, তপস্বী, এবং শ্রমিকগণ আহারের জন্য লবণ পাইতে পারে ; লবণ এবং ক্ষার অন্য কার্য্যের জন্য লইলে শুল্ক দিতে হইবে। এই প্রকারে খনি হইতে নিম্নলিখিত দশ প্রকারে রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া রাজা খনি এবং খনিজ বাণিজ্যে একচেটিয়া রাখিবেন ; যথা :— মূল্য, বিভাগ, শতকরা ৫৲ ব্যাজী, মুদ্রা পরীক্ষার জন্য শুল্ক, আত্যয়, শুল্ক, রাজকীয় বাণিজ্যের লোকসানের জন্য ক্ষতিপূরণ, দণ্ড, মুদ্রা এবং শতকরা ৮৲ রূপিকা 'প্রিমিয়ম'। এই প্রকারে বিক্রয়ার্থ সকল পণ্যের উপর চিরদিনের জন্য শুল্ক নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

সুবর্ণাধ্যক্ষ।

স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া পৃথক করিয়া রাখিবার জন্য সুবর্ণাধ্যক্ষ চারিটী কক্ষ ও একটী দ্বার-বিশিষ্ট অক্ষশালা পাইবেন।

রাজপথের মধ্যস্থলে উচ্চবংশীয়, স্বচ্চরিত্র, অভিজ্ঞ ও নিপুণ সৌবর্ণিক নিজ বিপণি স্থাপন করিবেন।

জাম্বুনদ, শাতকুম্ভ, হাটক, বৈণব, শৃঙ্গ, শুক্তিজ, এই কয়েক প্রকারের সুবর্ণ আছে। * স্বর্ণ—শুদ্ধভাবে অথবা আকরোদ্গত পারদ, রৌপ্য এবং অন্য দ্রব্যাদির সহিত মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়।

পদ্মের ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট এবং নমনীয়, স্নিগ্ধ, উজ্জ্বল এবং আঘাত করিলে যাহাতে অনেক ক্ষণ শব্দ থাকে না, তাহাই উৎকৃষ্ট স্বর্ণ বলিয়া পরিগণিত হয়। যাহার বর্ণ রক্ত-পীত, উহা মধ্যম প্রকারের এবং যাহা রক্ত-বর্ণ, উহা নিকৃষ্ট স্বর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয়।

অশুদ্ধ সুবর্ণ পাণ্ডুবর্ণ। অশুদ্ধ সুবর্ণের সহিত চতুর্গুণ সীসক মিশ্রিত করিয়া শুদ্ধ করিয়া লইতে হইবে। সীসকের সহিত সংমিশ্রণে স্বর্ণ ভঙ্গ-প্রবণ হইলে, উহাকে শুষ্ক-গোময়ে উষ্ণ করিতে হয়। খণ্ড খণ্ড হইলে প্রথমে তপ্ত করিয়া পরে উহাকে গোময় মিশ্রিত তৈলে সিক্ত

---

* জাম্বুনদ—জম্বু-নদীতে প্রাপ্তব্য। শাতকুম্ভ—শতকুম্ভ পর্ব্বতে প্রাপ্তব্য। হাটক—হটক নামক আকরে প্রাপ্তব্য। বৈণব—বেণু নামক পর্ব্বতে প্রাপ্য। শৃঙ্গ শুক্তিজ—শৃঙ্গ-শুক্তিতে প্রাপ্য।

করিতে হইবে। সীসক-মিশ্রিত আকর-জাত স্বর্ণ ক্ষণ-ভঙ্গুর হইলে উহাকে বস্ত্রে আবৃত করিয়া উত্তপ্ত করিতে হইবে এবং পরে কাষ্ঠের উপর স্থাপন করিয়া আঘাত করিতে হইবে; অথবা ছত্রক ও বজ্রকন্দের * মিশ্রণে সিক্ত করিতে হইবে।

তুথোদ্গত, গৌড়িক, কাম্বল, কবুক এবং চাক্রবালিক, এই কয়-প্রকারের রৌপ্য পাওয়া যায়। † শুভ্র, স্নিগ্ধ, নমনীয় রৌপ্য শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়। বিপরীত-ভাবাপন্ন (অর্থাৎ যাহা শুভ্র, স্নিগ্ধ ও নমনীয় নহে) রৌপ্য চতুর্গুণ সীসকের সহিত উত্তপ্ত করিতে হইবে। গুটিকাপূর্ণ, শ্বেত, উজ্জ্বল এবং দধির ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট রৌপ্য শুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়। যখন কষ্টি পাথরের উপরে রেখা টানিলে ঐ রেখা হরিদ্রাবর্ণ দেখা যায়, তখন ঐ শুভ্র স্বর্ণকে 'সুবর্ণ' বলে। সুবর্ণ দ্বারা কষ্টি-পাথরের উপর দাগ দিয়া পরে যে স্বর্ণের সহিত উহার তুলনা করিতে হইবে, কষ্টি-পাথরে তাহারও দাগ দিবে। কষ্টি পাথরের উপরিস্থ চিহ্ন মুছিয়া ফেলিলে, অথবা কোনও চিহ্ন গৈরিক দ্রব্য দ্বারা সাধিত হইয়াছে, বোধ হইলে, প্রতারণার চেষ্টা করা হইয়াছে, এইরূপ বুঝিতে হইবে। হিঙ্গুল বা পুষ্পকাসীস মিশ্রিত গোমূত্রে হস্ত ভিজাইয়া সুবর্ণ স্পর্শ করিলে, সুবর্ণ শ্বেতবর্ণ হয়।

স্নিগ্ধ এবং উজ্জ্বল বর্ণ-বিশিষ্ট কষ্টিপাথরই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। সুবর্ণ ক্রয়-বিক্রয়ে এক বর্ণীয় কষ্টি-পাথরই উত্তম। যে কষ্টি পাথরের বর্ণ হস্তীর ন্যায় এবং যাহা আলো প্রতিবিম্বিত করে, সুবর্ণ-ক্রয়ে উহাই

---

* Mushroom. বজ্রকন্দ—antiquorum.

† তুথোদ্গত—তুথ পর্ব্বতে প্রাপ্য। গৌড়িক—গৌড়ে প্রাপ্তব্য। কবুক—কবু পর্ব্বতে প্রাপ্তব্য। চাক্রবালিক—চক্রবাল পর্ব্বতে প্রাপ্তব্য।

উত্তম। যে কষ্টি-পাথর দৃঢ়, স্থায়ী এবং বিষম বর্ণ, ক্রেতার পক্ষে উহাই উত্তম; যাহা ধূসর বর্ণ, চিক্কণ, স্নিগ্ধ এবং উজ্জ্বল, সেই কষ্টিপাথরই শ্রেষ্ঠ। যে সুবর্ণ উত্তপ্ত হইলে কোমল অঙ্কুরের ন্যায় উজ্জ্বল অথবা করণ্ডক বৃক্ষের পুষ্পের ন্যায় জ্যোতি-বিশিষ্ট হয়, উহাই শ্রেষ্ঠ স্বর্ণ। কৃষ্ণ বা নীলবর্ণ হইলে উহাকে অশুদ্ধ স্বর্ণ-মধ্যে পরিগণিত করিতে হইবে।

আমরা তুলা ও মান, পরে (দ্বিতীয় খণ্ডের ঊনবিংশ অধ্যায়ে) বর্ণনা করিব। ঐ অধ্যায়ে বর্ণিত উপদেশানুযায়ী স্বর্ণ ও রৌপ্য ওজন করিতে হইবে।

কর্ম্মচারী ব্যতীত কেহই অক্ষ-শালায় প্রবেশ করিবে না। অপর কেহ প্রবেশ করিলে, তাহার মস্তক ছেদন করিতে হইবে। কোনও কারিকর স্বর্ণ ও রৌপ্য সহ অক্ষ-শালায় প্রবেশ করিলে, তাহার ঐ স্বর্ণ ও রৌপ্য রাজকোষ-ভুক্ত হইবে।

নানাপ্রকার অলঙ্কার (যথা কাঞ্চন পৃষিত, ত্বষ্ট্রী এবং তপনীয়) প্রয়োগে নিযুক্ত, সৌবর্ণিক, এবং যাহারা হাপ দান-কার্য্যে ও সম্মার্জ্জনায় নিযুক্ত, অক্ষালয়ে প্রবেশের ও ত্যাগের সময় তাহাদিগের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও বস্ত্রাদি পরীক্ষা করিতে হইবে। কার্য্য-স্থানেই তাহাদের যন্ত্রাদি ও অসম্পূর্ণ দ্রব্যগুলি রাখিয়া দিতে হইবে। গৃহীত সুবর্ণ এবং অলঙ্কারাদি অক্ষশালার মধ্যস্থলে স্থাপন করিতে হইবে। যে সকল অলঙ্কারের গঠন শেষ হইয়াছে, অধ্যক্ষ প্রাতে এবং সন্ধ্যায় তাহা পরীক্ষা করিবেন।

ক্ষেপণ, গুণ এবং ক্ষুদ্র—এই তিন প্রকার কার্য্য শোভাবর্দ্ধক। মণিমুক্তা স্থাপনকে ক্ষেপণ বলে। সূত্র বা শৃঙ্খল প্রস্তুতকে গুণ বলে। ঘন, সুষির এবং গোলাকার ছিদ্র-বিশিষ্ট গুটিকা * প্রস্তুতকে

* Solid work, hollow work, and the manufacture of globules furnished with a round orifice.

ক্ষুদ্র † কার্য্য বলে। সুবর্ণে মুক্তাদি স্থাপন করিতে হইলে, পাঁচভাগ কাঞ্চন ও চারিভাগ তাম্র বা রৌপ্যের সহিত দশভাগ সুবর্ণ মিশ্রিত করিতে হইবে। এরূপ করিলে অশুদ্ধ হইবে না। সুষির কার্য্যে মণিমুক্তাদি বসাইতে হইলে, ঐ মুক্তা বসাইবার জন্য তিনভাগ স্বর্ণ, ভাণ্ডের জন্য দুই ভাগ অথবা মুক্তার জন্য চারি ভাগ স্বর্ণ ব্যবহার করিতে হইবে।

ত্বষ্টির জন্য সম-পরিমাণ তাম্র ও সুবর্ণ ব্যবহার করিতে হইবে। ঘন বা সুষির রৌপ্য-নির্ম্মিত দ্রব্যের জন্য রৌপ্যের সহিত অর্দ্ধেক পরিমাণ সুবর্ণ মিশ্রিত করা যাইতে পারে; অথবা সিন্দূর সংযোগে রৌপ্যের একচতুর্থাংশ স্বর্ণ উহাতে লেপন করা যাইতে পারে।

শুদ্ধ এবং উজ্জ্বল স্বর্ণকে 'তপনীয়' বলে। এই স্বর্ণের সহিত সম-পরিমাণ সীসক মিশ্রিত করিয়া এবং সৈন্ধবের * সহিত গোময় দ্বারা উত্তপ্ত করিলে স্বর্ণের নীল, লোহিত, শ্বেত, হরিত, শুক ও কপোত বর্ণের উপাদান প্রস্তুত হয়। স্বর্ণ রং করিতে হইলে এক কাকণি তীক্ষ্ণ প্রয়োগ করিতে হয়। এই তীক্ষ্ণের বর্ণ—ময়ূরের গ্রীবার ন্যায় রং-বিশিষ্ট ও উজ্জ্বল এবং ইহা তাম্র-পরিপূর্ণ।

শুদ্ধ বা অশুদ্ধ রৌপ্য প্রথমে চারি বার অস্থি, ‡ তুথ্যের সহিত পরে চারি বার সমপরিমাণ সীসকের সহিত, পরে শুষ্ক তুথ্যের সহিত চারি বার, পরে নরকপালে তিন বার এবং অবশেষে দুই বার গোময়ে তপ্ত করিতে হইবে। এই প্রকারে সপ্তদশ বার রৌপ্যকে তুথ্যের সহিত সংযোগ করিয়া পরে সৈন্ধব সহযোগে উত্তপ্ত করিলে উহা উজ্জ্বল হইবে।

---

† ক্ষুদ্র—"low or ordinary work".

* Rock-salt.

‡ Copper Sulphate mixed with powdered bone.

এক কাকণি হইতে দুই মাষা পর্য্যন্ত, স্বর্ণের সহিত খাদরূপে এই রৌপ্য ব্যবহার করা যাইতে পারে। এইরূপে সুবর্ণ যখন শ্বেতবর্ণ ধারণ করে, তখন উহাকে 'শ্বেত-তার' বলে।

যখন তিন ভাগ তপনীয়ের সহিত বত্রিশ ভাগ শ্বেততার মিশ্রিত করিয়া দ্রবীভূত করা হয় তখন ঐ মিশ্রিত-দ্রব্য শ্বেত-লোহিত বর্ণ বিশিষ্ট হয়। যখন তিন ভাগ তপনীয় ও বত্রিশ ভাগ তাম্র মিশ্রিত করা হয়, তখন উহা পীতবর্ণ ধারণ করে; তিন ভাগ রাগ-তপনীয় মিশ্রণে উহা পীতাভ হয়। দুই ভাগ শ্বেততার ও এক ভাগ তপনীয় মিশ্রিত হইলে, মিশ্রিত দ্রব্য মুদ্গবর্ণ হয়; কৃষ্ণ লোহের সহিত মিশ্রণে উহা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। লোহ ও রসের সহিত দুই বার মিশ্রিত করিলে, উহা শুকের পক্ষের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হয়।

এই সকল নানা প্রকারের স্বর্ণ, ব্যবহারের পূর্ব্বে, কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিতে হইবে। তীক্ষ্ণ এবং তাম্র-সংস্কার উত্তমরূপে বুঝিতে হইবে। এই প্রকারে মণি, মুক্তা, প্রবাল, মুদ্রা ও অলঙ্কারে স্বর্ণ ও রৌপ্যের পরিমাণ সম্যকরূপে বোধগম্য যাইবে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

সৌবর্ণিকের কর্ত্তব্য।

সৌবর্ণিক পুরবাসী এবং জনপদবাসীদিগের ব্যবহার্য্য সুবর্ণ ও রৌপ্য-মুদ্রা নির্ম্মাণের জন্য কারিকর নিযুক্ত করিবেন। কার্য্যালয়ে

নিযুক্ত কারিকরগণ আজ্ঞানুযায়ী নির্দ্দিষ্ট সময়ে কার্য্যসম্পন্ন করিবে। সময় বা কার্য্যের পদ্ধতি নির্দ্ধারিত হয় নাই,—এইরূপ ভাণ করিয়া যদি তাহারা কার্য্য পণ্ড করে, তবে তাহাদিগকে বেতন হইতে বঞ্চিত করিতে হইবে; অধিকন্তু, তাহাদের বেতনের দ্বিগুণ অর্থদণ্ড করিতে হইবে। তাহারা অনর্থক কালাতিপাত করিলে, তাহাদের বেতনের একচতুর্থাংশ দণ্ড এবং এই দণ্ডের দ্বিগুণ অর্থদণ্ড দিতে হইবে।

অক্ষশালাস্থ সৌবর্ণিকগণ—মুদ্রা ও গহনার অধিকারিগণের নিকট হইতে যে, প্রকার ওজনের ও বর্ণের নিক্ষেপ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তদ্রূপ ওজনের ও বর্ণের দ্রব্য প্রত্যর্পণ করিবে। যে সকল মুদ্রা ক্ষয়প্রাপ্ত বা ক্ষীণ হইয়াছে. তদ্ব্যতীত অন্যান্য মুদ্রা সৌবর্ণিকগণ, কয়েক বৎসর অতীত হইলেও তাহা অক্ষশালায় প্রতিগ্রহণ করিবে। সৌবর্ণিক, নিযুক্ত কারিকরদিগের নিকট হইতে সুবর্ণ, পুদ্গল *, লক্ষণ এবং প্রয়োগের নিয়মাদি † অনুসন্ধান করিবেন।

ষোল মাষা ওজনের সুবর্ণ বা রৌপ্যমুদ্রা পাইলে এক কাকণি প্রদান করিতে হইবে। রাগ-প্রক্ষেপ (রং করিবার জন্য ব্যবহৃত উপাদান) তীক্ষ্ণের অর্দ্ধ মাষা পরিমাণের হইবে। অর্দ্ধমাষার এক-ষষ্ঠাংশ মাত্র ক্ষয় হইবে। যখন কোনও মুদ্রা নির্দ্ধারিত ওজনাপেক্ষা এক মাষা কম হয়, তখন ঐ কার্য্যে নিযুক্ত কারিকরগণের প্রথম প্রকারের অর্থদণ্ড হইবে। 'প্রমাণহীন' হইলে দ্বিতীয় প্রকারের অর্থ-দণ্ড পাইবে। ‡ তুলা ও মানে প্রতারণা করিলে,সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত করিতে হইবে। প্রস্তুত মুদ্রার বিনিময়ে প্রতারণা করিলেও সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর দণ্ড হইবে।

* Metallic mass.

† "Rate of exchange."

‡ Less than the standard weight.

সৌবর্ণিককে না জানাইয়া সুবর্ণ বা রৌপ্যের দ্রব্য প্রস্তুত করাইলে, দ্বাদশ-পণ অর্থ দণ্ড হইবে। যদি এইরূপ ব্যক্তি ধৃত না হয়, তবে চতুর্থ খণ্ডে বর্ণিত উপায়ে উহাকে ধৃত করিতে হইবে। উক্ত প্রকারে ধৃত হইলে, উহাকে দুই শত পণ অর্থ-দণ্ড অথবা উহার অঙ্গচ্ছেদন করিতে হইবে।

অধ্যক্ষের নিকট হইতে তুলা ও মান ক্রয় করিতে হইবে। অন্যথা করিলে দ্বাদশ পণ অর্থদণ্ড হইবে। নিম্নলিখিত কার্য্যগুলিকে, 'কারুকর্ম্ম' বলে ;—যথা, ঘন, ঘন-সুষির, সংযুহ্য, অবলেপ্য, সঙ্ঘাত্য ও বাসিতক *। তুলাবিষম, অপসারণ, বিস্রাবণ, পেটক এবং পিঙ্ক, †—এই কয় প্রকারে সাধারণকে বঞ্চনা করা হয়। সন্নামিনি, উৎকীর্ণিক, ভিন্নমস্তক, উপকণ্ঠী, কুশিক্যা, সকটুকক্ষ্যা, পারিবেল্য এবং অয়স্কান্তা,—এই কয় প্রকারে তুলার বিভিন্নতা হয়। ‡

যখন ত্রিপুটক (২ ভাগ রৌপ্য ও ১ ভাগ তাম্র) দ্বারা স্বর্ণ অপহরণ করা যায়, তখন ঐরূপ প্রতারণাকে "ত্রিপুটকাবসারিত" বলে ; যদি তাম্রদ্বারা সম-পরিমাণ স্বর্ণকে অপহরণ করা হয়, তখন উহাকে "শুল্কবসারিতং' এবং যখন ভেল্লকের সহিত তাম্র মিশ্রিত করিয়া ঐ

---

* Compact work, compact and hollow work, soldering, amalgamation, enclosing and gilding.

† False balance, removal, dropping, folding and confounding.

‡ That of bending arms ; that of high helm or pivot (or, that which contains mercury in an orifice in its pivot or arm ; that of broken head ; that of hollow neck ; that of bad strings ; that of bad cups, that which is crooked or shaking, and that which is combined with a magnet.

পরিমাণ স্বর্ণকে স্থানান্তরিত করা হয়, তখন উহাকে 'হেমাবসারিতম্' বলে।

মুছির নিম্নভাগে নিকৃষ্ট ধাতুখণ্ড রাখিয়া অথবা ধাতব পুত্তিকিট্ট, চিমটা, ধাতুখণ্ড-সকল এবং সোহাগা দ্বারা সৌবর্ণিকগণ সুবর্ণ অপহরণ করে। যখন ইচ্ছাপূর্ব্বক মুছি ফাটাইয়া ফেলিয়া বালুকা কণা কুড়াইয়া লইবার সঙ্গে অপকৃষ্ট ধাতব দ্রব্য মিশাইয়া সমস্তকে একত্র করা হয়, তখন ঐ কার্য্যকে 'বিশ্রবণ' বলে। অথবা যখন ভাজ করা গহণা পরীক্ষার সময় স্বর্ণের পরিবর্ত্তে রৌপ্য বা স্বর্ণের পরিবর্ত্তে নিকৃষ্ট ধাতু পরিবর্ত্তন করা হয়, তখন উহাকে 'বিস্রাবণ' বলে।

গাঢ় অথবা অভ্যুদ্ধার্য্য পেটক (ভাজকরা) 'পান' করিবার সময়, অবলেপন কালে, অথবা উৎকৃষ্ট ধাতু দ্বারা নিকৃষ্ট ধাতু-বেষ্টন কালে ব্যবহৃত হয়। মোম সংযোগে সীসককে সুবর্ণ পাত্র দ্বারা দৃঢ়রূপে আবৃত করিলে, উহাকে 'গাঢ় পেটক' বলে।

সংযোজনে অপকৃষ্ট ধাতু আবৃত করিবার জন্য উহাকে উৎকৃষ্ট ধাতুর দুই পাত্র মধ্যে স্থাপন করা হয়। তাম্রখণ্ড সুবর্ণ পত্র দ্বারা আবৃত করা যাইতে পারে এবং উহার উপরিভাগ ও পার্শ্বদেশ চিক্কণ করা যাইতে পারে। উত্তাপ দ্বারা বা নিকষা (কষ্টি) পত্রের দ্বারা অথবা ঘর্ষণে শব্দ উৎপত্তি না হইলে, এই দুই প্রক্রিয়া প্রণিধান করা যাইতে পারে।

শিথিলভাবে আবৃত করিলে বদরাম্লের অম্লরস * বা লবণাক্ত জলদ্বারা নির্ণয় করা যাইতে পরে।

ঘনীভূত ও শূন্যগর্ভ ধাতুখণ্ডের মধ্যে বালুকা কণার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বুবর্ণ খণ্ড অথবা সিন্দুর খণ্ড, উত্তাপ দ্বারা মধ্যাস্থিত দ্রব্যের সহিত

* Flacourtia cataphracta.

সংযুক্ত করা হইয়া থাকে। দৃঢ় বস্তুতেও গান্ধার দেশের জতুর সহিত সুবর্ণের ন্যায় বালুকাকণা এরূপভাবে উত্তপ্ত করা হয় যে, উহা ঐ দৃঢ় বস্তুর সহিত সংলগ্ন হইয়া থাকে। উহাকে উত্তপ্তাবস্থায় হাতুড়ী দ্বারা আঘাত করিলে এই অশুদ্ধতা দূরীভূত হয়।

লবণ ও বালুকা এমন করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করা হয় যে, উহারা অলঙ্কার বা মুদ্রায় সংলগ্ন হইয়া যায়। এই লবণ ও বালুকা উত্তাপ দ্বারা দূরীভূত করা যাইতে পারে। কোনও কোনও দ্রব্যে মোম দ্বারা অভ্র সংযুক্ত করিয়া পরে স্বর্ণ বা রৌপ্যের দ্বারা আবৃত করা হয়। যখন এই প্রকার কোনও দ্রব্যে অভ্র বা কাচ থাকে এবং উহা অম্ল জল * মধ্যে ঝুলাইয়া রাখা হয়, তখন উহার এক পার্শ্ব অপেক্ষকৃত অধিক ঝুলিয়া পড়ে। অথবা, উহাতে যখন সূচি বিদ্ধ করা হয়, তখন অভ্যন্তরস্থ অভ্রমধ্যে সূচ সহজেই বিদ্ধ হয়।

কৃত্রিম প্রস্তরাদি ও সুবর্ণ ও রৌপ্য, ঘন ও শূন্যগর্ভ দ্রব্যমধ্যে সহজেই উত্তম বলিয়া বিনিময় করা যাইতে পারে। উত্তপ্তাবস্থায় হাতুড়ী দ্বারা আঘাত করিলে উহাদের দোষ প্রকাশ হইতে পারে। এই জন্য রাজ-সৌবর্ণিক হীরক, মনি, প্রবাল ও মুদ্রার জাতি, রূপ, বর্ণ, প্রমাণ এবং পুদ্গল-লক্ষণ বিশেষরূপে অবগত থাকিবেন।

নূতন প্রস্তুত দ্রব্য পরীক্ষা বা পুরাতন দ্রব্য-সংস্কারে, চারি প্রকারে প্রতারণা করা যাইতে পারে—হাতুড়ী দ্বারা আঘাত, (পরিকুট্টন) অবচ্ছেদ, পরিমর্দ্দন এবং উল্লেখন। যখন পেটক পরীক্ষার্থ দ্রব্য গুলিকে হাতুড়ী দ্বারা আঘাত করা হয়, তখন উহাকে 'পরিকুট্টন' বলে। যখন সুবর্ণ বা রৌপ্য দ্বারা আবৃত সীসক খণ্ড প্রকৃত দ্রব্য বলিয়া পরিবর্ত্তন করা হয় এবং উহার মধ্যস্থল কর্ত্তন করা হয়, তখন উহাকে

* "In the acid of jujube fruit."

'অবচ্ছেদ' বলে। যখন ঘনীভূত দ্রব্যকে তীক্ষ্ণ দ্বারা আচড়ান হয়, তখন উহাকে 'উল্লেখন' বলে। যখন হরিতাল বা মনঃশিলা, সিন্দূর বা কৃষ্ণবর্ণ-রঞ্জিত বস্ত্র-খণ্ড দ্বারা স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্ম্মিত দ্রব্যের ক্ষয় হয়, কিন্তু উহাতে অন্য কোন প্রকার ক্ষতি হয় না তখন, উহাকে পরিমর্দ্দন বলে।

যে সকল দ্রব্য পরিকুট্টন, অবচ্ছেদ, উল্লেখন এবং পরিমর্দ্দন হইয়াছে, তাহাদের ক্ষয়ের পরিমাণ ঐ প্রকারের অন্যান্য দ্রব্যের সহিত তুলনায় জানা যাইবে। অবলেপ্য দ্রব্যে যাহা কর্ত্তন করা হয়, ঐ প্রকার দ্রব্যের সমপরিমাণ কাটিয়া দেখিলে উহার ক্ষতির পরিমাণ জানা যাইবে। যাহাদের বাহ্যিক দৃশ্যের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাদিগকে বারংবার উত্তপ্ত করিয়া জলমধ্যে নির্মজ্জিত করিতে হইবে।

কারিকরের অবক্ষেপ, প্রতিমান, অগ্নি, গণ্ডিক, যন্ত্রপাতি, বসিবার স্থান, ধাতু পরীক্ষার স্থান, বস্ত্রাভ্যন্তর, মস্তক, উরু, মক্ষিকা, নিজ শরীরের প্রতি দৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা থাকিলে, বা জল ও অগ্নি-পাত্রের দিকে অধিক দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে বুঝিতে হইবে যে, সে চতুরতা করিতেছে।

পচা মাংসের ন্যায় গন্ধ হইলে, মিশ্রন জন্য কাঠিন্য দোষ জন্মিলে এবং বিবর্ণতা দৃষ্ট হইলে রৌপ্যে মিশ্রণ বোঝা যাইবে।

এই প্রকার সুবর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা নূতন, জীর্ণ, বিরূপ অথবা বিবর্ণ কিনা ইহা পরীক্ষা করিতে হইবে এবং পূর্ব্বোক্তরূপে যথোপযুক্ত দণ্ড দিতে হইবে।

—:০:—

পঞ্চদশ অধ্যায়।

কোষ্ঠাগারাধ্যক্ষ।

কোষ্ঠাগারাধ্যক্ষ কৃষিজাত দ্রব্যের, রাষ্ট্র সংক্রান্ত রাজকর, ক্রয়িম-পরিবর্ত্তক, প্রামিত্যক, অপমিত্যক, সিংহনিক, অন্যজাত, ব্যয়-প্রত্যয় এবং উপস্থান পরিদর্শন করিবেন। *

সীতাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক আনীত সকল দ্রব্যকেই 'সীতা' নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

নির্দ্ধারিত রাজস্ব, উৎপাদিত শস্যের ষষ্ঠাংশ, সেনাভক্ত (প্রজা কর্ত্তৃক সৈন্যগণের জন্য প্রদত্ত কর), বলি (ধর্ম্মকার্য্যের জন্য প্রদত্ত কর), কর, উৎসঙ্গ, পার্শ্ব, পারিহীণিক, ঔপায়নিক, কোষ্ঠেয়ক এই কয় প্রকার কর রাজ রাষ্ট্রান্তর্ভূক্ত। †

বিক্রীত শস্যের মূল্য, ক্রীত শস্য, এবং প্রয়োগ প্রত্যাদান (শস্য ধার দেওয়াতে সুদ-স্বরূপ যে শস্য পাওয়া যায়) ইহারা ক্রয়িম

---

* প্রামিত্যক—Begging for grains.

অপমিত্যক—Grains borrowed with promise to repay.

সিংহনিক—Manufacture of rice, oils etc.

অন্যজাত—Accidental value.

ব্যয়-প্রত্যয়—Statements to check expenditure.

উপস্থান—Recovery of past arrears.

† কর—সামন্ত রাজগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত কর। উৎসঙ্গ—রাজপুত্রের জন্মোৎসবের জন্য প্রদত্ত কর। পারিহীণিক—পশু কর্ত্তৃক বিনষ্ট শস্যের ক্ষতিপূরণ। ঔপায়নিক—প্রজা-প্রদত্ত উপহার। কোষ্ঠেয়ক—রাজ[illegible] তৃণ প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত কর।

ভুক্ত। শস্যের পরিবর্তে সুবিধা-জনক শস্য বিনিময়কে 'পরিবর্ত্তক' বলে। ভিক্ষা দ্বারা সংগৃহীত শস্যকে 'প্রামিত্যক' বলে। পরে শোধ দেওয়া যাইবে, এই অঙ্গীকারে গৃহীত শস্যকে 'আপ্রমিত্যক' বলে।

শস্যাদি চূর্ণ করা, রোচক ভর্জ্জিত করা, শুক্ত কর্ম্ম (মদ্য প্রস্তুত), পশুচারক ও তৈলিক দ্বারা তৈল প্রস্তুত করা, এবং ইক্ষুদণ্ড হইতে শর্করা প্রস্তুত করাকে, 'সিংহনিকা' বলে। নষ্ট বা অপরের ভ্রমবশতঃ সংগৃহীত দ্রব্যকে অন্যজাত বলে। যে ব্যবসায়ে বিক্ষেপ (বাণিজ্যাদিতে ধন-প্রয়োগ করা) পণ্ড হইয়াছে, উহার অবশিষ্টাংশ এবং নির্দ্ধারিত ব্যয় হইতে যাহা সঞ্চয় করা হইয়াছে, উহার পর্য্যবেক্ষণকে 'ব্যয়-প্রত্যয়' বলে।

ভিন্ন প্রকারের মান বা দ্রব্য-গ্রহণে ভুলের জন্য যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়, উহাকে ব্যাজী বলে। পর্য্যুষিত প্রাপ্য আদায়কে উপস্থান বলে। সীতাধ্যক্ষের বৃত্তান্ত বর্ণনা-কালে শস্য, তৈল, চিনি এবং লবণের বিষয়ের বর্ণনা হইবে। ঘৃত, তৈল, মাংসের জলীয় অংশ এবং বৃক্ষাদির মজ্জাকে স্নেহ বলে। কাথ, গুড়, দানাদার চিনি এবং শর্করাকে ক্ষার বলে। সৈন্ধব, সামুদ্র, বিড়, যবক্ষার, সৌচর্ব্বল উদজকে লবণের মধ্যে পরিগণিত করা হয়। মধু এবং আঙ্গুর ফলের রস মধু-শ্রেণীভুক্ত। ইক্ষুরস, গুড়, মধু, আঙ্গুরের রস, জম্বুর রস এবং জাক বৃক্ষের রসের সহিত মেষশৃঙ্গ, বা পিপুলের সহিত একত্র করিয়া এবং উহার সহিত চিভিট (অলাবু জাতীয়), শসা, ইক্ষুদণ্ড, আম্র, ও হরিতকীর রসের সহিত মিশ্রিত করিলে যাহা একমাস, ছয়মাস, বা এক বৎসর থাকিতে পারে, উহাকে শুক্ত বলে।

যে সকল বৃক্ষের ফল অম্ল এবং করমর্দ্দ, হরিতকী, মাতুলঙ্গ, কোল, বদর, সৌবীর, পরুষক প্রভৃতি অম্ল-ফলান্তর্গত।

পিপুল, গোলমরিচ, আদা, জিরা, চিরতা, শ্বেত সর্ষপ, ধনে চোরক, দমনক, মরুবক, শিগ্রু প্রভৃতি তিক্তবর্গান্তর্গত। শুষ্ক মৎস্য, কন্দমূল, ফল এবং শাক—শাক-বর্গান্তর্গত।

এই প্রকারে সংরক্ষিত দ্রব্যাদির অর্দ্ধাংশ জনসাধারণের আপদের জন্য রক্ষা করিতে হইবে এবং মাত্র অপরার্দ্ধ ব্যয় করিতে হইবে। নূতনের সহিত পুরাতন পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হইবে। অধ্যক্ষ স্বয়ং ক্ষুন্ন, দৃষ্ট, পৃষ্ট, ভ্রষ্ট এবং জলে ভিজাইবার পরে দ্রব্যের হ্রাস-বৃদ্ধি পরিদর্শন করিবেন।

কোদ্রব এবং ব্রীহীর (চাউলের) অর্দ্ধাংশ সার; শালি ধান্যের সার অষ্টাংশ কম; বরকার তিন ভাগ কম; প্রিয়ঙ্গুর অর্দ্ধ, চমসীম, মুগ এবং মাষের অষ্টমাংশ, শৌভ্যের অর্দ্ধ, এবং মসূরের এক-তৃতীয়াংশ সার। *

কোদ্রব, বরক, উদারক, প্রিয়বস্তু রন্ধন করিলে তিনগুণ বৃদ্ধি হয়। রন্ধনে ব্রীহী চতুর্গুণ বৃদ্ধি পায়; শালিধান্য পঞ্চগুণ বৃদ্ধি পায়; শস্যাদি আর্দ্র করিলে ত্রিগুণ বৃদ্ধি পায় এবং অঙ্কুরোদ্গম পর্য্যন্ত আর্দ্র রাখিলে স্বার্দ্ধদ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। শস্য ভর্জ্জিত হইলে এক-পঞ্চমাংশ বৃদ্ধি পায়; কলাই দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়।

অতসীর বীজে এক-ষষ্ঠাংশ তৈল হয়; নিম্ব, কুশাম্র ও কপিত্থ হইতে এক-পঞ্চমাংশ তৈল হয়, এবং তিল, কুসুম, মধুক এবং ইঙ্গুদী হইতে এক-চতুর্থাংশ তৈল নির্গত হয়। কাপাস ও ক্ষৌমে পাঁচ পল হইতে একপল সূত্র প্রস্তুত হইতে পারে।

পাঁচ দ্রোণ শালিধান্য হইতে দশ আঢ়ক চাউল প্রস্তুত হইলে ঐ চাউল কলভের ভোজনোপযোগী হয়; পাঁচ দ্রোণ হইতে একাদশ

* Kodrava=paspalum scrobiculatum. Varaka=Phraseolus Trilobus. Priyangu=Millet.

আঢ়ক প্রস্তুত করিলে, ব্যাল্যার জন্য ; দশ আঢ়ক হইতে ঐ পরিমাণ চাউল প্রস্তুত হইলে, উহা আরোহণোপযোগী হস্তীর ব্যবহারার্থ প্রদত্ত হইতে পারে : নয় আঢ়ক হইতে ঐ পরিমাণ চাউল প্রস্তুত হইলে, যুদ্ধ হস্তীর ব্যবহার্য্য হয় ; আট আঢ়ক হইতে হইলে পদাতিক, সাত আঢ়ক হইলে সেনানীর, ছয় আঢ়ক হইলে রাজ্ঞী ও রাজপুত্রগণের এবং পাঁচ আঢ়ক হইলে রাজার ব্যবহার্য্য হয়।

এক প্রস্থ চাউল, একচতুরাংশ প্রস্থ ডাউল, ডাউলের এক-ষোড়শাংশ লবণ, এবং একচতুর্থাংশ ঘৃত একজন আর্য্যের একবার আহার সম্পূর্ণ হইতে পারে। ডাউলের একষষ্ঠাংশ এবং উহার অর্দ্ধাংশ পরিমাণ তৈলে নীচজাতীয় ব্যক্তির আহার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। ঐ পরিমাণ খাদ্যের একচতুর্থাংশ খাদ্যে স্ত্রীলোকের আহার হইতে পারে এবং স্ত্রীলোকের খাদ্যের অর্দ্ধাংশে বালকের আহার হইতে পারে।

কুড়ি পল মাংস রন্ধনে অর্দ্ধ কুড়ুব তৈল, একপল লবণ, একপল ক্ষার দুই ধরণ মসলা এবং একপ্রস্থ দধি আবশ্যক। অধিক মাংস রন্ধন করিবার আবশ্যক হইলে, ঐ সকল উপকরণ বৃদ্ধি করিতে হইবে। শাক রন্ধনে ঐ সকল দ্রব্যের দেড়গুণ প্রয়োগ করিতে হইবে। শুষ্ক মৎস্য রন্ধনে দ্বিগুণ ব্যবহার করিতে হইবে। হস্তী ও অশ্বের আহারাদির বিষয় পরে বর্ণনা করা যাইবে। বলীবর্দ্দের জন্য এক দ্রোণ মাষ অথবা এক দ্রোণ যব অন্য দ্রব্যের সহিত রন্ধন করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত একতুল ঘণপিণ্যাক প্রদান করিতে হইবে।* মহিষ ও উষ্ট্রের জন্য উপর্য্যুক্ত খাদ্যের দ্বিগুণ খাদ্য দিতে হইবে। গর্দ্দভ ও কুরঙ্গের জন্য অর্দ্ধাংশ, কৃষ্ণসারের জন্য এক আঢ়ক, মেষ, ভেড়া ও বরাহের জন্য এক বা অর্দ্ধ আঢ়ক, এবং হংস ও ময়ূরের জন্য অর্দ্ধপ্রস্থ দিতে

* তুল—এক সহস্র পল ; ঘণপিণ্যাক=Oil cake.

হইবে। লৌহ গলিত করিবার জন্য এবং চূর্ণ প্রস্তুত করিবার জন্য অঙ্গার ও তুষ ব্যবহার করা যাইতে পারে।

তুলা, মান, ভাণ্ড, রোচনি, কুট্টক যন্ত্র, চালনি, কণ্ডলি, পিটক এবং সন্মার্জ্জনী আবশ্যক।

সন্মার্জ্জক, রক্ষক, ধারক, মাপক, দাপক, দায়ক, শলাকা-প্রতি-গ্রাহক, ক্রীতদাস এবং ভৃত্যগণ, বিষ্টির অন্তর্ভূত।

শস্য ভূমিতে রাখা হয়; সূত্র দ্বারা ক্ষার বন্ধন করিয়া রাখা হয়; মৃৎপাত্র অথবা কাষ্ঠ-পাত্রে তৈল রাখিতে হয়; এবং ভূমিতে লবণ রাখিতে হয়।

ষোড়শ অধ্যায়।

পণ্যাধ্যক্ষ।

পণ্যাধ্যক্ষ স্থলজ বা জলজাত পণ্য এবং যে সকল পণ্য নদী বা স্থল-পথে আনিত হইয়াছে, তাহাদের গ্রাহকতা বা মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করিবেন।

যে সকল পণ্য অনেক দেশে পাওয়া যায়, তাহা একস্থানে একত্রী-ভূত করিতে হইবে এবং উহাদের মূল্যও বর্দ্ধিত করিতে হইবে। যখন সকলে এই বর্দ্ধিত মূল্যেই উহা ক্রয় করিবে তখন উহার মূল্য আরও বৃদ্ধি করিতে হইবে।

রাজকীয় ভূমিতে যে সকল পণ্য উৎপাদিত হইবে, তাহাও একত্রীভূত করিতে হইবে। বৈদেশিক পণ্য ভিন্ন ভিন্ন স্থলে রক্ষিত

হইবে। প্রজাকে উভয় প্রকার পণ্যই সুবিধাজনক দরে বিক্রয় করিতে হইবে। যাহাতে প্রজার ক্ষতি হয় রাজা এরূপ উচ্চ মূল্য গ্রহণ করিবেন না।

যে সকল পণ্যের অধিক গ্রাহক, তাহাদের বিক্রয় সম্বন্ধে কোনরূপ নির্দ্ধারিত সময় থাকিবে না, এবং তাহাদের একত্রীভূত করিবারও কোনও আবশ্যকতা নাই। বৈদেহকগণ রাজকীয় পণ্য ভিন্ন ভিন্ন হাটে নির্দ্ধারিত মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিবে; কিন্তু এক্ষেত্রে ক্ষতির তুলনায় ক্ষতিপূরণ দিবে।

যে সকল পণ্য ঘন ফল অনুসারে বিক্রীত হইবে, তাহাতে বিক্রীত দ্রব্যের ষোড়শাংশ ব্যাজী প্রদান করিতে হইবে; যাহা তুলা-দণ্ড দ্বারা নিয়মিত হইয়া বিক্রীত হইবে, তাহার জন্য $\frac{১}{২০}$ অংশ এবং সংখ্যানুসারে বিক্রীত হইলে $\frac{১}{১১}$ অংশ ব্যাজী স্বরূপ দিতে হইবে।

যাঁহারা বৈদেশিক পণ্য আমদানি করিবেন, পণ্যাধ্যক্ষ তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ দেখাইবেন; যে সকল নাবি ও সার্থবাহ বৈদিশক পণ্য আমদানি করিবেন, তাঁহাদের শুল্ক হইতে অব্যাহতি দিবেন; কেন না, তাহা হইলে তাঁহারা লাভ করিতে পারিবেন না।

রাজকীয় পণ্য বিক্রেতাকারিগণ তাহাদের গৃহীত-মূল্য যেন নির্দ্ধারিত স্থানে উর্দ্ধদেশে ছিদ্র-বিশিষ্ট কাষ্ঠের পাত্রে রক্ষা করেন; তাঁহারা দিবা-ভাগের অষ্টম ভাগে অধ্যক্ষকে পণ্য বিক্রয়ের অর্থ প্রদান করিয়া বলিবেন যে, 'ইহা বিক্রয় হইয়াছে এবং ইহা অবশিষ্ট আছে।' তাঁহারা অধ্যক্ষকে তুলা ও মানদণ্ড প্রত্যর্পণ করিবেন। স্থানীয় দ্রব্য বিষয়ে এই রীতি পালন করিতে হইবে।

রাজকীয় পণ্য বিদেশে বিক্রয় করিতে হইলে নিম্নলিখিত প্রথা অবলম্বন করিতে হইবে,—বৈদেশিক ও স্থানীয় পণ্যের বিনিময়ের

তুলনা করিয়া শুল্ক, বর্ত্তনি (রোড্‌সেস), অতিবাহিক (যানকর), গুল্মদেয় (দুর্গে প্রদত্ত কর), তরদেয় (খেয়াঘাটে দত্ত কর-বিশেষ), ভক্ত (বণিক্ ও তাহার কর্ম্মচারীদিগের বেতন), এবং ভাগ (বৈদেশিক রাজাকে পণ্যের যে অংশ প্রদান করা হইবে),—এই সকল ব্যয় করিয়া লভ্যাংশ থাকে কি না, উহা অধ্যক্ষ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। যদি লভ্যাংশ না থাকে, তবে দেশজাত পণ্যের সহিত বৈদেশিক পণ্যের বিনিময় করিলে লাভ হয় কি না, অধ্যক্ষ ইহা বিবেচনা করিবেন। যদি লাভ হয় এরূপ বোধ করেন, তবে তিনি স্থলপথে তাঁহার পণ্যের চতুর্থাংশ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রেরণ করিতে পারেন; যে বণিক্‌কে অধ্যক্ষ এই কার্য্যে বিদেশে প্রেরণ করিবেন, তিনি অধিক লাভের জন্য সীমান্ত-রক্ষক এবং নগর ও জনপদের কর্ম্মচারিগণের সহিত সখ্যতা-স্থাপন করিবেন। বণিক্ নিজ জীবন ও অর্থ নিরাপদে রাখিবার যত্ন করিবেন। যদি তিনি নির্দ্ধারিত স্থানে না পৌঁছিতে পারেন, তবে তিনি সুবিধা বুঝিয়া পণ্য বিক্রয় করিবেন।

বণিক্ যানভাগ, বিদেশীয় পণ্যের বিনিময়ে বৈদেশিক পণ্যের মূল্য, যাত্রাকালে পথিমধ্যে বিপদ প্রতীকারের উপায় নির্দ্ধারণ এবং বাণিজ্য-কালে নগরের ইতিহাস, এই সকল বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করিবেন।

নদীপথে বাণিজ্য-বহুল নগরের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তিনি তাঁহার পণ্য-দ্রব্য লাভজনক স্থানে প্রেরণ করিবেন, এবং যে সকল স্থানে লাভের সম্ভাবনা নাই, সে সকল স্থান পরিহার করিবেন।



সপ্তদশ অধ্যায়।

কূপ্যাধ্যক্ষ।

বন-রক্ষণে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ দ্বারা কুপ্যাধ্যক্ষ কাষ্ঠ এবং অন্যান্য বনজাত দ্রব্য সংগ্রহ করিবেন। তিনি কেবল যে বনে উৎপাদন-শীল কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন, তাহা নয়; বিপৎকাল ব্যতীত যাহারা উৎপাদনশীল অরণ্যের কোনরূপ ক্ষতি করে, তাহাদের নিকট হইতে দণ্ড ও ক্ষতিপূরণ সংগ্রহ করিবেন।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলিকে বনজাত দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়—শাক, তিনিশ, ধম্বনা, অর্জ্জুন, মধুক, তিলক, সাল, শিংশুপ, অরিমেদ, রাজাদন, শিরীষ, খদির, সরল, তাল, সর্জা, অশ্বকর্ণ, লোমবল্ক, কশাম্র, প্রিয়ক, ধবা—প্রভৃতি শক্ত কাষ্ঠ। * উটজ, চিময়, যব, বেণু, বংশ, সাতিন, কণ্টক, ভাল্লুক,—ইহারা বংশ-শ্রেণীভুক্ত; বেত্র, অশোকবল্লী, বাশী, শ্যামলতা, নাগলতা ইত্যাদি বল্লী-শ্রেণী-ভুক্ত। মালতী, দূর্ব্বা, অর্ক, শণ, গবেধুক, অতসি,—ইহারা বস্ত্র-বর্গান্তর্ভুক্ত। মুঞ্জ, বল্বজ,—ইহারা রজ্জুশ্রেণীভুক্ত। তালী, তাল এবং ভুর্জ্জ-পত্র-শ্রেণীভুক্ত। কিংশুক, কুসুম্ভ, কুঙ্কুম, প্রভৃতি পুষ্পোৎপাদন করে। কন্দ-মূল ও ফল ঔষধে ব্যবহৃত হয়। কালকূট, বৎসনাভ, হলাহল, মেষশৃঙ্গ, মুস্ত, কুষ্ঠ, মহাবিষ, বেল্লিতক, গৌরাদ্র, বালক, মর্কট, হৈমবত, কলিঙ্গক, দারদক, কোল সারক ও উষ্ট্রক,—ইহারা বিষ। আধারস্থিত সর্প এবং কীট বিষ-বর্গভুক্ত।

গোধ, সেরক, দ্বীপি, শিংশুমার, সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, মহিষ, চমর, গোসৃপ, গো-চর্ম্ম এবং ঐ সকল জন্তু ও অন্যান্য পশু, পক্ষী, সর্প

প্রভৃতির অস্থি, পিত্ত, স্নায়ু, দণ্ড, শৃঙ্গ, ক্ষুর এবং লেজও আবশ্যক। লৌহ, তাম্র, বৃত্ত, কাংস, সীসক, টীন, পারদ এবং পিত্তল ধাতু-ভুক্ত। বেত্র, মৃত্তিকা এবং বল্কল দ্বারা পাত্র নির্ম্মিত হয়। অঙ্গার, তুষ এবং ভস্ম, পশুশালা, কাষ্ঠ এবং পশুর আহারের জন্য খাদ্য ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্য আছে।

কুপ্যাধ্যক্ষ নগর মধ্যে অথবা বহির্ভাগে জীবন-রক্ষণোপযোগী বা দুর্গাদির জন্য আবশ্যক দ্রব্য প্রস্তুত করিবেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

আয়ুধাগারাধ্যক্ষ।

আয়ুধাগারাধ্যক্ষ নিরূপিত সময়ে এবং নির্দ্ধারিত বেতনে যুদ্ধোপযোগী চক্র, অস্ত্র, কবচ, এবং দুর্গ-নির্ম্মাণের ও দুর্গরক্ষার এবং শত্রুর নগর বা দুর্গ নষ্ট করিবার উপযোগী অস্ত্র-নির্ম্মাণে বহুদর্শী এবং নিপুণ শিল্পি নিযুক্ত করিবেন। ঐ সকল অস্ত্র ও যন্ত্রাদি উপযুক্ত স্থানে রক্ষিত হইবে। অস্ত্র-শস্ত্রাদি সদা-সর্ব্বদা একস্থান হইতে অন্যস্থানে স্থানান্তরিত করিতে হইবে ও উহাতে রৌদ্র প্রদান করিতে হইবে। যে সকল অস্ত্র আতপ বা বায়ু লাগিয়া নষ্ট হইতে পারে এবং যাহা কীট-দষ্ট সম্ভবপর, তাহাদিগের নিরাপদ স্থানে রাখিতে হইবে এবং মধ্যে মধ্যে তাহাদের জাতি, রূপ, লক্ষণ, প্রমাণ, আগম, মূল্য এবং নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পরীক্ষা করিতে হইবে।

সর্ব্বতোভদ্র। () জামদগ্ন। [] বহুমুখ। * বিশ্বাসঘাতী। †
সঙ্ঘাটী। ‡ যানক। § পর্জন্যক। ¶ অর্দ্ধবাহু। + উর্দ্ধবাহু। ×

পঞ্চালিক —বেরেক-সমন্বিত বৃহৎ কাষ্ঠ-ফলক। শত্রুর গতিরোধ করিবার জন্য ইহা জলপূর্ণ পরিখার মধ্যে স্থাপিত হইত। দেবদণ্ড (দুর্গ-প্রচীরে স্থাপিত কীল সমন্বিত বৃহৎ কাষ্ঠ-দণ্ড)। সঙ্করিক (তুলা বা পশম-পূর্ণ থলি), মূষল (খদির-বৃক্ষ-নির্ম্মিত তীক্ষ্ণাগ্র দণ্ড), যষ্টি (দীর্ঘ দণ্ড), হস্তিবারক (হস্তীর গতি প্রতিহত করিবার জন্য তীক্ষ্ণাগ্র দীর্ঘ দণ্ড), তাল-বৃন্ত (পাখার ন্যায় চক্রাকার যন্ত্র-বিশেষ), মুদ্গর, গদা, স্পৃতুল (অনেকগুলি তীক্ষ্ণাগ্র দণ্ড), কুদাল (কুদাল). অস্ফটিম (শব্দোৎপাদনের জন্য চর্ম্ম-থলি ও দণ্ড), উদ্দাটিন (অট্টালিকা

() চক্রবিশিষ্ট শকট; ইহাকে ঘূর্ণন করা হইত এবং ঘূর্ণনকালে চতুর্দ্দিকে প্রস্তর বিক্ষিপ্ত হইত।

[] তীর নিক্ষেপ করিবার বৃহৎ যন্ত্র)

* দুর্গোপরিস্থ অট্টালিকা হইতে চতুর্দ্দিকে তীর নিক্ষিপ্ত হইত এবং তীরন্দাজ-দিগের আশ্রয়ের জন্য চর্ম্ম-আচ্ছাদন ব্যবহৃত হইত। যাঁহারা মেগাস্থিনিস-বর্ণিত পাটলিপুত্রের বিবরণ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, পাটলিপুত্র নগরীর প্রাচীরের উপর এই প্রকার ৫৭০টী অট্টালিকা ছিল।

† দুর্গের পরিখার উপরে স্থাপিত কাষ্ঠ-খণ্ড; শত্রু এই কাষ্ঠ-খণ্ডোপরি আরোহণ করিলেই উহা ভগ্ন হইত।

‡ অট্টালিকা এবং দুর্গের অন্যান্য স্থানে অগ্নি দিবার জন্য ব্যবহৃত দীর্ঘ কাষ্ঠ-খণ্ড।

§ চক্রোপরি স্থাপিত কাষ্ঠ-খণ্ড; ইহা শত্রুর প্রতি প্রক্ষিপ্ত হইত।

¶ অগ্নি নিবারণের জন্য জল-যন্ত্র।

+ যুগল স্তম্ভ; ইহা এরূপভাবে প্রস্তুত ও স্থাপিত হইত যে, শত্রুকে দলিত করিবার জন্য ইহাকে ইচ্ছানুসারে ভূমিসাৎ করা যাইত।

× উচ্চৈস্থিত বৃহৎ স্তম্ভ; আবশ্যকানুসারে শত্রুর গতি রোধার্থ ইহা নিক্ষিপ্ত হইত।

ধ্বংস করিবার যন্ত্র-বিশেষ). শতঘ্নি (দুর্গ-প্রাচীরের উপরিস্থিত তীক্ষ্ণাগ্র স্তম্ভ) ত্রিশূল. এবং চক্র, -চলনশীল যন্ত্র।

এতদ্ব্যতীত শক্তি (চতুর্হস্ত পরিমিত ধাতব অস্ত্র) প্রাস, (চব্বিশ অঙ্গুলি পরিমিত এবং দুইটী হাতল বিশিষ্ট অস্ত্র), কুন্ত (৫,৬ কি ৭ হাত দীর্ঘ কাষ্ঠ-খণ্ড) ; ভিণ্ডিবাল (গুরুভার বিশিষ্ট দণ্ড), হাটক (ত্রিধার-যুক্ত দণ্ড). শূল, তোমর (দণ্ডান্বিত লোহময় অস্ত্র) ; বরাহ-কর্ণ (বরাহের কর্ণের ন্যায় আকার বিশিষ্ট অস্ত্র), কণয় (ধাতব দণ্ড, ইহার উভয় দিক ত্রিকোণাকার), ত্রাসিক (ত্রাসের ন্যায় অস্ত্র)—হলমুখী।

ধনুক ;—তাল, চাপ (বংশ-বিশেষ), দারু এবং শৃঙ্গ-নির্ম্মিত ধনুককে যথাক্রমে কার্ম্মুক. কোদণ্ড, দ্রুণ এবং ধনু বলা হয়।

জ্যা ;—মোরব্বা, অর্ক (আকন্দ). শণ. গবেধু (তৃণ ধান্য) এবং স্নায়ু দ্বারা জ্যা প্রস্তুত হয়।

তীর ;—বেণু. শর, শলাকা. দণ্ডাসন এবং নারাচ, এই কয় প্রকার তীর প্রস্তুত হয়। তীরের মুখ লোহ, অস্থি বা কাষ্ঠ নির্ম্মিত হইবে।

তরবারি—নিস্ত্রিংশ (বক্র-হাতল-বিশিষ্ট তরবারি), অসি, যষ্টি (দীর্ঘ এবং তীক্ষ্ণধার বিশিষ্ট তরবারি), মণ্ডলাগ্র (এই তরবারির উপরে চক্র থাকিত),—এই কয় প্রকার তরবারি প্রচলিত আছে। গণ্ডার বা মহিষের শৃঙ্গ. হস্তি-দন্ত, কাষ্ঠ অথবা বংশ-দণ্ডের মূল দ্বারা তরবারির হাতল হওয়া উচিত।

পরশু (সওয়া হস্ত পরিমিত, অর্দ্ধ-চন্দ্রাকার অস্ত্র), কুঠার, পট্টিশ (পরশুর ন্যায় কিন্তু উভয় দিকেই ত্রিশূলের মত). খনি, কুদ্দাল, চক্র এবং কাণ্ডচ্ছেদন (বৃহৎ কুঠার)—এগুলি "ক্ষুরকল্প"।

যন্ত্র-পাষাণ (প্রস্তর নিক্ষেপের জন্য যন্ত্র), গোষ্পাণ-পাষাণ (প্রস্তর

নিক্ষেপের জন্য দীর্ঘ দণ্ড), মুষ্টি-পাষাণ (মুষ্টি দ্বারা নিক্ষিপ্ত প্রস্তর), রোচনী এবং প্রস্তর—এই সকল অন্যান্য প্রকার আয়ুধ।

কবচ—লৌহ জালিক (মস্তক, হস্ত ও শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রক্ষার জন্য আবরণ), পট্ট (হস্ত ব্যতীত শরীরের অন্যান্য অঙ্গের আবরণ), কবচ, সূত্রক, (কোমর ও নিতম্ব রক্ষার্থ)--এই সকল অস্ত্র লৌহ বা হস্তি, গো বা গণ্ডারের চর্ম্মে অথবা খুর বা শৃঙ্গে নির্ম্মিত হইবে।

শিরস্ত্রাণ, কণ্ঠত্রাণ, কূর্পাস (শরীর রক্ষার জন্য), কঞ্চুক (হাটু পর্য্যন্ত বিস্তৃত), বারবাণ (পদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত অঙ্গরাখা), পট্ট এবং নাগদরিক (দস্তানা)—এই কয় প্রকারের কবচও ব্যবহৃত হয়।

আবরণি—বেরি (লতা-নির্ম্মিত মাদুর), চর্ম্ম, হস্তিক (সর্ব্বাবয়ব রক্ষা করিবার জন্য), তালমূল (কাষ্ঠ-নির্ম্মিত ঢাল), ধমনিক (শিঙ্গা), কবাট (কাষ্ঠ-ফলক), কিটিক (চর্ম্ম-নির্ম্মিত আবরণ), অপ্রতিহত (হস্তীর আক্রমণ প্রতিহত করিবার যন্ত্র-বিশেষ), এবং বলাহকান্ত (অপ্রতিহতের ন্যায়, তবে ইহাতে ধাতব পাত থাকিত)—এই সকল যন্ত্র আত্ম-রক্ষার্থ ব্যবহৃত হইত।

উপকরণ—হস্তী, রথ, অশ্বের অলঙ্কার এবং তাহাদের যুদ্ধ-কালীন প্ররোচিত করিবার জন্য অঙ্কুশ—ইহারাই উপকরণ শ্রেণীভুক্ত।

উপর্যুক্ত যে সকল আয়ুধের বর্ণনা করা হইয়াছে, তদ্ব্যতীত নিপুণ শিল্পী যে সকল নূতন নূতন অস্ত্র নির্ম্মাণ করিবে, তাহাও আয়ুধাগারে রক্ষা করিতে হইবে।



ঊনবিংশ অধ্যায়।

পৌতবাধ্যক্ষ।

(পরিমাপ-পদ্ধতি)

পৌতবাধ্যক্ষ নিম্নলিখিত পরিমাণ ও ওজন প্রস্তুত করিবেন।

দশ মাষা (অর্থাৎ দশটী মূগের ওজন) = ১ সুবর্ণ মাষা।

১৬ মাষায় এক সুবর্ণ কর্ষা।

৪ কর্ষায় এক পল।

৮৮ শ্বেত সরিষায় এক রৌপ্য মাষা।

১৬ রৌপ্য মাষা বা ২০ শৌব্যায় (বীজ) এক ধরণ।

২০ তণ্ডুলে হীরকের এক ধরণ।

অর্দ্ধমাষা, একমাষা, তুইমাষা, চারিমাষা, অষ্টমাষা, এক সুবর্ণ, তুই সুবর্ণ, চারি সুবর্ণ, অষ্ট সুবর্ণ, দশ সুবর্ণ, বিশ সুবর্ণ, ত্রিশ সুবর্ণ, চল্লিশ সুবর্ণ এবং শত সুবর্ণ,—এই কয় প্রকার পরিমাণ ব্যবহৃত হয়। 'ধরণে' * ও পূর্ব্বোক্ত মাপ প্রস্তুত করিতে হইবে।

মগধ এবং মেকলে দেশে প্রাপ্ত লৌহ বা শৈল দ্বারা ওজন প্রস্তুত করিতে হইবে। অভাবে, যে সকল দ্রব্য জলে সিক্ত হইলে সঙ্কুচিত হয় না বা উত্তাপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না,—এইরূপে দ্রব্য ব্যবহার করিতে হইবে।

তুলাদণ্ড।

ছয় অঙ্গুলি পরিমিত তুলাদণ্ড এবং এক পল ওজনের ভার হইতে আরম্ভ করিয়া দশ প্রকারের তুলাদণ্ড প্রস্তুত করিতে হইবে। এই

---

* "One dharana of a diamond is equal to 20 grains of rice.

দশ প্রকার দণ্ডের প্রত্যেকটীর দৈর্ঘ্য অপরটীর দৈঘ্য অপেক্ষা অষ্টাঙ্গুলি বেশী হইবে এবং পরিমাণও এক এক পল করিয়া বৃদ্ধি করিতে হইবে।

বাহাত্তর অঙ্গুলি লম্বা এবং ৫৩ পল ওজনে 'সমবৃত্ত' নামে একটী তুলাদণ্ড প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহার প্রান্তদেশে ৫ পল ওজনের নিক্তি দিয়া.কর্ম মাপ কালীন যে স্থলে দণ্ড সমকরণ হইবে সেই স্থলে. চিহ্ন দিতে হইবে। ঐ চিহ্নের বামদিকে অন্যান্য চিহ্ন দ্বারা ১ পল, দ্বাদশ পল, এবং বিংশ পল স্থির করিয়া রাখিতে হইবে। তৎপরে, প্রত্যেক দশম স্থলে চিহ্ন দিয়া শত পল পর্য্যন্ত চিহ্ন দিতে হইবে। অক্ষস্থলে নান্দী-চিহ্ন স্থাপন করিতে হইবে।

সমবৃত্তাপেক্ষা দ্বিগুণ লৌহ দ্বারা ৯৬ অঙ্গুলি পরিমিত তুলাদণ্ড নির্ম্মাণ আবশ্যক। ইহাকে 'পরিমাণী' বলে। ইহার দণ্ডে প্রথম ১০০ শত চিহ্ন, পরে ২০, ৫০, ১০০ এইরূপ চিহ্ন দিতে হইবে।

কুড়ি তুলায় এক ভার।

দশ ধরণে এক পল।

একশত পলে এক আয়মানী (রাজকীয় আয়ের মাপ)।

আয়মানীর সহিত তুলনায় ব্যবহারিকী (সাধারণের ব্যবহৃত তুলাদণ্ড), ভাজনি (ভৃত্যবর্গের ব্যবহৃত তুলাদণ্ড) এবং পুরঃজর্নানি (অন্তঃপুরে ব্যবহৃত তুলাদণ্ড) প্রত্যেকটী ক্রমান্বয়ে ৫ পল করিয়া কম হইবে। অর্থাৎ ব্যবহারিকী ৯৫ ধরণ পল ; ভাজনি ৯০ এবং অন্তঃপুর-ভাজিনী ৮৫ ধরণ পল হইবে)।

উপর্যুক্ত ক্ষেত্রে প্রত্যেক পল অর্দ্ধ ধরণ করিয়া কম পড়ে। যথা,—

১০ ধরণ = আয়মানীর এক পল।

৯½ ধরণ = ব্যবহারিকীর এক পল।

৯ ধরণ = ভাজনির এক পল।

৮½ ধরণ =অন্তঃপুর-ভাজনি এক পল।

উপর্যুক্ত কয়েক প্রকার দণ্ডের লৌহ পরিমাণে এবং দৈর্ঘ্যে হ্রাস হয়।*

প্রথমোক্ত দুই প্রকার তুলাদণ্ডে ওজন করিলে মাংস, ধাতু, লবণ এবং মূল্যবান প্রস্তর ব্যতীত অন্য সকল প্রকার শস্যের পাঁচ পণ দেশের নরপতিকে অতিরিক্ত দিতে হইবে।

অষ্ট হস্ত দীর্ঘ-কাষ্ঠ-নির্ম্মিত তুলাদণ্ড ময়ূরের ন্যায় পাদদানের উপর স্থাপিত করিতে হইবে এবং ইহাতে চিহ্ন করিতে হইবে।

পঞ্চবিংশ পল কাষ্ঠে এক প্রস্থ তণ্ডুল সিদ্ধ হইবে। অধিক বা অল্প-কাষ্ঠের ওজনের জন্য এই মাপ প্রচলিত আছে।

২০০ পলে=এক দ্রোণ=এক আয়মান।

১৮৭½ পলে=এক ব্যবহারিক।

১৭৫ পলে=১ ভাজনি।

১৬২½ পলে=১ অন্তঃপুরভাজনি।

আঢ়ক, প্রস্থ এবং কুটুম্ব পূর্ব্বোক্ত কয়েকটীর ১/৪ অংশ।

১৬ দ্রোণ=বারী।

২০ দ্রোণ=১ কুম্ভ।

১০ কুম্ভ=১ বহ।

জলীয় পদার্থ ওজন করিতে হইলে, নিম্নলিখিত ওজন অনুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে। যথা—১১/৮ পল=১ এক দ্রোণ।

১/৪ পল=এক আদক।

* যথা—আয়মানী দীর্ঘে ৭২ ইঞ্চ এবং ওজনে ৫৩ পল

ব্যবহারিক	„	৬৬	„	„	„ ৫১ পল
ভাজনি	„	৬০	„	„	„ ৩৯ পল
অন্তঃপুর ভাজনি		৫৪	„	„	„ ৪৭ পল

৬ মাষা=এক প্রস্থ।

১ মাষা=এক কুটুম্ব।

ঘৃত বিক্রেতাগণ ক্রেতাকে তপ্তব্যাজী (অর্থাৎ ঘৃত জলীয়ভাবে থাকার জন্য ক্ষতিপূরণ) স্বরূপে $\frac{১}{৩২}$ অংশ অধিক ঘৃত দিবে।

জলীয় পদার্থ বিক্রয়-কালীন পাত্রে লাগিয়া থাকার দরুণ বিক্রেতা ক্রেতাকে $\frac{১}{৮}$ অংশ অধিক দিবে।

বিংশ অধ্যায়।

দেশকাল মান।

মানাধ্যক্ষ স্থান ও সময় নিরূপণের পদ্ধতি জ্ঞাত থাকিবেন।

৮ পরমাণু=১ রথচক্র বিপ্রুট (অর্থাৎ রথচক্র কর্তৃক নিক্ষিপ্ত অণু)

৮ রথচক্র বিপ্রুট=লিক্ষা।

৮ লিক্ষা=১ উকা মধ্য (অথবা মধ্য উকা এক উকা)।

৮ উকা=১ যব।

৮ যবে=১ অঙ্গুলি (অথবা মধ্যমাকার মনুষ্যের মধ্যম অঙ্গুলির মধ্যস্থ সন্ধি)।

৪ অঙ্গুলি=১ ধনুগ্রহ।

৮ অঙ্গুলি=১ ধনুর্মুষ্টি।

১২ অঙ্গুলি=১ বিতস্তি।

১৪ অঙ্গুলি=১ শাম, শল, পরিচয় বা পদ।

২ বিতস্তি=১ অরত্নি বা ২ প্রাজাপত্য হস্ত।

২ বিতস্তি+১ ধনুগ্রহ=১ হস্ত।

২ বিতস্তি+১ ধনুর্মুষ্টি=কিষ্ক বা কংশ।

৪২ অঙ্গুলি=করাতি ও কর্ম্মকারকের ১ কিস্কু (ইহা সৈন্যাবাস, দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ পরিমাণে ব্যবহৃত হয়)।

৫৪ অঙ্গুলি=১ হস্ত (ধণ-পরিমাণে ব্যবহৃত হয়)।

৮৪ অঙ্গুলি=১ ব্যাম (ইহা রজ্জু ও খনন কাল গভীরতা পরিমাণে ব্যবহৃত)।

৪ অরত্নি=১ দণ্ড বা ১ ধনু বা ১ নালিকা এবং ১ পৌরুষ (মনুষ্যের ছায়া)।

১০৮ অঙ্গুলি=১ গার্হপত্য ধনু (সূত্রধরের ব্যবহৃত পরিমাপ ; ইহা রাজপথ ও দুর্গ-প্রাচীর পরিমাপে ব্যবহৃত হইত)।

১০৮ অঙ্গুলি=১ পৌরুষ (বেদী-নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হইত) ।

৬ অংশ=১ দণ্ড (ব্রাহ্মণদিগকে দত্ত ভূমির পরিমাপে ব্যবহৃত।)

১০ দণ্ড=১ রজ্জু।

২ রজ্জু=১ পরিদেশ।

৩ রজ্জু=১ নিবর্তন।

৩ রজ্জু+২ দণ্ড=১ বাহু।

১০০০ ধনু=১ গোরুত (ধেনুর ডাক) ।

৪ গোরুত=১ যোজন।

এই প্রকারে দেশ মান ব্যাখ্যাত হয়। এইক্ষণে কাল-মানের কথা হইতেছে।

সময়,—ত্রুটী, লব, নিমেষ, কাষ্ঠ, কলা, নালিকা, মুহূর্ত্ত, পূর্ব্বাপর ভাগ (পূর্ব্বাহ্নে) দিবস, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, সংবৎসর এবং যুগে বিভক্ত হইয়া থাকে। ২ ত্রুটী=১ লব।

২ লব=১ নিমেষ।

৫ নিমেষ=১ কাষ্ঠ।

৩০ কাষ্ঠ=১কলা।

৪০ কলা=১ নালিক। যে সময়ের মধ্যে এক আঢ়ক জল, ৪ অঙ্গুলি লম্বা ও ৪ মাসা সুবর্ণ নির্ম্মিত ছিদ্র দ্বারা বাহির হয়।

২ নালিক=১ মুহূর্ত্ত।

১৫ মুহূর্ত্ত=১ দিন বা ১ রাত্রি।

এই প্রকার দিন ও রাত্রি ও আশ্বযুজ ঘটে। ছয়মাস অন্তর তিন মুহূর্ত্তের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। যখন ছায়া ৮ পৌরুষ দীর্ঘ হয়, তখন দিবসের $\frac{১}{১৮}$ অতিবাহিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ৬ পৌরুষ দৈর্ঘ্য হইলে $\frac{১}{১৪}$, ৪ পৌরষে $\frac{১}{৮}$, ২ পৌরুষে $\frac{১}{৬}$, ১ পৌরষে $\frac{১}{৪}$, অতিবাহিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ৮ অঙ্গুলি হইলে $\frac{৩}{১০}$, ৪ অঙ্গুলিতে $\frac{৩}{৮}$ অংশ এবং মধ্যাহ্ন কালে ছায়া দৃষ্ট হইবে না। আষাঢ় মাসের মধ্যাহ্নে কোনও ছায়া দৃষ্ট হয় না। আষাঢ়ের পরে, শ্রাবণ হইতে ছয়মাস ধরিয়া ছায়া দুই অঙ্গুলি করিয়া ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পায় এবং মাঘ মাস হইতে ক্রমে ক্রমে দুই অঙ্গুলি করিয়া হ্রাস হয়।

পঞ্চদশ দিবা ও রাত্রিতে এক পক্ষ হয়। যে পক্ষে চন্দ্র বৃদ্ধি পায়, উহাকে শুক্ল এবং যে পক্ষে হ্রাস হয় উহাকে কৃষ্ণপক্ষ বলে। দুই পক্ষে ১ মাস হয়। ৩০ দিন ও রাত্রিতে একমাস হয়। ৩০ দিন-রাত্রি ও অর্দ্ধ দিবসে সৌর মাস হয়। ৩০ দিন-রাত্রি হইতে অর্দ্ধ দিবস কম হইলে চান্দ্রমাস বলে। ২৭ দিবা রাত্রিতে মাস পূর্ণ হইলে সেই মাসকে নক্ষত্র মাস বলে। ৩২ দিনে মাস পূর্ণ হইলে উহাকে মলমাস বলে। ৩৫ দিনে অশ্বারোহিগণের, ও ৪০ দিনে হস্তিচালকগণের মাস হয়। দুই মাসে এক ঋতু হয়। শ্রাবণ ও প্রৌষ্ঠপদ মাস বর্ষাকাল বলিয়া পরিগণিত হয়। আশ্বযুজ এবং কার্ত্তিক মাস শরৎ, মার্গশীর্ষ এবং পৌষ হেমন্ত,

মাঘ ও ফাল্গুন শিশির, চৈত্র ও বৈশাখ বসন্ত, এবং জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাস গ্রীষ্ম ঋতু। শিশির হইতে উত্তরায়ণ এবং বর্ষা হইতে দক্ষিণায়ণ হয়। দুই অয়ণে এক সম্বৎসর এবং পাঁচ বৎসরে ১ যুগ হয়। সূর্য্য প্রত্যেক দিবসের ষষ্টিতমাংশ হরণ করে এবং এই প্রকারে ২ মাস ১ দিন পূর্ণ হয়। চন্দ্রের এই প্রকারে ষষ্টিতমাংশ ছেদ হয় এবং এ হেতু দুই মাসে এক দিন কম হয়। সুতরাং প্রতি তিন বৎসরের মধ্যভাগ সূর্য্য ও চন্দ্র ১ অধিমাস গ্রীষ্মে প্রথমবার এবং পাঁচ বৎসরের শেষে দ্বিতীয়বার পূর্ণ হয়।

—o—

একবিংশ অধ্যায়।

শুল্কাধ্যক্ষ।

শুল্কাধ্যক্ষ নগরের সিংহদ্বারের নিকট উত্তর বা দক্ষিণমুখী করিয়া শুল্কগৃহ এবং শুল্কশালাধ্বজ স্থাপন করিবেন। বণিকৃগণ পণ্যসহ ঐ স্থানে উপস্থিত হইলে ৪।৫ জন শুল্ক-আদায়কারী নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করিবে ;—যথা, বণিকৃগণ কে, কোনস্থান হইতে তাহারা আগমন করিল, কতখানি পণ্য তাহারা আনয়ন করিয়াছে এবং কোন্‌স্থানে প্রথম তাহাদের পণ্যের উপর অভিজ্ঞান মুদ্রা দেওয়া হইয়াছে। যাহাদের পণ্যে মুদ্রা দেওয়া হয় নাই, তাহারা দ্বিগুণ শুল্ক প্রদান করিবে। কূট মুদ্রা ব্যবহার করিলে অর্দ্ধগুণ শুল্ক প্রদান করিবে। যদি মুদ্রা নষ্ট করা হইয়া থাকে, তাহাহইলে বণিকৃগণকে ঘটিকাস্থানে যাইতে বাধ্য করা হইবে। যখন এক প্রকার মুদ্রার পরি-

বর্ত্তে অন্য প্রকার মুদ্রা ব্যবহার করা হইবে, অথবা এক নামের পণ্যের অন্য নাম দেওয়া হইবে, তখন প্রত্যেক বোঝায় ১$\frac{1}{8}$ পণ দণ্ড দিতে হইবে। শুল্কধ্বজার নিকট পণ্যদ্রব্য স্থাপন করিয়া বণিক্‌গণ পণ্যের পরিমাণ ও মূল্য জ্ঞাপন করিয়া তিনবার ঘোষণা করিবে "কে এই মূল্যে এই পণ্য ক্রয় করিবে ?" যাহারা উহা ক্রয়ে অভিলাষী হইবে, বণিক্‌গণ তাহাদিগের নিকট উহা বিক্রয় করিবে। যখন ক্রেতা অধিক মূল্যে উহা ক্রয় করিবে, তখন শুল্ক ও এই মূল্য (অর্থাৎ নির্দ্ধারিত মূল্যাপেক্ষা অধিক মূল্য) রাজকোষে প্রদান করিতে হইবে। যখন অধিক শুল্ক দিবার ভয়ে পণ্যের পরিমাণ বা মূল্য হ্রাস করা হয়, তখন বাহুল্য অংশ রাজকোষে বাজেয়াপ্ত হইবে অথবা বণিক্ নির্দ্ধারিত শুল্কের ৮ গুণ অধিক শুল্ক প্রদান করিবে। যখন থলিমধ্যস্ত পণ্যের মূল্য নিকৃষ্ট নমুনা দেখাইয়া অথবা যখন মূল্যবান পণ্য স্বল্পমূল্যের পণ্য দ্বারা আবৃত রাখিয়া মূল্য কম দেখান হইবে, তখন ও ঐ শাস্তি হইবে।

যখন ক্রেতার ভয়ে কোনও পণ্যের মূল্য সাতিশয় বৃদ্ধি পায়, তখন এই বাহুল্য মূল্য অথবা দ্বিগুণ শুল্ক রাজা গ্রহণ করিবেন। যদি শুল্কাধ্যক্ষ পণ্য গোপন করেন, তবে তাঁহারও ঐরূপ দণ্ড বা আটগুণ শুল্ক প্রদান করিতে হইবে। এই জন্য সুনিশ্চিতরূপে পণ্যের পরিমাণ ও সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিয়া পরে উহা বিক্রয় করিতে হইবে।

নিকৃষ্ট পণ্যের বা যাহা বিনাশুল্কে বিক্রয় করিতে দিতে হইবে সেইরূপ পণ্যের শুল্ক বিশেষ বিবেচনার সহিত নির্দ্ধারিত করিতে হইবে। যে সকল বণিক্ শুল্ক না দিয়া শুল্কশালা অতিক্রম করে, তাহাদের ন্যায্য শুল্কের আটগুণ অধিক দণ্ড হইবে। যাহারা নগরে গমনাগমন করে, তাহারা কোনও পণ্যের শুল্ক দেওয়া হইয়াছে কিনা, অনুসন্ধান করিবে।

বিবাহের জন্য অন্বায়ন (পিতৃগৃহ হইতে স্বামীগৃহে যাইবার জন্য

স্ত্রীর পণ) বা যাহা উপহারার্থে লওয়া হইতেছে, তাহা এবং যজ্ঞের জন্য, প্রসব, দেবপূজা, চূড়া, উপনয়ন, গো দান ব্রত, দীক্ষা এবং অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের জন্য পণ্য বিনা শুল্কে লওয়া যাইবে। যাহারা শুল্ক সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিবে,তাহাদের চৌরের ন্যায় শাস্তি হইবে। বিনা-শুল্কে গোপনে পণ্য প্রেরণ করিলে অথবা মুদ্রা দেওয়া শুল্কের সহিত অপর পণ্য প্রেরণ করিলে, গোপনে প্রেরিত পণ্য-মূল্যের সমান দণ্ড হইবে।

যাহারা মিথ্যাপূর্ব্বক গোময় স্পর্শ করিয়া গোপনে পণ্য প্রেরণ করিবে, তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর দণ্ড হইবে। কোনও ব্যক্তি নিষিদ্ধ পণ্য যথা শস্ত্র, বর্ম্ম, কবচ, লৌহ, রথ, রত্ন, ধান্য, পশু, আমদানী করিলে অন্যত্র বর্ণিত শাস্তি ব্যতীত ঐ সকল দ্রব্য হইতে তাহার সত্বচ্যুতি হইবে।

অন্তপাল পাণ্যের প্রত্যেক বোঝা প্রতি ১$\frac{১}{৪}$ পণ বর্ত্তনী * পাইবেন ; একচক্ষু বিশিষ্ট জন্তুর উপর একপণ, অন্যান্য পশুর উপর অর্দ্ধপণ এবং ক্ষুদ্রপশুর উপর $\frac{১}{৪}$ পণ এবং মাথায় করিয়া যে সকল বোঝা বহন করা যাইতে পারে, উহার জন্য একমাষা শুল্ক আদায় করিবেন। তাঁহার অধিকারভুক্ত স্থানে বণিক্‌গণের কিছু ক্ষতি হইলে, তিনিই তাহা পূরণ করিবেন। বৈদেশিক পণ্য বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া এবং ঐ সকল পণ্যে নিজ মুদ্রা স্থাপন করিয়া তিনি উহা শুল্কাধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন। অথবা তিনি কোনও গুপ্তচরকে বণিকের বেশে পণ্যের পরিমাণ ও গুণাগুণ সহ রাজার নিকট প্রেরণ করিবেন। রাজা এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য ঐ সংবাদ শুল্কাধ্য-ক্ষকে প্রেরণ করিবেন। শুল্কাধ্যক্ষ সকল বণিক্‌কে বলিবেন যে, এই

* রোডসেস।

দুই বণিক্ এই এই প্রকারের পণ্য আনয়ন করিয়াছে এবং ইহা গোপন করিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। কারণ, সর্ব্বজ্ঞ রাজা এই সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন।

নিকৃষ্ট পণ্য গোপন করিলে শুল্কের আটগুণ দণ্ড হইবে এবং উৎকৃষ্ট পণ্য গোপন করিলে ঐ পণ্য রাজকোষ ভুক্ত হইবে। অনধিকারক বা অনাবশ্যক পণ্য প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না; এবং যাহা উপকারী এবং যে সকল বীজ দুর্ল্ভ, উহা বিনাশুল্কে আনিতে দেওয়া হইবে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

শুল্ক ব্যবহার।

বাহ্যিক (প্রদেশজাত) ও আভ্যন্তরীণ (দুর্গমধ্যে প্রস্তত) পণ্য অথবা বৈদেশিক পণ্যের আমদানী এবং রপ্তানি সময়েই শুল্ক দিতে হইবে। আমদানী পণ্যের মূল্যের এক-পঞ্চমাংশ শুল্ক প্রদান করিতে হইবে। অধ্যক্ষ পুষ্প, ফল, শাক, মূল, কন্দ, পল্লিক, বীজ, শুষ্কমৎস্য ও মাংসে ⅙ শুল্ক রূপে গ্রহণ করিবেন। শঙ্খ, মণি, মুক্তা, প্রবাল এবং অলঙ্কার সম্বন্ধে সময়,ব্যয় এবং বেতন প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি শুল্ক নির্দ্ধারণ করিবেন। ক্ষৌম, দুকুল, ক্রিমিতান (রেশম), কঙ্কট, হরিতাল, ধনশিলা, হিঙ্গুল, লৌহ বর্ণধাতু, চন্দন, অগরু, কটুক, কিন্ব, আবরণ, মদ্য, হস্তিদন্ত, অজিন, ক্ষৌম, আস্তরণ, প্রাচরণ, এবং ক্রিমিজাত দ্রব্যে এক ষোড়শাংশ শুল্কগ্রহণ করিবেন।

জাত দ্রব্য, মেষজাত পশম ও অন্যান্য দ্রব্যে শুল্কাধ্যক্ষ ১/১০ হইতে ১/১৫ শুল্করূপে গ্রহণ করিবেন।

তিনি বস্ত্রে, জন্তুতে এবং চতুষ্পদ, দ্বিপদও, সূত্র, কার্পাস, গন্ধ, ঔষধ, বেণু, বল্কল, চর্ম্ম, মৃতপাত্র, শস্য, তৈল, ক্ষার, লবণ, মদ্য, এবং পক্কান্নে ১/২০ অংশ হইতে ১/২৫ অংশ শুল্ক গ্রহণ করিবেন। দ্বারদেশে গৃহীত শুল্ক অন্য শুল্কের অপেক্ষা এক-পঞ্চমাংশ কম হইবে। যে স্থানে পণ্য উৎপাদিত বা প্রস্তুত হইবে, তথায় কোনও কারণেই ঐ পণ্য বিক্রয় করা বিধেয় নহে। খনিজ এবং অন্যান্য পণ্য আকর হইতে ক্রয় করা হইলে, ৬০০ শতপণ অর্থদণ্ড হইবে। পুষ্প ও ফল উদ্যান হইতে ক্রয় করা হইলে. ৫৪ পণ অর্থদণ্ড হইবে। শাক, মূল এবং কন্দ, উদ্যান হইতে ক্রয় করা হইলে ৫১¼ পণ অর্থদণ্ড হইবে। ক্ষেত্র হইতে কোনও প্রকার তৃণ খরিদ করা হইলে ৫৩ পণ অর্থদণ্ড হইবে। সীতাত্যয়ে (কৃষিজাত দ্রব্য) এক ও অর্দ্ধপণ দণ্ড আদায় করিতে হইবে।

এই জন্য দেশ বা জাতির নিয়মানুযায়ী পণ্যের শুল্ক নির্দ্ধারণ করিতে হইবে এবং অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী দণ্ড নির্দ্ধারিত হইবে।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

——ঃ(০)ঃ——

সূত্রাধ্যক্ষ।

সূত্রাধ্যক্ষ, সূত্র, বর্ম্ম, বস্ত্র এবং রজ্জুনির্ম্মাণে উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিবেন। বিধবা, খঞ্জ-স্ত্রীলোক, বালিকা, ভিক্ষুনী, সন্ন্যাসিনী, দণ্ড-প্রতিকারিনী (যাহারা দণ্ড দিতে অসমর্থা হওয়ায় কার্য্য করিতে বাধ্য

হইয়াছে), বেশ্যাগণের মাতা,রাজার বৃদ্ধা দাসীগণ এবং যে সকল বেশ্যা মন্দিরে কার্য্য করিতে বিরতা হইয়াছে, তাহারাই উর্ণা, বল্কল, কার্পাস, তুলা এবং শণ কর্ত্তন করিবে।

যে প্রকার সূত্র বয়ন করিবে, (অর্থাৎ সূক্ষ্ম, স্থুল, এবং মধ্যম) উহা ও বয়নের পরিমাণ দেখিয়া উহাদের বেতন নির্দ্ধারিত হইবে। যাহারা অধিক পরিমাণে সূত্র বয়ন করিবে, তাহাদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য তৈল, হরিতকী ও আচার উপহার-স্বরূপ প্রদত্ত হইবে। বিশেষরূপ পুরস্কার প্রদান করিয়া, ইহাদের (অর্থাৎ যাহারা অধিক পরিমাণে সূত্র প্রস্তুত করিতে সক্ষম) পুণ্য-তিথিতে (উৎসবের দিবস) কার্য্যে নিযুক্ত রাখা যাইতে পারে।

যে উপাদান সরবরাহ করা যাইবে, সে তুলনায় সূত্র বয়ন কম হইলে, বেতন হ্রাস করা যাইতে পারে।

যে সকল নিপুণ কারিকর নির্দ্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দ্ধারিত বেতনে, নিরূপিত কার্য্য সমাধা করিতে পারিবে, তাহাদিগকে বয়ন কার্য্যে নিযুক্ত করা যাইতে পারিবে। অধ্যক্ষ অনবরত শ্রমিকগণের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবেন।

যাহারা উৎকৃষ্ট বস্ত্র, পরিচ্ছেদ, রেশমী ও পশমী বস্ত্র এবং উত্তম সূত্র প্রস্তুত করিতে পারিবে, তাহাদিগকে গন্ধ, মাল্য এবং অন্যান্য উপহার প্রদান করিয়া উৎসাহ দিতে হইবে।

নানাপ্রকার পরিচ্ছদ, আস্তরণ এবং কম্বলাদি প্রস্তুত করিতে হইবে। অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কবচ নির্ম্মাণ করিবে।

যে সকল স্ত্রীলোক বাটীর বহির্দ্দেশে গমনাগমন করেন না, যাঁহারা প্রোষিত-ভর্ত্তিকা এবং যাঁহারা বিধবা বা অবিবাহিতা, যখন এই সকল স্ত্রীলোক উদরান্নের জন্য কর্ম্ম করিতে বাধ্য হইবেন, তখন বয়নালয়ের

দাসীদ্বারা ইহাঁদের নিকট তন্তু-প্রস্তুতের উপাদান সসম্মানে প্রেরণ করিতে হইবে।

যে সকল স্ত্রীলোক বয়নশালায় উপস্থিত হইতে পারে, তাহারা প্রত্যুষে তথায় উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ ভাণ্ডের (অর্থাৎ যে সূত্র প্রস্তুত করিয়াছে) পরিবর্ত্তে বেতন গ্রহণ করিতে পারিবে। সূত্র পরীক্ষার জন্য যে সামান্য আলোকের আবশ্যক, তাহাই রাখিতে হইবে। যদি সূত্রাধ্যক্ষ এই সকল স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন করেন অথবা অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রথম প্রকারের অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে। বেতন দিতে বিলম্ব করিলে মধ্যম প্রকারের দণ্ড হইবে। অসমাপ্ত কার্য্যের জন্য বেতন দিলেও এই প্রকার শাস্তি হইবে।

যে স্ত্রীলোক বেতন গ্রহণ করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিবে না, তাহার বৃদ্ধাঙ্গুলি ছেদন করিয়া দিতে হইবে। গৃহীত অর্থ অন্যায়রূপে ব্যয় বা অপহরণ করিলে, অথবা উপাদান লইয়া পলায়ন করিলে, তাহাদিগকেও এই প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে হইবে। তন্তুবায়গণ অপরাধ করিলে তাহাদের বেতন হইতে অপরাধানুযায়ী দণ্ড আদায় করিতে হইবে।

অধ্যক্ষ রজ্জু ও কবচ নির্ম্মাণ কারিগণের কার্য্যও পরিদর্শন করিবেন। তিনি সূত্র ও বল্কল হইতে রজ্জু এবং বেত্র ও বংশ হইতে পেটী নির্ম্মাণ করিবেন। এই সকল সূত্র ও রজ্জু পশুদিগের জন্য ব্যবহৃত হইবে।

———

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

সীতাধ্যক্ষ।

কৃষিতন্ত্র এবং গুল্ম, বৃক্ষ ও আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ সীতাধ্যক্ষ স্বয়ং বা যাহারা এই সকল বিদ্যায় পারদর্শী, তাহাদিগের সাহায্যে শস্য, পুষ্প, ফল, শাক, কন্দ, মূল, পাল্লীক্য, ক্ষৌম ও কার্পাসের বীজ সময়ানুসারে সংগ্রহ করিবেন। যে সকল রাজকীয় ভূমি অনেকবার কর্ষিত হইয়াছে, সেই সকল ভূমিতে ক্রীতদাস, শ্রমিক ও বন্দীদ্বারা বীজ রোপণ করিবেন। কর্ষণ-যন্ত্র বা অন্য উপাদানের অভাবে যেন তাহাদের কার্য্যের কোনরূপ ক্ষতি না হয়। কর্ম্মকার, সূত্রধর, মেদক, * রজ্জু প্রস্তুত-কারক, অথবা যাহারা সর্প বশ করে, তাহাদিগেরও যেন অভাব না হয়। এই সকল ব্যক্তির জন্য ক্ষতি হইলে ঐ ক্ষতির অনুযায়ী অর্থদণ্ড হইবে।

জাঙ্গাল প্রদেশে ষোড়শ দ্রোণ বৃষ্টি পতন হয়। আনূপ প্রদেশে তদৰ্দ্ধেক বারি পতন হয়। মহারাষ্ট্রদেশে ১৩½ দ্রোণ, এবং অবন্তি প্রদেশে ২৩ দ্রোণ, বারিপতন হয়। পশ্চিম প্রদেশে, হিমালয়াঞ্চলে এবং যে সকল প্রদেশে কৃষির জন্য কূল্যাব * প্রস্তুত হয়, তথায় অত্যন্ত বারিপাত হয়।

যখন বর্ষা ঋতুর প্রারম্ভে ও শেষে আবশ্যক বৃষ্টির এক তৃতীয়াংশের পতন হয় ও মধ্যভাগে দুই তৃতীয়াংশ হয়, তখন বারিপতন উপযুক্ত হইয়াছে বলিতে হইবে।

---

* Borers.

† 'কূল্যাবাপানাং' water channel.

বৃহস্পতির স্থান, গমন ও গর্ভাধান, শুক্রগ্রহের উদয়াস্ত এবং সূর্য্যের স্বাভাবিক প্রকৃতি দৃষ্টে বৃষ্টিপাতের পূর্ব্বগণনা করা যায়।

সূর্য্য হইতে বীজের অঙ্কুরোদ্যম, বৃহস্পতির স্থান দৃষ্টে বীজের গঠন এবং শুক্রের গতি দৃষ্টে বৃষ্টিপতন অনুমান করা যায়।

তিন প্রকার মেঘ হইতে অনবরত সপ্তদিবস বারি পতন হয় এবং অশীতি প্রকার মেঘে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু-সমন্বিত বারিপাত হয়; সূর্য্যকিরণের সহিত ষাট প্রকার মেঘ দেখা যায়। যে স্থলে বারিপতনের সহিত বাতাস প্রবাহিত হয় না অথবা সূর্য্য কিরণ-জাল বিস্তার করেন না, এবং যে বারিতে ক্ষেত্র সকল তিনবার কর্ষিত হইতে পারে, সেই বৃষ্টিতে সুশস্য হওয়া নিশ্চিত। এই জন্য অধ্যক্ষ বারিপতন দৃষ্টে বীজ রোপন করিবেন।

শালি, ব্রীহি, কোদ্রব, তিল, প্রিয়ঙ্গু, দারক এবং বরকা,বর্ষার পূর্ব্বেই রোপণ করিতে হইবে।—মুগ, মাস এবং শৈম্বা ঋতুর মধ্যভাগে বপন করিতে হইবে। কুসুম্ভ, মসুর, কুলুথ, যব, গোধূম, কলায়, সর্ষপ, সর্ব্বশেষে রোপন করিতে হইবে। অথবা সময় বুঝিয়া শস্য বপন করিতে হইবে।

যে সকল ক্ষেত্রে শস্যোৎপাদন সুকঠিন, সে সকল ক্ষেত্রের শস্য অর্দ্ধাংশ উৎপাদককে দিবার বন্দোবস্ত করিয়া বপন করিতে হইবে; অথবা যাহারা কায়িক পরিশ্রমে জীবনধারণ করে, তাহাদের এক চতুর্থাংশ বা এক পঞ্চমাংশ দান করিয়া এই সকল ভূমিতে শস্য উৎপাদন করিতে হইবে।

যাহারা নিজেরাই নিজ ২ ভূমি কর্ষণ করে, তাহারা "উদক ভাগ" স্বরূপ উৎপন্ন দ্রব্যের এক পঞ্চমাংশ প্রদান করিবে; যাহারা স্কন্ধে করিয়া জল বহন করিয়া ক্ষেত্রে জল সেচন করে, তাহাদিগকে এক

চতুর্থাংশ প্রদান করিতে হইবে। যাহারা স্রোতযন্ত্র দ্বারা জল সেচন করিবে, তাহারা এক তৃতীয়াংশ এবং যাহারা নদী, হ্রদ, পুষ্করিণী এবং কূপ হইতে জল সিঞ্চন করিবে তাহারা এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ প্রদান করিবে।

অধ্যক্ষ ক্ষেত্রে শ্রমিক ও জল অনুযায়ী, কেদার, হৈমন্তিক এবং গ্রৈষ্মিক শস্য উৎপাদন করিবেন। জ্যৈষ্ঠ মাস শালি ধান্যাদি উৎপাদনে প্রশস্ত; মধ্য ঋতুতে শাক উৎপাদন করিতে হইবে; ইক্ষুদণ্ড উৎপাদনে অনেক বিপদ এবং ইহার জন্য অত্যধিক যত্ন ও ব্যয় বহন করিতে হইবে।

যে সকল ক্ষেত্র ফেনাঘাতে আহত হয় (যথা নদীতীরস্থ ক্ষেত্র) তথায় অলাবু, কুষ্মাণ্ড; যে সকল ক্ষেত্র জল-প্লাবিত হয় তথায় লঙ্কা ও ইক্ষুদণ্ড, কূপ-সান্নিধ্যে শাক ও মূল. নিম্ন ভূমিতে হরিৎশস্য এবং দুই প্রকার শস্যের মধ্যস্থলে গন্ধ. ভৈষজ, উশীর, হীর (?) বেরবা, পিণ্ডালুক * এবং ঐ জাতীয় শস্যাদি বপন করিতে হইবে। যে সকল ভেষজ জলাভূমিতে উৎপন্ন হইতে পারে, উহা ঐ সকল ক্ষেত্রে এবং স্থলে † ও উৎপাদন করিতে হইবে।

বীজ তুষার ও রৌদ্রে সাতদিবস ও রাত্রি রক্ষা করিতে হইবে; মুগ মাষ প্রভৃতির বীজ এই প্রকারে তিন রাত্রি রাখিতে হইবে। ইক্ষুদণ্ড ও কন্দ-বীজের প্রান্তদেশ মধু, ঘৃত, চর্ব্বি, এবং গোময় লেপন করিয়া রাখিতে হইবে; অস্থিবীজ ‡ গোময় লেপন করিয়া রক্ষা করিতে হইবে

---

* lac

† স্থলম্ (Pots)

‡ Cotton seeds

এবং বৃক্ষের মূলদেশের গর্ত্তগুলি অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিয়া উপযুক্ত সময়ে গো-অস্থি ও গোময় পূর্ণ করিতে হইবে।

অঙ্কুরে গব্যঘৃত, ক্ষুদ্র মৎস এবং স্নুহির সার * প্রদান করিতে হইবে। যে স্থানে কার্পাস-সার ও সর্পের খোলস দাহ করা যায়, সে স্থলে সর্প থাকিতে পারে না।

বীজ বপন করিবার পূর্ব্বে প্রত্যেক সময়েই জলে ধৌত করিয়া, প্রথমে একমুষ্টি বীজ স্বুবর্ণ খণ্ড সহ বপন করিতে হইবে; তৎকালে নিম্ন লিখিত মন্ত্রোচ্চারণ করিতে হইবে ; যথা "প্রজাপতয়েঃ কাশ্যপায় দেবায় নমঃ, সদা সীতা মেধ্যতাং দেবী বীজেষু চ ধনেষু চণ্ড বাটণী" (প্রজাপতি কল্যাণদেবকে নমস্কার করি। সদা সর্ব্বদাই কৃষির উন্নতি হউক এবং দেবী যেন বীজে বাস করেন।)

প্রহরী, ক্রীতদাস এবং শ্রমিকগণকে তাহাদের কার্য্যের অনুপাতানুসারে আহার দিতে হইবে। প্রতিমাসে তাহাদের ১¼ পণ বেতন দিতে হইবে। কারিকর সকলকে তাহাদের কর্ম্মানুযায়ী বেতন ও আহার দিতে হইবে।

বেদজ্ঞ, তপস্যারত ব্যক্তিগণ, ক্ষেত্র হইতে পূজার্থ পক্ক ফল ও পুষ্প গ্রহণ করিতে পারেন ; তাঁহারা শস্য-সংগ্রহ-কালীন পূজার ধান্য ও যব গ্রহণ করিতে পারেন এবং যে সকল ব্যক্তি ক্ষেত্রে শস্য আহরণের পর অবশিষ্ট সংগ্রহ করে † তাহারাও শস্য লইতে পারে।

শস্যোৎপাদন শেষ হইলেই শস্য সংগ্রহ করিতে হইবে। কোন বিজ্ঞব্যক্তি শস্যক্ষেত্রে কোন দ্রব্যই রাখিবেন না। এমন কি

---

* (Euphorbia antiquorum)

† উঞ্ছবৃত্তিশীল

তুষও রাখিবেন না। শস্য কর্ত্তিত হইলে স্তূপাকার করিয়া রাখিতে হইবে। স্তূপীকৃত শস্য পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে। শস্য-ঝাড়িবার ক্ষেত্র সকল নিকটবর্ত্তী হওয়া আবশ্যক। ক্ষেত্রস্থ শ্রমিকগণকে সদা সর্ব্বদাই জল দেওয়া হইবে কিন্তু কদাচ অগ্নি প্রদান করা হইবে না।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

সুরাধ্যক্ষ।

* * * *

ষড়বিংশ অধ্যায়।

সূনাধ্যক্ষ।

যখন কোন ব্যক্তি অভয়ারণ্য স্থিত, মৃগ, পশু, পক্ষী, মৎস্য ধৃত বা হত্যা করিবে বা উৎপীড়ন করিবে তখন তাহার উত্তম প্রকারের অর্থদণ্ড হইবে। গৃহস্থ সকল ঐ সকল অরণ্যে প্রবেশ করিলে তাহাদের দ্বিতীয় প্রকার অর্থদণ্ড হইবে। যখন কোন ব্যক্তি অহিংসাকারী মৎস্য বা পক্ষী বন্ধন, বধ বা উৎপীড়ন করিবে, তখন তাহার ২৭৳ পণ অর্থদণ্ড হইবে এবং যখন ঐরূপ ব্যক্তি মৃগ এবং অন্যান্য পশুর সহিত ঐরূপ আচরণ করিবে, তখন তাহার দ্বিগুণ দণ্ড হইবে।

অধ্যক্ষ ধৃত হিংসুক পক্ষীর ষষ্ঠাংশ গ্রহণ করিবে; তদ্রূপ মৎস্য ও পক্ষীর দশমাংশ বা দশমাংশের অধিক গ্রহণ করিবে। অভয়ারণ্যে জীবিত পশু ও পক্ষীর ষষ্ঠাংশ ছাড়িয়া দিতে হইবে। অশ্ব অথবা মনুষ্যাকারের জন্তু, ষণ্ড, গর্দ্দভ, এবং সমুদ্র, নদী, হ্রদ এবং খালস্থ মৎস্য ধৃত করিবে না। ক্রৌঞ্চ, উৎক্রোশক, দাত্যুহ, হংস, চক্রবাক, জীবঞ্জীবক, ভৃঙ্গরাজ, চকোর, মত্তকোকিল, ময়ূর, শুক, ময়না এবং অন্যান্য মঙ্গলসূচক পক্ষী বা

পশু সকলকে নির্য্যাতন হইতে রক্ষা করিতে হইবে। যাহারা উপর্যুক্ত নিষেধ প্রতিপালন না করিবে, তাহাদের প্রথম প্রকারের শাস্তি হইবে। সদ্যোহত এবং অস্থিশূন্য মাংস বিক্রয় করিতে হইবে। অস্থি সহিত মাংস বিক্রয় করিলে ক্ষতিপূরণ দিবে। কম পরিমাণে মাংস দিলে, অষ্টগুণাধিক ক্ষতিপূরণ দিবে। গোবৎস, বৃষ বা ধেনু বধ করিবে না। উহা বধ বা নির্য্যাতন করিলে, ৫০ পণ অর্থদণ্ড হইবে। যে সকল পশু পরিসূনমের * বহির্ভাগে নিহত হইয়াছে, সেই সকল পশুর মস্তক, বা পদশূন্য পশু, অস্থিশূন্য মাংস, পচামাংস বা যে জন্তু অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে তাহাদের মাংস বিক্রয় নিষিদ্ধ। অন্যথা দ্বাদশপণ অর্থদণ্ড হইবে। অভয়ারণ রক্ষিত পশু, বন্যজন্তু, হস্তী এবং মৎস দুষ্ট প্রকৃতিগ্রস্ত হইলে অন্যত্র আবদ্ধ বা হত্যা করিতে হইবে।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

গণিকাধ্যক্ষ।

* * * *

অষ্টবিংশ অধ্যায়।

নাবধ্যক্ষ।

নাবধ্যক্ষ সমুদ্র-গামী জাহাজ ও যে সকল জাহাজ নদীমুখ, স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক হ্রদ ও স্থানীয় অন্যান্য সুরক্ষিত দুর্গের

* কসাইখানা

নিকটবর্ত্তী নদীতে গমনাগমন করে, তাহাদের হিসাব পরীক্ষা করিবেন।

সমুদ্রতীরস্থ ও নদী ও হ্রদের নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকল নির্দ্ধারিত শুল্ক প্রদান করিবে। মৎস্যজীবিগণ তাহাদের ধৃত মৎস্যের এক ষষ্ঠাংশ 'নৌক হাটক' * স্বরূপ প্রদান করিবে। বণিক্‌গণ পত্তনে * তাহাদের নির্দ্ধারিত শুল্ক প্রদান করিবে। রাজকীয় জাহাজে আগত যাত্রিগণ আবশ্যক ভাড়া দিবে। যাহারা শঙ্খ ও মুক্তা সংগ্রহে রাজকীয় নৌকা ব্যবহার করিবে, তাহারা আবশ্যক ভাড়া দিবে; অথবা তাহারা নিজ ২ নৌকাও ব্যবহার করিতে পারিবে। নাবধ্যক্ষ পণ্য-পত্তনে প্রচলিত রীতি-নীতি অবধান করিবেন এবং পত্তনাধ্যক্ষের আদেশ প্রতিপালন করিবেন। পণ্য-পত্তনে যখন কোনও বাত্যাহত জাহাজ উপস্থিত হইবে, তখন পত্তনাধ্যক্ষ তাহাকে পিতার ন্যায় অনুগ্রহ দেখাইবেন। যে সকল জাহাজের পণ্য জলদুষ্ট হইয়াছে, তাহাদের শুল্ক হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে; অথবা অর্দ্ধেক শুল্ক লইয়াই তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে যাত্রা করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। যে সকল জাহাজ গন্তব্যপথে কোনও বন্দরে অল্পক্ষণের জন্য অবস্থিতি করিবে, তাহাদিগকে শুল্ক প্রদানে অনুরোধ করিতে হইবে।

হিংস্রিকা, (দস্যু জাহাজ) ও যে সকল জাহাজ শত্রুর রাজ্যে যাইতেছে এবং যে সকল জাহাজ পণ্যপত্তনে প্রচলিত নিয়মাবলি পালন করে নাই, তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে হইবে।

---

* মৎস্য ধরিবার অনুমতির জন্য দেয়-শুল্ক।

† Port-town.

যে সকল মহানদী শীত ও গ্রীষ্মকালেও উত্তীর্ণ হওয়া যায় না, তথায় শাসক, নিয়ামক ও ভৃত্যবর্গ সহ বৃহৎ নৌকা রাখিতে হইবে।

বর্ষাকালে যে সকল ক্ষুদ্র নদীর জল বৃদ্ধি পায়, তথায় ক্ষুদ্র নৌকা রাখিতে হইবে। অনুমতি ব্যতিরেকে নদী পারাপার নিষিদ্ধ, কারণ তাহা না হইলে রাজদ্রোহিগণ অনায়াসে পলায়ন করিতে পারিবে। যখন কোনও ব্যক্তি নির্দ্ধারিত স্থল পরিত্যাগ করিয়া অসময়ে ও অপর স্থান দিয়া নদী পার হইবে, তখন তাহার প্রতি প্রথম প্রকারের দণ্ড প্রয়োগ করিতে হইবে।

কৈবর্ত্ত, কাষ্ঠ, তৃণ, পুষ্প ও ফল বহনকারী, উদ্যান-রক্ষক, গো-পালক, যে সকল ব্যাক্তি অপরাধীর পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে, অগ্রগামী দূতের পশ্চাদ্‌গামীব্যক্তিগণ, এবং দ্রব্য ও আহার্য্য বহনকারী ও আদেশ পালনকারী ভৃত্য, যাহারা নিজ ২ নৌকায় যাতায়াত করে, এবং যাহারা গ্রামে বীজ, জীবন ধারণোপযোগী আবশ্যক দ্রব্য, পণ্য ও অন্যান্য উপাদান সরবরাহ করে, তাহারা ইচ্ছামত পারাপার করিতে পারিবে।

ব্রাহ্মণ, তাপস, বালক, বৃদ্ধ, ব্যাধিত, রাজ-সন্দেশ বাহক, ও গর্ভিণীগণ বিনাশুল্কে নদী পার হইতে পারিবে।

বৈদেশিক বণিক্‌গণ, যাহারা এইদেশে বহু বার আগমন করিয়াছে, এবং যাহারা স্থানীয় বণিক্‌গণের সুপরিচিত, তাহারা পণ্য-পত্তনে প্রবেশ করিতে পারিবে।

যে ব্যক্তি পরস্ত্রী, বা কন্যা বা ধন অপহরণ করিয়াছে, যাহাকে দেখিলে সন্দেহ হয়, বা যাহার সহিৎ কোন দ্রব্যাদি নাই, যে মূল্যবান দ্রব্য গোপন করিতে চেষ্টা করে, যে সদ্য বেশ পরিবর্ত্তন করিয়াছে, যে নিজ স্বাভাবিক বেশ পরিবর্ত্তন করিয়াছে, যে সদ্য সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করিয়াছে, যাহাকে ভয়গ্রস্ত বলিয়া বোধ হয়, যে

গোপনে মূল্যবান দ্রব্য বহন করিতেছে, যে গুপ্ত কার্য্যে অগ্রসর হইতেছে, যে অস্ত্র বা বিদারণ-ক্ষম দ্রব্য লইয়া যাইতেছে, যে নিজ হস্তে বিষ লইয়া যাইতেছে এবং যে ছাড় পত্র ব্যতীত অনেক দূর হইতে আগমন করিতেছে, তাহাকে বন্দী করিতে হইবে।

ক্ষুদ্র চতুষ্পদ জন্তু ও সামান্য বোঝা লইয়া যে নদী পার হইবে তাহাকে একমাষা শুল্ক দিতে হইবে।

মনুষ্যের স্কন্ধে বা মস্তকে বোঝা থাকিলে, এবং গো ও অশ্ব প্রভৃতির জন্য দুই মাষা শুল্ক দিতে হইবে। উষ্ট্র ও মহিষের জন্য চারি মাষা, লঘু শকটের জন্য পাঁচমাষা, এবং বলীবর্দ্দ-যোজিত শকটের জন্য ছয় মাশা ও বৃহৎ শকটের জন্য সাত মাষা শুল্ক দিতে হইবে। মহানদী হইলে ইহাতে দ্বিগুণ দিতে হইবে।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

গোঽধ্যক্ষ।

গোঽধ্যক্ষ 'বেতনোপ্রগ্রাহিক', 'করপ্রতিকর', 'ভগ্নোৎসৃষ্টক,' 'ভাগানুপ্রবিষ্টক,' 'ব্রজপর্য্যগ্র' 'নষ্ট' 'বিনষ্ট' এবং গাভীর সংগৃহীত ঘৃত ও দুগ্ধের তত্ত্বাবধান করিবেন *। যখন কোন গোপালক, মহিষপালক, দোহক, মন্থনকারক, এবং লুব্ধক বেতনভুক হইয়া শত শত ধেনু চারণ করে (অন্যথা দুগ্ধ ও ঘৃতের লোভে তাহারা বৎসকে বিশেষ পীড়ন করিবে)

* "Herds maintained for wages, herds surrendered for a fixed amount of dairy produce, useless and abandoned herds, herds maintained for a share in dairy produce, classes of herds, cattle that strayed, cattle that are lost."

তখন ঐ প্রথাকে 'বেতনোপগ্রাহিক' বলে। যখন কোন এক ব্যক্তি প্রত্যেক প্রকারের সমসংখ্যক জরদ্গব (বৃদ্ধ) ধেনু, গর্ভিনী, বন্ধা, ও বৎসতরী প্রতিপালন করে, এবং নির্দ্ধারিত পরিমাণে ঘৃত এবং মৃতগাভীর চর্ম্মাদি সরবরাহ করে তখন উহাকে 'করপ্রতিকর' বলে। ব্যাধিত পশু, যে সকল ধেনু অন্যের দ্বারা দোহন করা যায় না, যাহাদের সহজে দোহন করা যায় না, এবং যে সকল পশু নিজ সন্তান নষ্ট করে, এই প্রকারের পশু যাহারা প্রতিপালন করিয়া গো-স্বামীকে গব্যাগারে উৎপাদিত দ্রব্যের অংশ দান করে, তখন তাহাদিগকে "ভগ্নোৎসৃষ্টক" বলে। যখন পশ্বাদি চুরি হইবার ভয়ে উহাদিগকে অধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে রাখা হয় এবং ঐ জন্য অধ্যক্ষকে উৎপাদিত দ্রব্যের একদশমাংশ দেওয়া যায়, তখন উহাকে 'ভাগানুপ্রবিষ্টক' বলে। যখন অধ্যক্ষ নিম্নলিখিত শ্রেণীবিভাগ করেন যথাঃ—বৎস,বৎসতরা দম্যা, (যাহাদের দমন রাখা যায়), বহিনী (যে সকল পশু ভার বহন করে), বৃষ (যুগবাহন শকটবহা) মহিষ, বৎসিকা, (বকন বাছুর) বৎসতরী,বন্ধা,গর্ভিনী,ধেনু, বন্ধা, একমাস কি দুই মাস বয়স্কা, বা তাহার ও কম বয়স্ক বৎসও বৎসিকা, এবং ২।১ মাস যে সকল পশুকে কেহই দাবী করে নাই এবং যখন অঙ্ক, চিহ্ন, বর্ণ, শৃঙ্গ এবং অন্যান্য লক্ষণ লিপিবদ্ধ করিবেন, তখন উহাকে 'ব্রজপর্য্যগ্র' বলে। যখন কোন গাভী যূথভ্রষ্ট হয়, তখন উহাকে 'নষ্ট' বলে। যখন কোন পশু বিষমপঙ্কে পতিত হয়, অথবা জরাগ্রস্ত হইয়া বা বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যু মুখে পতিত হয়, অথবা জলমগ্ন হয় অথবা যখন বৃক্ষপতনে বা নদীতটে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, অথবা যখন যষ্টির দ্বারা আঘাতে বা শিলাঘাতে বা বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয় অথবা ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয় বা সর্পাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হয় বা কুম্ভীরের হস্তে পতিত হয় অথবা বাড়বাগ্নিতে বিপন্ন হয়, তখন উহাকে 'বিনষ্ট'

বলে। পশু-পালকগণ পশুদিগকে এই সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিবে।

যখন কোন ব্যক্তি রাজচিহ্নিত কোন পশুর অঙ্গে নিজ চিহ্ন অঙ্কিত করে, তখন উহাকে প্রথম প্রকারের দণ্ডপ্রদান করিতে হইবে। যখন কোন ব্যক্তি চোরের নিকট হইতে স্থানীয় পশু উদ্ধার করে, তখন উহাকে পুরস্কার প্রদান করিতে হইবে এবং যখন কোন ব্যক্তি বৈদেশিক পশু উদ্ধার করে তখন তাহাকে পশুর অর্দ্ধেক মূল্য প্রদান করিতে হইবে। পশুপালকগণ বৃদ্ধ পশুগণকে ঔষধ প্রয়োগ করিবে। উহারা নির্দ্ধারিত বনে পশুচারণ করিবে। ঐ সকল বন হইতে শীকারী ও তাহাদের সারমেয়গণকে, চোর এবং ব্যাঘ্রও অন্যান্য হিংস্রক পশু সকলকে দূর করিবে। সর্প ও ব্যাঘ্রকে ভয় প্রদর্শনার্থ এবং পশুগণের সঠিক নির্দ্দেশের জন্য উহাদের গলদেশে ঘণ্টা বন্ধন করিয়া দিতে হইবে। যে সকল নদী বা হ্রদ সকল স্থানেই সমপরিমাণে গভীর এবং প্রশস্ত এবং যথায় কর্দ্দম বা কুম্ভীর নাই, গোপালকগণ তথায় গাভীদের চারণ করিবে এবং তাহাদিগকে রক্ষা করিবে। চারণ-কালে পশুসকলকে বর্ণনানুযায়ী শ্রেণীভুক্ত করিতে হইবে। গোপালকগণের রক্ষণের শক্তি অনুযায়ী এবং পশুগণের অধিক দূরে যাইবার ক্ষমতা বুঝিয়া পালকগণ নিকটে থাকিবে বা দূরে যাইবে। প্রতি ছয় মাস অন্তর মেষ ও অন্যান্য জন্তুর লোম কর্ত্তন করিতে হইবে। উপর্য্যুক্ত নিয়ম অশ্ব, গর্দ্দভ. উষ্ট্র এবং বরাহের প্রতিও বর্ত্তিবে।

যখন চোর, ব্যাঘ্র, সর্প বা কুম্ভীরের হস্তে কোন পশু পতিত হইবে অথবা কোন পশু ব্যাধি বা জরাগ্রস্ত হইবে, তখন গোপালকগণ ঐ সংবাদ অধ্যক্ষকে জ্ঞাপন করিবে। অন্যথায় তাহাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। যখন কোন পশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়, পশুপালকগণ গো বা

মহিষ হইলে উহার চর্ম্ম অধ্যক্ষকে প্রদান করিবে। মেষ বা ভেড়া হইলে কর্ণ, গর্দ্দভ হইলে লেজ ও চর্ম্ম, এবং অল্প বয়স্ক পশু হইলে কেবল মাত্র চর্ম্ম প্রদান করিবে। এদ্ব্যতীত বস্তি (মেদ), পিত্ত, স্নায়ু দন্ত, শৃঙ্গ এবং অস্থি ও অধ্যক্ষকে প্রদান করিতে হইবে। গো-পালকগণ সদ্য বা শুষ্ক মাংস বিক্রয় করিতে পারিবে। তাহারা অধ্যক্ষকে বরাহ ও কুক্কুর প্রদান করিবে ও পিত্তল পাত্রে নিজেদের আহারের জন্য কিছু দুগ্ধ রক্ষা কারিবে। তাহারা স্বকীয় ব্যবহারের জন্য ঘনীভূত দুগ্ধ বা কিছু পনীরও রাখিয়া দিবে।

গাভী বিক্রয় করিলে রাজকোষে গাভীর মূল্যের এক চতুর্থাংশ প্রদান করিতে হইবে।

গোপালকগণ, বর্ষা, শরৎ এবং হেমন্ত কালে, প্রাতে ও সন্ধ্যায় পশু দোহন করিবে। শীতঋতুর শেষ ভাগে এবং বসন্ত ও গ্রীষ্ম কালে কেবল মাত্র প্রাতে দোহন করিবে। শেষোক্ত কয় ঋতুতে যে গোপা-লক দুইবার দোহন করিবে, তাহার অঙ্গুষ্ঠ ছেদন করিতে হইবে। দোহনকাল অতিক্রম করিলে, সে লভ্য হইতে বঞ্চিত হইবে। বৃষের নাশায় নিয়মানুযায়ী সূত্র বন্ধন না করিলে অথবা তাহাদের বশীভূত না করিলে ও ঐ প্রকার দণ্ড হইবে।

এক দ্রোণ গোদুগ্ধে একপ্রস্থ ঘৃত হয়; ঐ পরিমাণ মহিষের দুগ্ধে উহাপেক্ষা অধিক ঘৃত হয়; ঐ পরিমাণ ছাগ দুগ্ধে অর্দ্ধ প্রস্থ অধিক ঘৃত হয়। মন্থন দ্বারা প্রত্যেক প্রকার দুগ্ধেই, কি প্রকার ঘৃত উৎপাদিত হইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। কারণ, ঘৃত ও দুগ্ধের পরিমাণ পশুচারণ ভূমি, তৃণ ও জলের উপর নির্ভর করে। যখন কোন একব্যক্তি এক যূথের এক বৃষকে অন্য বৃষের সহিত মৈথুন করিতে দেয়, তখন উহাকে এখন প্রথম প্রকারের অর্থদণ্ড দিতে হইবে।

যদি বৃষ আঘাত প্রাপ্ত হয়, তবে ঐ ব্যক্তির সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দণ্ড হইবে।

যে সকল বৃষের নাসিকায় সূত্র আছে এবং যাহা গতিতে ভারবাহী অশ্বের তুল্য, তাহাকে অর্দ্ধভার বসা (এক প্রকার তৃণ), একভার তৃণ, একতুলা খৈল, ১০ আঢ়ক ভূষি, ৫ পল লবণ, নাসিকা মর্দ্দনের জন্য এক কুটুম্ব তৈল, এক প্রস্থ পানীয় জল, এক তুলা মাংস, ১ আঢ়ক দধি,, ১ দ্রোণ যব, ২ দ্রোণ দুগ্ধ (বা অর্দ্ধ দ্রোণ মদ), একপ্রস্থ তৈল ১০ পলা শর্করা বা গুড়, ও একপলা আদ্রক আহারার্থ দিতে হইবে। অশ্বতর, গো, ও গর্দ্দভকে উপর্য্যুক্ত পরিমাণ খাদ্যের এক চতুর্থাংশ কম দিতে হইবে। মহিষ ও উষ্ট্রকে উহার দ্বিগুণ পরিমাণ আহার দিতে হইবে। ভারবাহী বৃষকে উহার কার্য্যকাল ও ধেনুকে দুগ্ধের পরিমাণানুযায়ী আহার প্রদান করিতে হইবে। সকল প্রকার পশুকেই প্রচুর আহার ও পানীয় প্রদান করিতে হইবে।

একশত গর্দ্দভ ও একশত অশ্বতরে ৫টী, একশত মেষে ১০টী ও দশটী গো ও দশটী মহিষ বা উষ্ট্রযূথে ৪টী পুরুষ জাতীয় পশু থাকিবে।

ত্রিংশ অধ্যায়।

অশ্বাধ্যক্ষ।

অশ্বাধ্যক্ষ অশ্বগণের কুল, বয়স, বর্ণ, চিহ্ন নিম্নলিখিত প্রকারে লিপিবদ্ধ করিবেন। যথা—(১) 'পণ্যাগারিক' (২) 'ক্রয়োপগত'

(৩) আহবলবধ (৪) অজাত (৫) সাহায্যকাগত (৬) পণস্থিত (৭) যাবৎকালিক। *

যে সকল অশ্ব অশুভচিহ্নাত্মক, পঙ্গু এবং ব্যাধিত তাহাদের বিষয় অশ্বাধ্যক্ষ রাজাকে জ্ঞাত করিবেন। প্রত্যেক অশ্বারোহী কোষাগার ও কোষ্ঠাগার হইতে প্রাপ্ত দ্রব্যের ব্যবহার জ্ঞাত থাকিবে। অশ্বাধ্যক্ষ অশ্বের পরিমাণানুযায়ী অশ্বশালা নির্ম্মাণ করিবেন। অশ্বের দৈর্ঘের দ্বিগুণ বিস্তৃতিসহ এই গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। গৃহের চতুর্দ্দিকে চারিটী দ্বার থাকিবে। মধ্যস্থলের গৃহ অশ্বের আবর্ত্তনের জন্য রাখিয়া দ্বারদেশে কাষ্ঠাসন এবং বানর, ময়ূর, মৃগ, নকুল, চকোর, শুক ও শারিকা রাখিতে হইবে।

প্রত্যেক অশ্বের গৃহ অশ্বাপেক্ষা চতুর্গুণ দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ রাখিতে হইবে এবং তন্মধ্যস্থ ভূমি কাষ্ঠফলক দ্বারা আবৃত করিতে হইবে। মুত্র এবং মলনির্গমনের পথ রাখিতে হইবে এবং খাদ্যদ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে রাখিতে হইবে। এই গৃহের দ্বার উত্তর কি পূর্ব্বাভিমুখী হইবে। অশ্বালয়ের স্থানানুযায়ী দিগ্বিভাগ স্থির করা যাইতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অশ্ব ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখিতে হইবে।

সদ্য-প্রসূতা অশ্বিনীকে প্রথম তিন দিবস আহারার্থ এক প্রস্থ ঘৃত দিতে হইবে। পরে দশ রাত্রি এক প্রস্থ শক্তু এবং তৈল-মিশ্রিত ঔষধ আহার করাইতে হইবে। পরে ইহাকে সিদ্ধ-শস্য, তৃণ এবং সময়োপযোগী অন্যান্য খাদ্য দিতে হইবে। পরে ক্রমে

* (1) Those that are kept in sale house for sale. (2) those that are recently purchased (3) those that have been captured in wars (4) those that are of local breed (5) those that are sent thither for help (6) those that are mortgaged (7) those that are temporarily kept in stables.

ক্রমে ঐ খাদ্য বৃদ্ধি করিয়া সঙ্গে সঙ্গে একপ্রস্থ যব দিতে হইবে। দুই বৎসর এই খাদ্য দিতে হইবে। পরে চারি বৎসর পর্য্যন্ত এক দ্রোণ যব দিতে হইবে। অশ্বিনী ৪।৫ বৎসর বয়স্কা হইলে কার্য্যোপযোগী হয়।

উৎকৃষ্ট অশ্বের মুখের পরিমাণ ৩২ অঙ্গুলি; মুখাপেক্ষা অশ্বের দৈর্ঘ্য পাঁচগুণ; ইহার জঙ্ঘাস্থি ২০ অঙ্গুলি এবং উচ্চতা জঙ্ঘাস্থির চতুর্গুণ। নিম্নাকারের অশ্বের মাপ উল্লিখিত পরিমাপ অপেক্ষা ২।৩ অঙ্গুলি কম। সর্ব্বোৎকৃষ্ট অশ্বের পরিমাপ একশত অঙ্গুলি। সর্ব্বোৎকৃষ্ট অশ্বকে ২ দ্রোণ নিম্নোক্ত যে কোন শস্য,যথা চাউল,যব, প্রিয়ঙ্গু,কিছু মুগ অথবা মাষ,একপ্রস্থ তৈল, ৫০ পল মাংস, এক আঢ়ক রস, অথবা ২ আঢ়ক দধি, ৫ পল ক্ষার, এক প্রস্থ মদ্য অথবা দুই প্রস্থ দুগ্ধ দিতে হইবে। যাহারা অধিক দূর গমনাগমন বা ভার-বহনের জন্য ক্লান্ত হইয়াছে, তাহাদেরও ঐ পরিমাণ পানীয় প্রদান করিতে হইবে। অনুবাশের জন্য এক প্রস্থ নাসিকায় মর্দ্দনের জন্য এক কুটুম্ব তৈল, ও এক সহস্র পল এবং ছয় অরত্নি স্থান লইয়া ঘাস বিস্তৃত করিতে হইবে। মধ্যম বা ক্ষুদ্রাকারের অশ্বের জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা এক চতুর্থাংশ আহার কম দিতে হইবে। ভারবাহী অশ্বকেও ঐ প্রকার খাদ্য প্রদান করিতে হইবে। বাড়ব ও পারশমানকে এক-চতুর্থাংশ কম দিতে হইবে।

সূত্রগ্রাহক এবং পশুবৈদ্যগণ (যাহারা অশ্বের আহার সিদ্ধ করে) আহারের অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে। যে সকল অশ্ব যুদ্ধে ব্যাধিত বা জরাগ্রস্ত হইয়া কার্য্যে অক্ষম হইয়াছে, তাহাদিগকে পৌর ও জনপদের হিতার্থে বৃষের সহিত সংমিশ্রিত করিবে। কম্বোজ, সিন্ধু, আরট্ট এবং বনায়ুদেশীয় অশ্বই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বহ্লিক, পাপেয়, সৌবীর এবং তৈতল দেশের অশ্ব মধ্যম। অন্যান্য দেশীয় অশ্ব নিকৃষ্ট। এই তিন প্রকারের অশ্ব তীক্ষ, ভদ্র, কি মন্দ বুঝিয়া যুদ্ধের জন্য বা অন্য কার্য্যে

নিযুক্ত করিতে হইবে। অশ্বের প্রকৃত শিক্ষাই হইতেছে—যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা। বল্গন, নীচের্গত, লঙ্ঘন, ধোরণ এবং নারোষ্ট্র ইহাই অশ্বের কৌশল।

ঔপবেণুক, বর্দ্ধমানক, যমক, আলীঢ়, প্লুত, পৃথগ, এবং তৃবচালী এই সকল গতিকে অশ্বের বল্গন বলে। মস্তক ও কর্ণ স্থির রাখিলে পূর্ব্বোক্ত সকল গতিকে ধীর গতি বলে। ইহা ষোড়শ প্রকারে সম্পাদিত হইতে পারে যথা,—প্রকীর্ণক, প্রকীর্ণোত্তর, নিষণ্ণ, পার্শ্বানুবৃত্ত, উর্ম্মিমার্গ, শরভপ্লুত, ত্রিতাল, বাহ্যানুবৃত্ত, পঞ্চপাণি, সিংহয়েত, স্বাধুত, ক্লিষ্ট, শ্লাঘিত, বৃংহিত, পুষ্পাভিকীর্ণ।

কপিপ্লুত, ভেকপ্লুত, একপ্লুত, একপাদপ্লুত, কোকিলসংচারী, উরস্য, বকচারী এই প্রকার গতিকে লঙ্ঘন বলে। কাঙ্ক, বারিকাঙ্ক, ময়ূর, অর্দ্ধময়ূর, নকুল, অর্দ্ধনকুল, বরাহ, অর্দ্ধবরাহ এই সকল গতিকে ধোরণ বলে।

নিদর্শানুযায়ী গতিকে নারোষ্ট্র বলে।

রথাশ্বগণ এক এক দিবসে ছয়, কি নয়, কি দ্বাদশ যোজন স্থান ভ্রমণ করিবে। বিক্রম, ভদ্রাশ্বাস এবং ভারবাহ্ন এই তিন প্রকার গতিকে মার্গ বলে। উপযুক্ত আচার্য্য অশ্বের বন্ধন-রজ্জু প্রস্তুতের জন্য উপদেশ দিবেন রথচালকগণ অশ্বের যুদ্ধোযোগী সজ্জা প্রস্তুতের লক্ষ রাখিবেন। অশ্বচিকিৎসক প্রতি অশ্বের শরীর বৃদ্ধি বা হ্রাস নিবারণের প্রতি লক্ষ রাখিবেন এবং ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অশ্বের আহারও পরিবর্ত্তন করিবেন। সূত্রগ্রাহক, অশ্ববন্ধনকারীগণ, পাচক, পালক, কেশকারক, এবং বিষ-চিকিৎসক সকলেই নিজ নিজ কর্ত্তব্যানুযায়ী কর্ম্ম করিবে। অন্যথা তাহাদের দৈনিক বেতন রাজকোষ ভুক্ত হইবে।

যাহারা অশ্বশালা হইতে অশ্বকে বহির্দ্দেশে আনয়ন করিবে,

তাহাদের দ্বাদশ পণ অর্থদণ্ড হইবে। যখন ঔষধের ক্রটীতে অথবা সুচিকিৎসার অভাবে অশ্বের ব্যাধি বৃদ্ধি পায়, তখন চিকিৎসার ব্যয়ের দ্বিগুণ দণ্ড হইবে ; এবং যখন ঔষধের দোষে ব্যাধি বৃদ্ধি পায়, তখন অশ্বের মূল্যের সমতুল্য অর্থদণ্ড হইবে। গো, মহিষ, মেষ ইত্যাদিতেও এই নিয়ম বর্ত্তিবে।

অশ্বদিগকে দিবসে দুইবার স্নান করাইয়া, তাহাদের গাত্রে চন্দন লেপন ও মাল্য প্রদান করিতে হইবে। পূর্ণিমার দিবসে স্বস্তিবচন ও অমাবস্যায় ভূতযজ্ঞ করিতে হইবে। আশ্বযুজ মাসের নবম দিবস ব্যতিত যাত্রার পূর্ব্বে এবং পরে এবং ব্যাধিকালে পুরোহিত আলোক দেখাইয়া অশ্বকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।

একত্রিংশ অধ্যায়।

হস্ত্যধ্যক্ষ।

হস্ত্যধ্যক্ষ হস্তিবন রক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন এবং হস্তী, হস্তিনী ও কলভগণের শিক্ষার পর ক্লান্তি দূরীকরণার্থ হস্তিশালায় তাহাদের দণ্ডায়মান থাকিবার বা শয্যার পরিদর্শন করিবেন। তিনি তাহাদের দৈনিক আহার ও তৃণ, তাহাদের শিক্ষা, অলঙ্কার ও যুদ্ধ-সজ্জা এবং হস্তি-চিকিৎসক, শিক্ষক এবং পরিচারকগণের কার্য্য পরিদর্শন করিবেন।

হস্তীর দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণ প্রস্থ ও উচ্চতা বিশিষ্ট হস্তীশালা নির্ম্মাণ করিতে হইবে। হস্তিনীগণের জন্য ভিন্ন গৃহ করিতে হইবে। উহার

প্রবেশ-দ্বার (সপ্রগ্রীবাং) ও অভ্যন্তরে স্তম্ভ (কুমারি) রাখিতে হইবে। ঐ গৃহে উত্তর বা পূর্ব্বাভিমুখী দ্বার রাখিতে হইবে।

যে সকল স্তম্ভে হস্তিগণকে বন্ধন করিয়া রাখিতে হইবে, তাহাদের সম্মুখস্থ চতুষ্কোন স্থানের এক পার্শ্ব হস্তীর দৈর্ঘ্যের সমান রাখিতে হইবে। এই চতুষ্কোণ স্থান মলমূত্র অপসৃত হইবার জন্য সছিদ্র কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা আবৃত করিতে হইবে।

যে স্থানে হস্তী শয়ন করিবে, সেই স্থানের প্রস্থ হস্তীর দৈর্ঘ্যের সমতুল্য হইবে এবং হস্তীর হেলান দেওয়ার জন্য তাহার অর্দ্ধাংশ পরিমাণ উচ্চ করিয়া একটী মঞ্চ প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে।

যে সকল হস্তী যুদ্ধোপযোগী বা যাহাদিগকে আরোহণের জন্য ব্যবহার করা হয়, তাহাদিগকে দুর্গমধ্যে এবং যাহারা শিক্ষালাভ করিতেছে বা যাহারা ক্রোধী তাহাদিগকে বহির্দ্দেশে রাখিতে হইবে।

দিনমানের অষ্টমভাগের প্রথম ও সপ্তম ভাগই হস্তীর স্নানের উপযুক্ত সময়। দ্বিতীয় ও অষ্টম আহারের। পূর্ব্বাহ্ণ ব্যায়াম, পরাহ্ণ পানের। রাত্রির দুইভাগ নিদ্রার এবং এক তৃতীয়াংশ জাগরিত থাকিয়া বিশ্রামের সময়।

গ্রীষ্মকালই হস্তী ধরিবার উপযুক্ত সময়। যে হস্তীর বয়স বিংশতি বৎসর, তাহাকেই ধৃত করিতে হইবে। বিক্ক (অল্পবয়স্ক), মুগ্ধ, দন্তবিহীন, ব্যাধিগ্রস্থ, গর্ভিনী, ধেনুকা (যাহারা শিশু হস্তীকে স্তন্য দেয়) এবং হস্তিনীকে ধৃত করিবে না। যে সকল হস্তী ৭ অরত্নি উচ্চ, ৯ অরত্নি দীর্ঘ, ও ১০ অরত্নি পরিধি বিশিষ্ট এবং ৪০ বৎসর বয়স্ক তাহারাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ; ত্রিশবৎসর বয়স্ক হস্তী মধ্যম এবং ২৫ বৎসর বয়স্ক হস্তীনিম্ন শ্রেণীর। শ্রেণী অনুযায়ী হস্তীদিগের আহার নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

সাত অরত্নি উচ্চ হস্তীদিগকে এক দ্রোণ তণ্ডুল, অর্দ্ধ আঢ়ক

তৈল, ৩ প্রস্থ ঘৃত, ১০ পল লবণ, ৫০ পল মাংস, এক আঢ়ক রস (অথবা দ্বিগুণ পরিমাণ দধি), দশপল ক্ষার, এক আঢ়ক মদ্য (অথবা দ্বিগুণ পরিমাণ দুগ্ধ), গাত্রে লেপনের জন্য ১ প্রস্থ তৈল, মস্তকে লেপন ও হস্তীশালায় প্রদীপ প্রজ্বলিত রাখিবার জন্য এক প্রস্থের অষ্টমাংশ তৈল, দুইভার উত্তম তৃণ, ২½ ভার শুষ্প, শুষ্ক তৃণের এক ষষ্ঠাংশভার এবং প্রচুর পরিমাণে কদঙ্করের বৃন্ত দিতে হইবে।

অষ্ট অরত্নি উচ্চতা বিশিষ্ট হস্তীকেও সপ্ত অরত্নি উচ্চ হস্তীর ন্যায় আহার প্রদান করিতে হইবে। পাঁচ কি ছয় অরত্নি হস্তীকে তাহাদের আকার অনুযায়ী আহার্য্য প্রদান করিতে হইবে।

যে হস্তী সঞ্জাত লোহিত * যাহার অধিক মাংস, যাহার উভয় পার্শ্ব সমান ভাবে গঠিত যাহার কটীদেশ সমকক্ষ, যাহার মাংস সমভাবে বিকীর্ণ, যাহার পৃষ্ঠদেশ সমতল এবং যে জাতদ্রোণি সেই সকল হস্তীকে শোভা হস্তী বলে।

ঋতু, শোভা, "ভদ্র" ও "মন্দ্র" * বুদ্ধি অনুসারে হস্তিগণকে শিক্ষা দান করিতে হইবে।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

হস্তিপ্রচার।

হস্তিগণের শিক্ষানুযায়ী তাহাদের শ্রেণী,-বিভাগ করা হয়, যথা দম্য, সান্নাহ্য, উপবাহ্য এবং ব্যাল।

---

* Blood red.

* Elephants of sharp or slow sense.

দম্য হস্তিগণকে পাঁচশ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যে সকল হস্তী স্কন্ধ-গত (অর্থাৎ স্কন্ধে আরোহণ করিতে দেয়), স্তম্ভগত (যাহাদিগকে বন্ধন করিয়া রাখা যায়), বারিগত, অপপাতগত (যাহারা গর্ত্তে থাকিতে ভালবাসে) এবং যূথরত (যাহারা যূথভ্রষ্ট হইতে চাহে না) এই সকল প্রকার হস্তীকেই বিক্কের ন্যায় ব্যবহার করিতে হইবে।

সান্নাহ্য সপ্ত প্রকারের:—উপস্থান,সংবর্ত্তন,সংযান, বধাবধ, হস্তিযুদ্ধ, নাগরায়ন এবং সাম্প্রামিক। হস্তীকে বেষ্টনী দ্বারা আবদ্ধ করা, গলদেশে বা গ্রীবা বন্ধনী প্রদান এবং অন্যান্য হস্তীর সহিত একত্র কার্য্য করিতে শিক্ষা দেওয়া শিক্ষার প্রথম অঙ্গ।

উপবাহ্য হস্তীকে (অর্থাৎ আরোহণের জন্য যে হস্তী ব্যবহার করা হয়), অষ্টম প্রকারে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—যে হস্তী অপর হস্তীর সঙ্গে থাকিয়াও উহার উপর আরোহণ করিতে দেয়, যুদ্ধ-হস্তীর সঙ্গে থাকিয়াও যে হস্তী আরোহণ করিতে দেয়, যাহাকে ধোরণ * শিক্ষা দেওয়া যায়, যাহাকে নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী শিক্ষা দেওয়া যায়, যাহাকে যষ্টি প্রহারে চালিতকরা যায়, যাহাকে লৌহের অঙ্কুশ দ্বারা চালিত করা যায়, যাহাকে কষাঘাত ব্যতীত চালিত করা যায় এবং যে হস্তী মৃগয়া কালে সহায়তা করিতে পারে।

দুষ্ট হস্তীকে কেবল মাত্র এক প্রকারে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। তাহাদিগকে বশ্যতা স্বীকার করিবার জন্য একমাত্র উপায় শাস্তি। দুষ্ট হস্তী কার্য্যে অনিচ্ছা প্রকাশ করে; একগুয়ে, বিপথগামী, অস্থির এবং মদমত্ত হইয়া হতবুদ্ধি হয়।

যে সকল দুষ্ট হস্তীকে শাসনে আনা যায় না, তাহাদিগকে দমন করিয়া রাখিবার জন্য যে সকল শৃঙ্খল আবশ্যক, তাহা হস্তী-বৈদ্যের

* Trotting.

নিকট হইতে নিরূপণ করিতে হইবে। আলান, গ্রীবার জন্য শৃঙ্খল, বন্ধনী, বল্গা, শৃঙ্খল প্রভৃতিই হইতেছে বন্ধনোপযোগী দ্রব্য। অঙ্কুশ, বংশদণ্ড, এবং যন্ত্রও উল্লেখ করা যাইতে পারে। বৈজয়ন্তী, এবং ক্ষুর, প্রমাল প্রভৃতি হস্তীর ভূষণ। বর্ম্ম, তোমর, শরাধার এবং যন্ত্রই হইতেছে হস্তীর যুদ্ধাস্ত্র।

চিকিৎসক, শিক্ষক, পাচক, বন্ধনকারক, সর্ম্মাজ্জক, পরিচর্য্যাক, তৃণ-সংগ্রাহক, এবং প্রহরীই হস্তীর অবস্থা নির্দ্ধারণ করিতে পারে।

চিকিৎসক, প্রহরী, সর্ম্মার্জ্জক, পাচক এবং অন্যান্য সকলে ভাণ্ডার হইতে এক প্রস্থ অন্ন, এক মুষ্টি তৈল, দুইপল ক্ষার ও লবণ পাইবে। চিকিৎসক ব্যতীত অন্যান্য সকলে ১০ পল মাংস পাইবে।

পথিমধ্যে ব্যাধি বা জরাগ্রস্ত হইলে হস্তি-চিকিৎসক হস্তীকে আবশ্যক ঔষধ প্রদান করিবে। হস্তিশালায় অধিক ধূলা হইলে, উপযুক্ত তৃণ না দিলে, শক্ত ও অনুপযুক্ত স্থানে হস্তীকে শয়ন করিতে দিলে, শরীরের স্থান বিশেষে আঘাৎ করিলে, অপরিচিত ব্যক্তিকে আরোহণ করিতে দিলে, অসময়ে হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিলে, অগম্য স্থান ও গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিতে দিলে, হস্তিপকের দণ্ড হইবে। এই সকল দণ্ড অপরাধীর আহার ও বেতন হইতে বাদ দিতে হইবে। "চতুর্ম্মাসে" এবং ঋতুর সন্ধি স্থলে তিনবার আলোক প্রদর্শন করিতে হইবে এবং অমাবস্যায় ও পূর্ণ চন্দ্রের দিন হস্তিগণের আপদ শান্তির জন্য সেনাপতিগণ ভূতগণের পূজা করিবেন। নদীজ হস্তীর দন্ত প্রতি সার্দ্ধ দ্বি বৎসরে দন্তের পরিধির দ্বিগুণ অংশ ব্যতীত অপরাংশ কর্ত্তন করিতে হইবে। প্রতি পাঁচবৎসরে পার্ব্বতীয় হস্তীর দন্ত ঐরূপে ছেদন করিতে হইবে।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

রথাধ্যক্ষ।

রথাধ্যক্ষের কর্ত্তব্য অশ্বাধ্যক্ষের কর্ত্তব্য হইতে প্রণিধান করা যাইবে। রথাধ্যক্ষ রথ নির্ম্মাণের কার্য্য পরিদর্শন করিবেন। উত্তম রথ দশ পুরুষ দীর্ঘ ও দ্বাদশ পুরুষ (এক পুরুষ = দ্বাদশ ইঞ্চি) বিস্তৃত হইবে। এইরূপ আদর্শানুসারে আরও সাতখানি রথ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। ইহাদের বিস্তৃতি এক এক পুরুষ কম করিয়া শেষের খানি মাত্র ছয় পুরুষ বিস্তৃতি করিতে হইবে। অধ্যক্ষ এতদ্ব্যতীত দেবরথ, পুষ্পরথ, যুদ্ধরথ, ভ্রমণোপযোগী রথ, ও শত্রুর দুর্গ-আক্রমণোপযোগী রথ নির্ম্মাণ করিবেন।

রথাধ্যক্ষ সৈনিকগণের তীর নিক্ষেপণে পারদর্শিতা, গদা ব্যবহার, বর্ম্ম পরিধান, সাজ সজ্জা, রথ-চালন, রথারূঢ় হইয়া যুদ্ধ এবং রথাশ্ব-পরিচালন পরীক্ষা করিবেন। যাহারা স্থায়ীভাবে বা অস্থায়ী ভাবে রথ ও অন্যান্য দ্রব্য নির্ম্মাণে নিযুক্ত, রথাধ্যক্ষ তাহাদের আহার ও বেতনের হিসাব পরীক্ষা করিবেন। তিনি যোগ্যতমকে উপযুক্ত পুরস্কার দিয়া সুখী ও সন্তুষ্ট রাখিবেন।

পদাতিকগণের অধ্যক্ষেরও এই নিয়ম বর্ত্তিবে। তিনি মৌল (বংশ পরাক্রমিক যোদ্ধা), ভৃত (বেতন ভোগী), শ্রেণী * এবং শত্রু, মিত্র ও বন্যজাতির বলাবলের অনুসন্ধান করিবেন। তিনি নিম্ন ভূমিতে যে সকল যুদ্ধ হইবে, বা, নিম্ন ও উচ্চ ভূমিতে থাকিয়া যুদ্ধের, ও রাত্রি

* Corporate body of troops.

বা দিবা যুদ্ধের সকল বৃত্তান্ত অবগত থাকিবেন এবং এই সকল যুদ্ধোপযোগী ব্যায়াম ও অবগত থাকিবেন। আকস্মিক যুদ্ধের জন্য তিনি সৈন্যগণের পারগতা বা অপারগতা অবগত থাকিবেন।

সেনাপতি চতুরঙ্গ বলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সৈন্যের অগ্রসর বা পশ্চাদপদ হওয়ায় বিষয়ে পারদর্শী হইবেন।

নিজ সৈন্যের পক্ষে কোন্ ভূমি কোন সময় প্রশস্ত. শত্রুর বল কিরূপ, শত্রু-মধ্যে কি প্রকারে ভেদ জন্মান যায়, নিজের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সৈন্য কি প্রকারে পুনর্ব্বার একত্র করা যায়, শ্রেণীবদ্ধ শত্রু কি প্রকারে বিচ্ছিন্ন করা যায়. কি প্রকারে দুর্গ আক্রমণ করা যায়. এবং কোন্ সময় যাত্রা করা উচিত, এই সকল বিষয়ও সেনাপতি অবগত থাকিবেন।

স্কন্ধাবারে অবস্থিতি কালীন, যাত্রাকালীন বা যুদ্ধকালীন. সৈন্যগণের শাসনের প্রতি মনোযোগী থাকার জন্য, তিনি তূর্য্য, ধ্বজা, পতাকা প্রভৃতি দ্বারা ব্যূহের সংজ্ঞা করিবেন।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

মুদ্রাধ্যক্ষ।

মুদ্রাধ্যক্ষ প্রতি মুদ্রায় এক মাষ গ্রহণ করিয়া ছাড়পত্র দিবেন। যিনি ছাড়পত্র পাইবেন, তিনিই কোন দেশে প্রবেশ বা সেই দেশ হইতে নিষ্ক্রামণ করিতে পারিবেন। জনপদবাসী ছাড় পত্র ব্যতীত প্রবেশ বা নিষ্ক্রামণ করিলে দ্বাদশ পণ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। বৈদেশিক

কোন ব্যক্তি এই অপরাধ করিলে সর্ব্বপেক্ষা গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। পশুচারণ ভূমির অধ্যক্ষ এই সকল ছাড়পত্র পরীক্ষা করিবেন। উপত্যকা হইতে চোর, হস্তী এবং অন্যান্য পশু দূরীভূত করিতে হইবে। অনুর্ব্বরা ভূমিতে পুষ্করিণী খনন, আশ্রয়ার্থ বাটী ও কূপ এবং পুষ্প ও ফলোদ্যান প্রস্তুত করিতে হইবে। শিকারিগণ তাহাদের সারমেয় সহ বনভূমি পর্য্যবেক্ষণ করিবে। চোর বা শত্রুর আগমনে উহারা বৃক্ষ বা পর্ব্বতা-রোহণ করিয়া চোরের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়া শঙ্খ বা দামামা ধ্বনি করিবে। শত্রু বা অসভ্য জাতির গতায়াতের সংবাদ তাহারা মুদ্রাবহন-কারী রাজকীয় পারাবত দ্বারা প্রেরণ করিবে। বা ক্রমিক ভাবে ধুম ও অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবে। বন ওহস্তিবন রক্ষণ, রাজপথ সুসংস্কৃত ও রক্ষণ, চোরধৃত করণ, বণিক্‌গণের রক্ষণাবেক্ষণ, গাভী-রক্ষণ এবং অধিবাসি-গণের ব্যবহারের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

—: :—

সমাহর্ত্ত-প্রচার।

সমাহর্ত্তা জনপদকে ৪ অংশে বিভক্ত করিয়া এবং গ্রাম গুলিকে জেষ্ঠ্য, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভাগে বিভক্ত করিয়া, তিনি উহাদিগকে নিম্নোক্ত ভাবে শ্রেণী বিভাগ করিবেন, যথা—পরিহারক (যে সকল গ্রাম হইতে সৈন্য সরবরাহ করা হয়), যে সকল গ্রাম ধান্য, পশু, বা হিরণ্য প্রদান করে, যে সকল গ্রাম কুপ্য সবররাহ করে, যে সকল গ্রাম হইতে বিষ্টি সবররাহ করা হয়, এবং যে সকল্ গ্রাম হইতে করের পরিবর্ত্তে গব্যাগারে উৎপাদিত দ্রব্যাদি প্রদান করা হয়।

সমাহর্ত্তৃ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া গোপ* পাঁচটী বা দশটী গ্রামের হিসাব পরিদর্শন করিবেন। গ্রামের সীমা স্থির করিয়া, ভূমি কর্ষিত কি অকর্ষিত, সমভূমি, অস্ত্রভূমি, উদ্যান, শাকসবজীর উদ্যান, বন, বেদী, দেবমন্দির, পয়ঃপ্রণালী, শ্মশান, ছত্র, জলছত্র, পুণ্যস্থান, পশুচারণ-ভূমি, রাজপথ প্রভৃতি নির্দ্ধারণ করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম, ক্ষেত্র, বন, রাজপথের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া তিনি দান, বিক্রয়, এবং যে সকল ক্ষেত্র রাজকর প্রদানে অব্যাহতি পাইবে, তাহা তালিকাভুক্ত করিবেন।

গৃহগুলি কর প্রদান করে, কি রাজকর হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে, তাহার সংখ্যা নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক, তিনি প্রত্যেক গ্রামের চতুর্ব্বর্ণের অধিবাসীর সংখ্যা, প্রত্যেক গ্রামের কৃষক, গোপালক, বৈদেহক, কারিকর, শ্রামিক, ক্রীতদাস, দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জন্তুর সংখ্যা তালিকাভুক্ত করিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক গৃহ হইতে কি পরিমাণে সুবর্ণ, বিষ্টি, শুল্ক, এবং দণ্ড সংগৃহীত হইতে পারে, তাহাও নির্দ্ধারণ করিবেন।

এতদ্ব্যতীত তিনি প্রত্যেক গৃহস্থ, যুবা ও বৃদ্ধের সংখ্যা, তাহাদের চরিত্র, জীবিকা এবং আয় ও ব্যয়ের হিসাব রাখিবেন। এই প্রকারে স্থানিক (অন্যতম কর্ম্মচারী) জনপদের চতুর্থাংশের বিবরণ তালিকাভুক্ত করিবেন।

যে সকল স্থান গোপ ও স্থানিকের শাসনাধীন, তথায় সমাহর্ত্তৃ কর্ত্তৃক আদিষ্ট প্রদেষ্টার (বিভাগীয় কর্ম্মচারী) ঐ সকল কার্য্য পরিদর্শন ব্যতীত বলি সংগ্রহ করিবেন।

সমাহর্ত্তৃ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া গুপ্তচরগণ কৃষকের বেশে এই সকল বিবরণের সত্যতা নির্দ্ধারণ করিবে। তাহারা মনুষ্য ও পশ্বাদির সংখ্যা ও প্রত্যেক পরিবারের আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিবে।

* Village accountant.

তাহারা ভ্রমণশীল ব্যক্তির গমনাগমন, কুচরিত্র স্ত্রীপুরুষের আগমন ও প্রস্থান এবং বৈদেশিক গুপ্তচরগণের গতিবিধির কারণ অনুসন্ধান করিবে। তদ্রূপ গুপ্তচরগণ বণিকের বেশে রাজকীয় পণ্যের (যথা খনিজ দ্রব্য), অথবা উদ্যান, বন, ক্ষেত্রজাত দ্রব্যের পরিমাণ ও মূল্য নিরূপণ করিবে। স্থলপথে বা জলপথে আনীত বৈদেশিক পণ্যের, শুল্ক, বর্ত্তনি, প্রভৃতি নিরূপণ করিবে। এই প্রকারে সন্ন্যাসীবেশী গুপ্তচরগণ সমাহর্ত্তৃ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সৎ ও অসৎ কৃষক, গোপালক, বণিক্ এবং অধ্যক্ষগণ সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করিবে।

যে স্থানে দেব মন্দির আছে, বা যথায় চারিটী রাজপথের মিলন হইয়াছে, যে সকল স্থানে ভগ্নাবশেষ আছে, পুষ্করিণী তীরে, স্নানের ঘাটে, পুণ্য-স্থানে, মরুভূমিতে, এবং পর্ব্বতে ও গভীর বনে, গুপ্তচরগণ নিজ নিজ ছাত্রসহ চোরের বেশ ধারণ করিয়া চোর, শত্রু, বীরপুরুষদিগের আগমন, প্রস্থান এবং স্থিতির কারণ নির্দ্ধারণ করিবে। এই প্রকারে সমাহর্ত্তৃ রাজ্যের পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণও তাঁহাদের সহযোগী ও ভৃত্যবর্গের সাহিত উক্ত প্রকারে নিজ নিজ কার্য্য করিবেন।

—*—

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

নাগরক-প্রণিধি।

সমাহর্ত্তৃর ন্যায় নাগরক নিজ নগরের কার্য্যাবলী পরিদর্শন করিবেন। একজন গোপ দশটী পরিবারের, কুড়ি পরিবারের, বা চল্লিশটী পরিবারের হিসাব রাখিবেন। এ সকল পরিবারের প্রত্যেক স্ত্রীপুরুষের জাতি, গোত্র, নাম এবং ব্যবসায় ব্যতীত তাহাদের আয়

ব্যয়ের পরিমাণ অবগত থাকিবেন। স্থানিক রাজধানীর সকল বৃত্তান্তের অনুসন্ধান রাখিবেন।

ধর্ম্মশালার অধ্যক্ষগণ কোন পাষণ্ড বা ভ্রমণকারী তথায় বাস করিতে আসিলে, গোপ বা স্থানিককে সংবাদ প্রেরণ করিবেন। কারিকর এবং অন্যান্য শিল্পিগণ নিজ নিজ দায়িত্বে সমব্যবসায়িক-গণকে নিজালয়ে বাস করিতে দিতে পারিবে। বৈদেহকগণও নিজ নিজ দায়িত্বে অন্য বৈদেহকগণকে নিজালয়ে বাস করিতে দিতে পারিবে। শৌণ্ডিক, মাংস এবং অন্ন বিক্রেতা ও বেশ্যাগণ যে কোন সুপরিচিত ব্যক্তিকে নিজালয়ে রাখিতে পারিবে। যে সকল ব্যক্তি অপব্যয়ী ও দুঃসাহসিক ব্যক্তির সহিত আপদজনক কার্য্যে লিপ্ত হইবে, ইহারা (শৌণ্ডিক প্রভৃতি) তাহাদের সংবাদ, গোপ ও স্থানিককে প্রেরণ করিবে। কোন চিকিৎসক, যিনি গোপনে ক্ষতাদি রোগের চিকিৎসা করিবেন এবং গৃহস্বামী (যাহার গৃহে এই চিকিৎসা হইবে), কেবল মাত্র যখন স্থানিক বা গোপকে সংবাদ প্রদান করি-বেন, তখনই নির্দ্দোষী বলিয়া বিবেচিত হইবেন। অন্যথা পীড়িত ব্যক্তির ন্যায় ইহারা উভয়েই দোষী বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

গৃহস্বামিগণ তাঁহাদের আগত বা তাঁহাদের গৃহ-পরিত্যাগকারী অপরিচিত ব্যক্তির সংবাদ প্রেরণ করিবেন; অন্যথা রাত্রিতে যে সকল কার্য্য সাধিত হইবে, তজ্জন্য তাঁহারাই দায়ী হইবেন। যে সকল রাত্রিতে এ প্রকার ঘটনা ঘটিবে না, সে সকল রাত্রিতেও সংবাদ প্রেরণ না করিলে ৩ পণ অর্থ দণ্ড হইবে।

যে সকল ব্যক্তি আঘাত বা ক্ষত রোগগ্রস্ত, যাহাদের নিকট সাংঘাতিক অস্ত্র আছে, যাহারা অধিক ভার বহনে ক্লান্ত হইয়াছে, অথবা যাহারা অন্যের সংসর্গ পরিত্যাগে ইচ্ছুক, যাহারা অত্যন্ত নিদ্রা-

তুর, অথবা পথ-ক্লান্ত, অথবা যাহারা রাজধানী, দেবমন্দির, পুণ্যস্থান বা শ্মশানের অভ্যন্তরে বা বহির্দ্দেশে রহিয়াছে, রাজপথগামী পথিকগণ তাহাদের ধৃত করিবে। গুপ্তচরগণও পরিত্যক্ত আবাসের অভ্যন্তরে, কারখানায়, শৌণ্ডিকালয়ে, অন্ন ও মাংসবিক্রেতার গৃহে, দ্যূতক্রীড়ালয়ে এবং বিধর্ম্মিগণের গৃহে অনুসন্ধান করিবে। গ্রীষ্মকালের দিনমানকে সমান চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া উহার মধ্যদুইভাগে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে নিষেধ করিতে হইবে। এই সময়ে অগ্নি প্রজ্জলিত করিলে একপণের অষ্টমাংশ দণ্ড হইবে। গৃহস্বামিগণ গৃহের বহির্ভাগে রন্ধন-কার্য্য করিতে পারিবেন।

যদি কোন গৃহস্বামীর নিকট পাঁচটি জলপাত্র, এক কুম্ভ, একদ্রোণ, এক অধিরোহিণী, এক পরশু, এক শূর্প, এক অঙ্কুশ, এক সাঁড়াশী, এবং একটী চর্ম্মের থলি না থাকে, তবে তাহাকে একপণের এক-চতুর্থাংশ দণ্ড স্বরূপ দিতে হইবে। তাহারা তৃণাচ্ছাদিত চাল স্থানান্তরিত করিবে। কর্ম্মকারগণ সকলে একত্র হইয়া একই পল্লীতে বাস করিবে। প্রত্যেক গৃহস্বামী রাত্রিতে নিজ গৃহের দ্বারদেশে উপস্থিত থাকিবেন। বৃহৎ রাজপথে, 'চতুষ্পাদ্বারে' (যে স্থানে ৪টী রাজপথ মিলিত হইয়াছে) এবং রাজকীয় গৃহের সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সহস্র সহস্র জলপূর্ণ কলসী রক্ষা করিতে হইবে।

যে কোন গৃহস্বামী অপর স্থানে অগ্নি-নির্ব্বাণে সহায়তা করিবে না, তাহার দ্বাদশপণ অর্থদণ্ড হইবে এবং যে 'ভাড়াটিয়া' অগ্নিনির্ব্বাণে সহায়তা করিবে না, তাহার ৬ পণ অর্থদণ্ড হইবে। অসাবধানতা বশতঃ যে কোন গৃহে অগ্নি প্রদান করিবে, তাহার ৫৪ পণ দণ্ড হইবে; কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক অগ্নি প্রদান করিলে তাহাকে অগ্নি মধ্যে নিক্ষেপ করিতে হইবে। যে রাজপথে পঙ্ক নিক্ষেপ করিবে, তাহার

এক পণের এক-অষ্টমাংশ দণ্ড হইবে ; যে পথে কর্দ্দম বা জল একত্র করিবে, তাহার এক চতুর্থাংশ দণ্ড হইবে ; রাজমার্গে যে উপর্য্যুক্ত অপরাধ করিবে, তাহার দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। যে পুণ্যস্থানে, মন্দিরে রাজপ্রাসাদে, বা জলাশয়ে মলমূত্র ত্যাগ করিবে তাহার একপণ অর্থ দণ্ড হইতে অপরাধানুযায়ী গুরুতর অর্থ দণ্ড হইবে। কিন্তু যখন এই সকল মল মূত্র ত্যাগ পীড়া বা ঔষধ হেতু হইবে, তখন কোন শাস্তি হইবে না। নগর মধ্যে যে বিড়াল, সারমেয়, নকুল অথবা সর্পের মৃত দেহ নিক্ষেপ করিবে, তাহার ৩ পণ ; যে গর্দ্দভ, উষ্ট্র এবং পশু নিক্ষেপ করিবে, তাহার ৬ পণ এবং যে মনুষ্যের মৃতদেহ নিক্ষেপ করিবে তাহার ৫০ পণ অর্থ দণ্ড হইবে।

যখন নির্দ্দিষ্ট দ্বার ব্যতীত অন্যদ্বার দিয়া বা নির্দ্দিষ্ট পথ ব্যতীত অন্য পথ দিয়া মৃত দেহ নগর বহির্ভাগে আনয়ন করা হইবে, তখন প্রথম প্রকারের অর্থদণ্ড হইবে, এবং ঐ সকলদ্বারের প্রহরিগণের ২০০ পণ অর্থ দণ্ড হইবে। যখন কোন মৃতদেহ শ্মশান ব্যতীত অন্য স্থানে দাহ করা হইবে, তখন দ্বাদশপণ অর্থদণ্ড হইবে। সন্ধ্যার পরবর্ত্তী ছয় নালিক ও সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় নালিকের মধ্যবর্ত্তী কালে তূর্য্যধ্বনিদ্বারা সকলের যাতায়াত বন্ধ রাখিতে হইবে। তূর্য্য-ধ্বনি হইলে যে রাজ প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী স্থানে, ঐ সময়ের প্রথম বা শেষ যামে ভ্রমণ করিবে, তাহাকে ১¼ পণ অর্থ দণ্ড করিতে হইবে ; মধ্যবর্ত্তী যামে হইলে উহার দ্বিগুণ দণ্ড এবং যে রাজকীয় প্রাসাদ বা দুর্গে ভ্রমণ করিবে, তাহার চতুর্গুণ অর্থ দণ্ড হইবে।

যে সন্দিগ্ধ স্থানে অথবা কোন অপরাধ করিয়াছে এরূপ সন্দেহে ধৃত হইবে, তাহাকে পরীক্ষা করিতে হইবে। যে রাজকীয় প্রাসাদের নিকট ভ্রমণ করিবে, বা যে রাজধানীর দুর্গে আরোহণ করিবে,

তাহার মধ্যম প্রকারের অর্থদণ্ড হইবে। যাহারা রাত্রিতে চিকিৎসালয় বা সূতিকাগারে গমন করে, যাহারা মৃত দেহ বহন করিয়া লয়, অথবা যাহারা প্রদীপ হস্তে গমনাগমন করে, বা যাহারা নাগরকের সহিত সাক্ষাতাভিলাষে গমন করে. অথবা যাহারা তূর্য্যধ্বনির কারণ অনু-সন্ধান করিতে যায়. অথবা যাহারা অগ্নি নির্ব্বাণ বা ছাড়পত্র সহকারে গমন করে, তাহাদিগকে ধৃত করিতে হইবে না।

যাহারা চাররাত্রিতে (আমোদ প্রমোদের রাত্রিতে) ছদ্মবেশে ভ্রমণ করে, তাহাদের অপরাধানুযায়ী শাস্তি হইবে। যে সকল রক্ষি রাজপথে, যাহাদের নিষেধ করা উচিত নহে, তাহাদের নিষেধ করে, অথচ যাহাদের নিষেধ করা কর্ত্তব্য, তাহাদের নিষেধ করে না, তাহাদের দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। * * * * নাগরক প্রত্যহ জলাশয়, রাজপথ, নগর হইতে বহির্গত হইবার গুপ্ত পথ, দুর্গ, দুর্গ-প্রাচীর ও অন্যান্য রক্ষণোপযোগী স্থান পরীক্ষা করিবেন। তিনি অপরের পরিত্যক্ত সকল দ্রব্যই রক্ষা করিবেন। রাজার জন্মতিথিতে, পূর্ণিমায়, বালক, বৃদ্ধ, ব্যাধিত ও অনাথ বন্দিদিগকে বন্ধনাগার হইতে মুক্তি দিতে হইবে। অথবা যাহারা দয়ালু বা যাহারা বন্দিদিগের সহিত গর্ত্ত খনন করিয়াছে, তাহাদিগকে উপযুক্ত উদ্ধারের মূল্য দিয়া মুক্ত করিবে।

দৈনিক একবার। বা পাঁচরাত্রির মধ্যে একবার, অপরাধিদিগের কর্ম্মের জন্য তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া যাইতে পারে ; অথবা বেত্রাঘাৎ করা যাইতে পারে, বা উপযুক্ত পরিমাণ সুবর্ণ গ্রহণ করিয়া মুক্তি দেওয়া যাইতে পারে।

নূতন দেশ জয় কালে, যুবরাজের রাজ্যাভিষেক কালে অথবা রাজপুত্র জন্মগ্রহণ করিলে, বন্দিদিগকে মুক্তি দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

ব্যবহার-বিধি।

যে সকল নগরে সংগ্রহণ, দ্রোণমুখ ও স্থানীয় আছে, সেই সকল নগরে ও জনপদ-সন্ধিস্থলে ধর্ম্মশাস্ত্রে অভিজ্ঞ * তিন ব্যক্তি ও তিন জন রাজামাত্য বিচার-কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। বিচারকগণ নির্জ্জনে, গৃহাভ্যন্তরে, গভীর রাত্রিতে, অরণ্যে, গোপনে এবং ছল-পূর্ব্বক সম্পাদিত ব্যবহার † অগ্রাহ্য করিবেন। ‡ প্রস্তাবক ও সহযোগী প্রথম প্রকারের অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। § সাক্ষিগণের উপর্য্যুক্ত দণ্ডের অর্দ্ধাংশ এবং গ্রাহকের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সহ্য করিতে হইবে। অপরের সম্মুখে যে সকল ব্যবহার সম্পাদিত হইয়াছে এবং যাহা অন্যথা নিন্দনীয় নহে, সেই সকল ব্যবহার অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

দায়-বিষয়ক অথবা গচ্ছিত ধন বা বিবাহ সম্পর্কীয় অথবা পীড়িতা বা অপরিত্যক্তা স্ত্রীলোক বিষয়ক ব্যবহার এবং প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক সাধিত ব্যবহার গৃহাভ্যন্তরে অনুষ্ঠিত হইলেও অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

---

* 'ধর্ম্মস্থ' It is identical with the Grecian word 'Themistes'. সংগ্রহণ, দ্রোণমুখ ও স্থানীয়—দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

† চুক্তি—Transaction or Agreement.

‡ যাজ্ঞবল্ক্য—২, ২-৩।

§ ৪৮ হইতে ৯৬ পণ দণ্ডকে প্রথম প্রকারের, ২০০ হইতে ৫০০ পণ দণ্ডকে মধ্যম প্রকারের এবং ৫০০ হইতে ১০০০ পণ দণ্ডকে উচ্চতম দণ্ড বলা হয়।

অপহরণ, মল্লযুদ্ধ, বিবাহ অথবা রাজাদেশ-প্রতিপালন বিষয়ক ব্যবহার রাত্রিতেও সম্পাদিত হইতে পারে। যে সকল ব্যক্তি রাত্রির প্রথমভাগে কার্য্যাদি সম্পন্ন করে, তাহাদিগের ব্যবহারও রাত্রিতে সম্পাদিত হইতে পারে।

সার্থবাহ, গোপালক, শ্রমণ, ব্যাধ অথবা গুপ্তচর প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি জীবনের প্রধানাংশ অরণ্যেই অতিবাহিত করে, উহাদের ব্যবহার অরণ্যে সম্পাদিত হইলেও অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

ছলনা পূর্ব্বক যে সকল ব্যবহার সম্পাদিত হয়, তন্মধ্যে কেবল গুপ্তচর-গণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ব্যবহারই অক্ষুণ্ণ থাকিবে। সমিতির সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্জ্জন স্থানে সম্পাদিত ব্যবহার অক্ষুণ্ণ থাকিবে। উপর্য্যুক্ত ক্ষেত্র ব্যতীত, অন্য প্রকারে সম্পাদিত ব্যবহার অসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে।

আশ্রিত বা যাহারা ক্ষমতা-প্রাপ্ত হয় নাই, (যথা—পিতামহী, পুত্র, পুত্রের পিতা, জাতিচ্যুত ভ্রাতা, একান্নবর্ত্তী পরিবারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, সধবা স্ত্রীলোক, পুত্রবতী মাতা, ক্রীতদাস, অহিতক, * অপ্রাপ্ত-বয়স্ক ব্যক্তি, বৃদ্ধ, অভিশপ্ত, এবং পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তি তাহাদের সম্পাদিত ব্যবহার গ্রাহ্য হইবে না † । কিন্তু ইহারা আদেশ-প্রাপ্ত হইয়া ব্যবহার সম্পাদন করিলে, ঐ ব্যবহার গ্রাহ্য হইবে।

আদেশ-প্রাপ্ত ব্যক্তি যদি উত্তেজনা ও উদ্বেগের বশবর্ত্তী হইয়া বা মদ্যপানে মত্ত হইয়া অথবা উন্মাদাবস্থায় কোনও ব্যবহার সম্পাদন করে, তবে সেই ব্যবহার গ্রাহ্য হইবে না। এই সকল ক্ষেত্রে, প্রস্তাবক, সহযোগী এবং সাক্ষিগণ সকলেই অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

কিন্তু, যদি নিজ সমাজভুক্ত ব্যক্তির সহিত উপযুক্ত স্থানে এবং সময়ে

* ঠিকা ভৃত্য। † নারদ ১, ২৬—৪২ এবং যাজ্ঞবল্ক্য ২, ৩২ ও ৩৩ দ্রষ্টব্য।

কোনও ব্যবহার সম্পাদিত হয় এবং যদি ঐ ব্যবহারের বিবরণ, আচার, লক্ষণ ও প্রমাণ বিশ্বাসযোগ্য হয়, তবে ঐ ব্যবহার সিদ্ধ হইবে।

আদেশ * ও বন্ধক সংক্রান্ত ব্যবহার তৃতীয় ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত হইলেও গ্রাহ্য হইবে।

বিচার।

প্রথমে বৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ, দিন এবং ঋণের পরিমাণ ও অভি-যোক্তা ও অভিযুক্তের দেশ, বাসস্থান, জাতি, গোত্র তালিকাভুক্ত করিয়া পরে উভয় পক্ষের বিবৃতি অভিযোগের অবস্থানুযায়ী লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। এই সকল বর্ণনা বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিতে হইবে। বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই কৃতসমর্থ হওয়া † আবশ্যক।

পরোক্ত।

বিচার্য্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া কোন পক্ষের বিষয়ান্তর অবলম্বন করণ, প্রথমোক্ত বিবরণের সহিত শেষোক্ত বিবরণের অসাদৃশ্য, তৃতীয় ব্যক্তির মতামত বিচারের আবশ্যক না থাকিলেও ঐ মত গ্রহণের জেদকরণ, বিচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে উত্তর করিতে করিতে স্থগিত হওন, আদিষ্ট হইলেও মৌনাবলম্বন, নির্দ্দিষ্ট প্রশ্ন ব্যতীত অন্য প্রশ্ন করণ, নিজের বিবরণ প্রত্যাখ্যান করণ, নিজের সাক্ষীর বিবরণ অবিশ্বাস করণ, অন্যায় স্থলে সাক্ষীর সহিত কথোপকথন,—এই সকল অপরাধকে পরোক্ত বলা হয়।

পরোক্ত দোষে বিরোধীয় অর্থের পাঁচ গুণ দণ্ড হইবে। উপযুক্ত প্রমাণের অভাব-সত্ত্বে মোকদ্দমা আনয়ন করিলে দশ গুণ দণ্ড হইবে।

* বিনিময়-পত্র। 'Probably Bills of Exchange.' † 'Fit to sue and defend'

পারিশ্রমিক।

সাক্ষিগণ বিরোধীয় অর্থের অষ্টমাংশ * প্রাপ্ত হইবে। যে পরিমাণ অর্থের জন্য অভিযোগ করা হইয়াছে, তাহারই অনুপাতে তাহাদের যাতায়াতের ব্যয় বহন করিতে হইবে। এই দুই প্রকার ব্যয় পরাজিত পক্ষই বহন করিবে।

প্রত্যভিযোগ †

কলহ ও চৌর্য্য এবং সার্থবাহ ও সমবায় সদস্যগণের মধ্যে কোনরূপ বিবাদ হইলে অভিযুক্ত অভিযোক্তার বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রত্যভিযোগ আনয়ন করিতে পারিবে না। ‡

অভিযুক্তের উত্তর করিবার অব্যবহিত পরেই অভিযোক্তা তাহার প্রত্যুত্তর করিবে। অন্যথা, অভিযোক্তা পরোক্ত দোষে দোষী হইবে। অভিযোক্তা মোকদ্দমার সকল বিষয়ই অবগত আছে; কিন্তু অভিযুক্ত সেরূপ অবগত নহে। অভিযুক্ত তাহার পক্ষ-সমর্থনের জন্য তিন কিংবা সাত রাত্রি সময় পাইতে পারে। যদি ঐ সময়ের মধ্যে সে নিজ পক্ষ-সমর্থনের জন্য প্রস্তুত না হইতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে তিন হইতে দ্বাদশ পণ দণ্ড দিতে হইবে। যদি তিন পক্ষ অতিবাহিত হইলেও অভিযুক্ত উত্তর করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহাকে পরোক্ত দোষে দণ্ডনীয় হইতে হইবে এবং অভিযোক্তা অভিযুক্তের সম্পত্তি হইতে তাহার প্রাপ্য আদায় করিতে পারিবে। কিন্তু যদি অভিযোক্তা 'প্রত্যুপকারের' § জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকে তাহা হইলে কোনও আদেশ দেওয়া হইবে না।

---

* "One-eighth of amount."

† countersuits. ‡ যাজ্ঞবল্ক্য ২, ৯ এবং ১০। § Mere return of gratitude.

যে সকল অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগ প্রমাণ করিতে অক্ষম হইবে, তাহাদিগেরও এই প্রকার দণ্ড হইবে। অভিযোক্তা অভিযোগ প্রমাণ করিতে না পারিলে, পরোক্ত দোষে অপরাধী হইবে। দণ্ডিত, মৃত বা ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রমাণ না করিতে পারিলে, অভিযোক্তার অর্থদণ্ড হইবে এবং মৃতের শ্রাদ্ধাদির ব্যয় বহন করিতে হইবে। প্রমাণ করিতে পারিলে আবদ্ধ সম্পত্তি অধিকার করিতে পারিবে।

অভিযোক্তা ব্রাহ্মণ না হইলে এবং অভিযোগ প্রমাণ করিতে অক্ষম হইলে, তাহাকে ভূত-প্রেত দূরীভূত কারবার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে। চাতুর্ব্বর্ণ্যের স্ব স্ব কর্ত্তব্য-পালনে আশ্রম-সমূহের আচরণ এবং সর্ব্বধর্ম্ম-রক্ষণের ক্ষমতা থাকা প্রযুক্তই রাজা ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক বিবেচিত হইয়া থাকেন।

ধর্ম্ম, ব্যবহার, চরিত্র ও রাজশাসন * এই চারিটীকে, আইনের চারিটী পদ বলা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে শেষোক্তটীই শ্রেষ্ঠ। ধর্ম্মই সনাতন সত্য এবং ইহা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আধিপত্য বিস্তার করে। † সাক্ষিগণের নিকট ব্যবহার এবং কিংবদন্তীতে চরিত্র পাওয়া যায়। রাজাজ্ঞাই শাসন নামে কথিত হইয়া থাকে। ধর্ম্মতঃ প্রজাশাসন দ্বারা রাজকর্ত্তব্য প্রতিপালন করিলে, রাজা স্বর্গবাসী হইতে পারেন। যে রাজা প্রজা-পালন করেন না অথবা সমাজে বিপর্য্যয় ঘটান, তাঁহার দণ্ডধারণই বৃথা। রাজা শত্রু ও পুত্র উভয়ের প্রতিই নিরপেক্ষ-ভাবে দণ্ড পরিচালনা করিলে, পৃথিবী ও পরলোক রক্ষা হয়। যে নরপতি ধর্ম্ম, চরিত্র এবং ন্যায়ানুযায়ী শাসন করেন, তিনি সমুদয় পৃথিবী জয় করিতে

---

* 'Sacred law, evidence, history and edicts of Kings,'

† যাজ্ঞবল্ক্যের মতে 'অর্থশাস্ত্র' অপেক্ষা 'ধর্ম্মশাস্ত্র'ই অধিক বিশ্বাসযোগ্য যাজ্ঞবল্ক, ২, ২১ দ্রষ্টব্য।

পারিবেন। যখন চরিত্রে ও ধর্ম্মে কোনও বৈষম্য দেখা যাইবে অথবা ব্যবহার ও ধর্ম্মে পার্থক্য দেখা যাইবে, তখন ধর্ম্মানুযায়ীই কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে।

অনুযোগ, সততা, হেতু এবং শপথ দ্বারাই লোকে বিচারে জয়ী হইতে পারে। যখন ব্যবহার দ্বারা কোনও প্রকার বক্তব্য পরস্পর-বিরোধী বলিয়া বোধ হইবে এবং যখন রাজকীয় গুপ্তচর দ্বারা কোনও পক্ষের বক্তব্য মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইবে, তখন সেই পক্ষের বিরুদ্ধে দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিতে হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বিবাহ।

বিবাহ সকল প্রকার আচারের অগ্রবর্ত্তী। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য্য, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, পৈশাচ—এই কয় প্রকার বিবাহ প্রচলিত। এই কয় প্রকার বিবাহের মধ্যে প্রথমোক্ত চারি প্রকারের বিবাহ প্রাচীন-কাল হইতেই প্রচলিত আছে এবং কন্যার পিতা সম্মত হইলেই, এই চারি প্রকারের বিবাহ ধর্ম্মানুমোদিত বলিয়া বিবেচিত হয়। অন্য চারি প্রকারের বিবাহে মাতা-পিতা উভয়েরই অনুমোদন আবশ্যক। কারণ মাতাপিতাই জামাতৃ-প্রদত্ত শুল্কের অধিকারী। মাতা কিংবা পিতার অনুপস্থিতিতে কিংবা একের মৃত্যু হইলে অন্যে সেই শুল্ক গ্রহণ করিবেন। যদি মাতাপিতা উভয়েরই মৃত্যু হইয়া থাকে, তবে কন্যা নিজেই এই শুল্ক গ্রহণ করিবে। বিবাহ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ সন্তুষ্ট হইলেই, সকল প্রকার বিবাহ সিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

বৃত্তি এবং আভরণই * স্ত্রীলোকের স্ত্রীধন †। বৃত্তির মূল্য দুই সহস্রের অধিক হইলে, ইহা স্ত্রীর নামে স্থাপন করিতে হইবে। আভরণ বিষয়ে কোনও নিয়ম নাই। প্রবাসী-স্বামী কর্ত্তৃক ভরণ-পোষণের কোন ব্যবস্থা না থাকিলে,স্ত্রী এই স্ত্রীধন দ্বারা নিজ পুত্র,পুত্রবধূ বা নিজের ভরণ-পোষণের ব্যয় নির্ব্বাহ করিলে, উহা দূষণীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে না। বিপন্নাবস্থায়, ব্যধিগ্রস্থ হইলে,দুর্ভিক্ষ-কালে,বিপৎ-প্রতীকারে এবং ধর্ম্মকার্য্যে স্বামীও স্ত্রীধন ব্যয় করিতে পারেন। ‡ যুগ্ম সন্তান-বিশিষ্ট দম্পতীর, পরস্পরের সম্মতিতে অথবা প্রথমোক্ত চারি প্রকার বিবাহানুযায়ী আচরণ সহ যে সকল দম্পতী বিবাহিত হইয়াছে তাহারা, তিন বৎসর স্ত্রী-ধন ভোগ করিলেও, কোনরূপে অপ-রাধী হইবে না। কিন্তু গান্ধর্ব্ব বা আসুরিক প্রথায় বিবাহিত দম্পতী, স্ত্রী-ধন ব্যবহার করিলে উহাদিগকে কুশীদ সহ স্ত্রী-ধন পরিশোধ করিতে হইবে। রাক্ষস বা পৈশাচিক প্রথায় বিবাহিত দম্পতী কর্ত্তৃক স্ত্রীধন ব্যবহৃত হইলে, ঐ কার্য্য চৌর্য্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।

স্বামীর মৃত্যু পর ধর্ম্মকামা স্ত্রী তাহার বৃত্তি, আভরণ এবং প্রাপ্য শুল্ক প্রাপ্ত হইবে। যদি বৃত্তি ও আভরণ নিজ অধিকারে না থাকে, তবে তদ্দণ্ডে উহাকে সুদ সহ প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। যদি ঐ স্ত্রী দ্বিতীয়-বার বিবাহে অভিলাষিণী হয়, তবে উহার শ্বশুর বা স্বামী দত্ত ধন উঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। স্ত্রীলোক কোন্ কোন্ সময়ে পুনর্ব্বিবাহ করিতে পারে, তাহা স্বামীর প্রবাস-কালে বর্ণিত হইবে।

শ্বশুর নির্ব্বাচিত ব্যক্তি ব্যতীত যদি অন্য কোনও পুরুষকে স্ত্রীলোক বিবাহ করে, তাহা হইলে সেই স্ত্রীলোক শ্বশুর বা স্বামি-দত্ত ধনের

* 'আবন্ধ' Jewellery. † নারদ ১৩, ৮। মনু ৯, ১৯৪

‡ যাজ্ঞবল্ক্য ২, ১৪৩, ৪৪ এবং ১৫০

অধিকারিণী হইবে না। স্ত্রীলোককে জ্ঞাতির নিকট গচ্ছিত ধন প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। যিনি স্ত্রীলোককে আশ্রয়-দান করেন, তিনি তাহার স্ত্রীধনও রক্ষা করিবেন। স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর কোনই স্বত্ব থাকিবে না।

ধর্ম্মপরায়ণা স্ত্রীলোক স্বামীর সম্পত্তি ভোগ করিতে পারিবে। পুত্রবতী মাতা নিজ স্ত্রীধন বিতরণ করিতে পারিবেন না; কারণ তাঁহার সম্পত্তি তাঁহার পুত্র বা পুত্রগণ ভোগ করিবে। যদি কোনও স্ত্রীলোক নিজ ভরণ-পোষণের জন্য নিজ সম্পত্তি স্বাধিকারে আনয়নের চেষ্টা করে, তবে ঐ সম্পত্তি পুত্রগণের উপর ন্যস্ত করিতে হইবে। যদি কোনও স্ত্রীলোকের অনেকগুলি পুত্র সন্তান থাকে, তবে সেই স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তি যে অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই অবস্থায় রাখিবার জন্য যত্ন করিবে। যে সম্পত্তিতে তাহার সম্পূর্ণ ভোগের ও বিতরণের ক্ষমতা আছে, তাহাও তাহার পুত্রগণের উপর ন্যস্ত করিতে হইবে।

বন্ধ্যা সতী-স্ত্রী নিজ গুরুর অধীনে, জীবনান্ত পর্য্যন্ত, স্ত্রীধন ভোগ করিতে পারিবে; কেন-না, বিপৎ-প্রতীকারার্থই স্ত্রীলোককে সম্পত্তি প্রদান করা হয়। স্ত্রীলোকের মৃত্যু অন্তে তাহার আত্মীয়গণই তাহার সম্পত্তি ভোগ করিবে। যদি স্বামীর জীবদ্দশায় স্ত্রীর মৃত্যু হয়, তবে স্ত্রী-ধন পুত্র ও কন্যাদিগের মধ্যে বিভক্ত হইবে। যদি পুত্রের অভাব থাকে, তবে কেবল কন্যাগণই পাইবে। যদি পুত্রকন্যা না থাকে, তবে স্বামীই ঐ ধনের অধিকারী হইবেন। অথবা, স্বামী যে শুল্ক প্রদান করিয়াছিলেন, স্ত্রী কেবল তাহাই গ্রহণ করিবেন। স্ত্রীর আত্মীয়-বন্ধুগণ যে সকল উপহার মৃতাকে প্রদান করিয়াছেন, উহা প্রতিগ্রহণ করিবেন। *

* যাজ্ঞবল্ক্য [illegible], ১৪৬—১৪৮

স্ত্রী মৃতবৎসা, পুত্রোৎপাদনে অক্ষমা বা বন্ধ্যা * হইলে, স্বামী দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহণের পূর্ব্বে আট বৎসর অপেক্ষা করিবেন। পত্নী কেবল কন্যা প্রসব করিলে, স্বামী দ্বাদশ বৎসর অপেক্ষা করিবেন। তৎপরে, স্বামী পুত্রকামনা করিলে, বিবাহ করিতে পারেন। উপর্য্যুক্ত নিয়ম ব্যতিক্রম করিলে, স্বামী পত্নীকে শুল্ক ও স্ত্রীধন প্রত্যর্পণ এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ব্যতীত নরপতিকে চতুর্ব্বিংশ পণ অর্থদণ্ড দিবেন। যে সকল পত্নী বিবাহ-কালীন শুল্ক বা স্ত্রীধন প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহাদের শুল্ক, স্ত্রী-ধন, উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও বৃত্তিদান করিয়া, স্বামী ইচ্ছানুসারে অন্য পত্নী গ্রহণ করিতে পারেন ; কারণ, পুত্রার্থেই স্ত্রীর প্রয়োজন। যদি স্বামীর বহু ভার্য্যা থাকে, অথবা সকল পত্নীই এককালে ঋতুমতী হইয়া থাকেন, তবে স্বামী যে পত্নীকে সর্ব্বাগ্রে বিবাহ করিয়াছেন, অথবা যিনি পুত্রবতী, তাঁহাকেই গ্রহণ করিবেন। ঋতুমতী স্ত্রীর ধর্ম্মরক্ষা না করিলে, স্বামীর ৯৬ পণ অর্থদণ্ড হইবে। পুত্রবতী, ধার্ম্মিকা, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা এবং যাঁহারা সন্তানবতী হইবার বয়স অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহাদের অনভিমতে তাঁহাদের সহিত সহবাস নিষিদ্ধ। স্বেচ্ছানুসারে স্বামী কুষ্ঠ-ব্যাধিগ্রস্থা বা উন্মত্তা স্ত্রীর সহিত সহবাস করিতে পারেন।

স্বামী কুচরিত্র, প্রবাসী, রাজদ্রোহী, জাতিচ্যুত বা ক্লীব হইলে, অথবা পত্নীর প্রাণহানিকর কার্য্য করিবার সম্ভাবনা থাকিলে, পত্নী স্বামীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন। †

পুরুষ ষোড়শ বর্ষে প্রাপ্তবয়স্ক এবং স্ত্রীলোক দ্বাদশ বর্ষে প্রাপ্তবয়স্কা ‡ হন। আদেশ-প্রতিপালন না করিলে, প্রাপ্তবয়স্কার পঞ্চদশ পণ অর্থদণ্ড হইবে।

---

* নারদ, ২, ৯৪ দ্রষ্টব্য † নারদ ১২, ৯৭। বশিষ্ঠ ১৭, ৭৪।

‡ "প্রাপ্ত ব্যবহার।"—"attain majority."

অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য গ্রাসাচ্ছাদন প্রার্থনার অধিকারিণী স্ত্রীকে পোষণ-কর্ত্তা স্বকীয় আয়ের অনুপাতে আবশ্যক বা অতিরিক্ত বস্ত্র ও আহার্য্য প্রদান করিবেন। শুল্ক, স্ত্রীধন এবং স্বামীর পুনর্ব্বিবাহে সম্মতি প্রদানের জন্য ক্ষতিপূরণ না পাইলে, স্ত্রীর উপযুক্ত ভরণ-পোষণ করিতে হইবে। স্বামিসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া শ্বশুর-কুলের কাহারও সহিত বসবাস বা স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করিলে, স্বামী স্ত্রীর ভরণ-পোষণের জন্য দায়ী হইবেন না।

অবাধ্যা স্ত্রীলোককে বিনয় শিক্ষা দিবার জন্য নিম্নলিখিত ভাবে সম্বোধন করিতে হইবে। যথা,— "নগ্না! বিনগ্না! ষণ্ডা! মাতৃপিতৃহীনা ;" ইত্যাদি ইত্যাদি। অথবা, বেণুদল, রজ্জু বা হস্তের তালুদ্বারা তাহার নিতম্বে তিন বার আঘাত করিতে হইবে। যে স্ত্রী ঈর্ষা বা ঘৃণা বশতঃ স্বামীর প্রতি ক্রূর ব্যবহার করে, তাহাকেও এই প্রকার শাস্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। স্বামীর গৃহের দ্বারদেশে বা বহির্ভাগে বিহারের জন্য অন্যত্র-বর্ণিত শাস্তি প্রদান করিতে হইবে। * * স্ত্রীকে ঘৃণা করিলে ভর্ত্তা, ভিক্ষুণী, প্রতিপালক বা জ্ঞাতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে স্বামী তাহাকে অনুমতি দিবেন। মিথ্যা-পূর্ব্বক নিজ আত্মীয় বা গুপ্তচরের সহিত স্ত্রীকে ব্যভিচার দোষে দূষিতা বলিয়া অভিযোগ আনয়ন করিলে (প্রত্যক্ষ-দর্শী ব্যক্তিগণ দ্বারাই এই অপরাধ প্রমাণিত হইবে), অথবা স্ত্রী স্বামিসঙ্গ পরিহারে অভিলাষিণী এইরূপ মিথ্যাপবাদ আরোপ করিলে, স্বামীর দ্বাদশ পণ অর্থদণ্ড হইবে। স্বামীকে ঘৃণা করিলেও, স্বামীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও, স্ত্রী বিবাহ ভঙ্গ করিতে পারিবে না। কিন্তু পরস্পরের মধ্যে দ্বেষ থাকিলে বিবাহ ভঙ্গ করিতে পারিবে। * পত্নী হইতে

* পণ্ডিত শ্যামশাস্ত্রী এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, স্মৃতিতে বিবাহ-ভঙ্গের উল্লেখ নাই।

বিপদাশঙ্কা করিয়া, বিবাহ-ভঙ্গে ইচ্ছুক হইলে, স্বামী স্ত্রীকে বিবাহ-কালীন দত্ত সকল দ্রব্য প্রত্যর্পণ করিবেন। স্বামীর নিকট বিপদাশঙ্কা করিয়া স্ত্রী বিবাহ-ভঙ্গে অভিলাষিণী হইলে,স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর কোনই অধিকার থাকিবে না। প্রথম প্রকারের বিবাহ চতুষ্টয় কিছুতেই ভগ্ন হইতে পারে না।

পতির নিষেধ-সত্ত্বেও পত্নী দর্প-ক্রীড়ায় * বা মদ্যপানে আসক্তি প্রদর্শন করিলে, পত্নীর তিন পণ অর্থদণ্ড হইবে। দিবাভাগে, ক্রীড়া-দর্শনে বা বিহারে গমন করিলে, পত্নীর ছয় পণ অর্থদণ্ড হইবে। স্ত্রী যদি পর-পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ বা আমোদ-প্রমোদে যোগদান করে, তবে তাহার দ্বাদশপণ দণ্ড হইবে। এই সকল অপরাধ রাত্রিকালে সংঘটিত হইলে,দ্বিগুণ অর্থদণ্ড হইবে। যদি কোনও স্ত্রীলোক, অন্য কোনও নিদ্রিতা বা মত্তা স্ত্রীলোক হরণ করে, অথবা স্বামীকে গৃহের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত টানিয়া লয়, তবে তাহার দ্বাদশ পণ অর্থদণ্ড হইবে। কোনও স্ত্রীলোক রাত্রিকালে নিজগৃহ হইতে বহির্গতা হইলে, দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। কোনও পুরুষ বা স্ত্রী কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য, কোনও প্রকার সঙ্কেত করিলে বা গোপনে আলাপন করিলে, পুরুষের ৪৮ পণ ও স্ত্রীলোকের ২৪ পণ দণ্ড হইবে।

স্ত্রীলোক কেশ বিস্তৃত করিয়া রাখিলে, পরিধান-বস্ত্র কটিদেশে, দন্তে বা নখরে বেষ্টিত করিলে, প্রথম প্রকারের দণ্ডে দণ্ডিতা হইবে। ঐ প্রকার আচরণের জন্য পুরুষের দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। গোপনীয় স্থানে বাক্যালাপ করিলে, অর্থদণ্ডের পরিবর্ত্তে বেত্রাঘাত করা হইবে। গ্রামের মধ্যস্থলে, চণ্ডাল এই প্রকার স্ত্রীলোকের শরীরের

* Amorous sports. স্মৃতিতে এই সকল ব্যবহারই ব্যভিচার বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রত্যেক পার্শ্বে পাঁচ বার বেত্রাঘাত করিবে। প্রত্যেক আঘাতের পরিবর্ত্তে এক এক পণ অর্থ প্রদান করিলে, স্ত্রীলোক বেত্রাঘাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে।

নিষেধ সত্ত্বেও যদি স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে উভয়কে সাহায্য করে, তাহা হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রব্য দ্বারা সাহায্য করিলে ১২ পণ, স্থূল দ্রব্য হইলে ২৪ পণ, এবং হিরণ্য বা মুদ্রাদি হইলে স্ত্রীলোকের ৫৪ পণ অর্থদণ্ড হইবে। পুরুষের দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। কোনও স্ত্রী ও পুরুষের একত্রবাস নিষিদ্ধ হইলেও যদি তাহারা পূর্ব্বোক্ত দোষে দূষিত হয়, তবে অর্দ্ধেক দণ্ড হইবে। নিষেধ সত্ত্বেও যদি কোনও পুরুষ অপর পুরুষকে সাহায্য করে তবে তাহাদেরও এই প্রকার অর্থদণ্ড হইবে।

রাজদ্রোহিতা, অবিচার এবং ইচ্ছানুযায়ী ভ্রমণ করিলে, স্ত্রীলোক স্ত্রীধন, আহিত * এবং শুল্ক † হইতে বঞ্চিতা হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

বিপদ ব্যতীত অন্য কোনও কারণে স্ত্রী স্বামীর গৃহ পরিত্যাগ করিলে, তাহার ছয়পণ অর্থদণ্ড হইবে। স্বামীর নিষেধ সত্ত্বেও বহির্গতা হইলে দ্বাদশ পণ দণ্ড হইবে। প্রতিবেশীর গৃহ হইতে অধিক দূর গমন করিলে ছয়পণ দণ্ড হইবে। যদি প্রতিবেশীকে গৃহে আসিতে অনুমতি দেয়, বা ভিক্ষুনীর ভিক্ষা বা বৈদেহকের পণ্য গৃহে আনয়ন করে, তবে দ্বাদশ পণ দণ্ড হইবে। স্বামীর নিষেধ সত্ত্বে উপর্য্যুক্ত অপরাধ করিলে,

* যাজ্ঞবল্ক্য ২,১৮৭-৮৮।

† স্বামীর পুনর্ব্বিবাহে সম্পত্তি প্রদানের জন্য ক্ষতি-পূরণ ও স্বামী-দত্ত ও পত্নীর মাতাপিতা কর্ত্তৃক গৃহিত ধন।

প্রথম প্রকারের দণ্ড হইবে। চতুঃপার্শ্বস্থ গৃহাদির বহির্দ্দেশে গমন করিলে ২৪ পণ দণ্ড হইবে। নিজগৃহে, বিপদ ব্যতীত অপর কারণে, অন্যের স্ত্রীকে আশ্রয় দান করিলে, শত পণ অর্থদণ্ড হইবে। উপর্য্যুক্তা স্ত্রীলোক বিনানুমতিতে বা আদেশ অমান্য করিয়া প্রবেশ করিলে, প্রথমোক্তা স্ত্রী দূষণীয়া হইবে না।

আচার্য্য বলেন যে, বিপদ প্রতিরোধার্থ স্বামীর আত্মীয়ের নিকট গমন বা ধনী ব্যক্তি বা গ্রামের দলপতি বা নিজের রক্ষক বা ভিক্ষুণী বা জ্ঞাতির আশ্রয়-গ্রহণ স্ত্রীর পক্ষে দূষণীয় নহে। এতদুত্তরে কৌটিল্য জিজ্ঞাসা করেন যে, সাধ্বী কি প্রকারে জানিবেন যে, তাঁহার জ্ঞাতি-কুলের সকল পুরুষই সচ্চরিত্র? প্রেত, ব্যাধি, ব্যসন এবং গর্ভাবস্থায় আত্মীয়ের আশ্রয় গ্রহণ স্ত্রীলোকের পক্ষে দূষনীয় নহে। এরূপ স্থলে যে প্রতিবন্ধ ঘটাইবে, তাহার দ্বাদশ পণ দণ্ড হইবে। এরূপ অবস্থায় স্ত্রীলোক প্রচ্ছন্ন থাকিলে, তাহার স্ত্রীধনে তাহার অধিকার থাকিবে না। এরূপ প্রচ্ছন্ন-করণে যদি তাহার আত্মীয়গণ তাহাকে সাহায্য করে, তবে তাহারা শুল্কের অবশিষ্টাংশ হইতে বঞ্চিত হইবে।

স্বামি-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া, অন্য গ্রামে গমন করিলে, স্ত্রীর দ্বাদশ পণ দণ্ড হইবে এবং তদ্ব্যতীত স্ত্রীধন ও আভরণ হইতে তাহাকে বঞ্চিতা হইতে হইবে। গ্রাসাচ্ছাদন গ্রহণ বা তীর্থ-গমন ব্যতীত অন্য ছলে, অন্যত্র ধাম্মিকের সহিত গমন করিলেও তাহার চব্বিশ পণ দণ্ড হইবে। অধিকন্তু, সে সমাজচ্যুতা হইবে। যে পুরুষ এই প্রকার স্ত্রীকে তাহার সহগামিনী হইতে আদেশ দেয়, তাহার প্রথম প্রকারের দণ্ড হইবে। যদি উভয়ের একই প্রকার অভিসন্ধি হয়, তবে উভয়েই মধ্যম প্রকারের অর্থ-দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। স্ত্রীলোক ঘনিষ্ঠ

আত্মীয়ের সহগমন করিলে, আত্মীয়ের দণ্ড হইবে না। কিন্তু, নিষেধ সত্ত্বেও, যদি আত্মীয় কোন আত্মীয়াকে সহগামিনী হইতে দেন, তবে তাঁহার অর্দ্ধেক দণ্ড হইবে। রাজপথে, বনমধ্যে বা গোপনীয় স্থানে পর-পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ বা নিষিদ্ধ-ব্যক্তির সহগমন করিলে সংগৃহণ * দোষ হয়। অভিনেতা, চারণ, মৎস্যজীবী, লুব্ধক † গোপালক, শৌণ্ডিক ‡ প্রভৃতির সঙ্গে স্ত্রী থাকিলে, তাহাদের সহিত অপর স্ত্রীলোকের ভ্রমণ দূষণীয় নহে। যদি নিষেধ সত্ত্বেও কোনও পুরুষ অপর স্ত্রীলোককে সঙ্গে ল'ন, বা যদি কোনও স্ত্রী নিষেধ সত্ত্বেও অন্য পুরুষের সহগামিনী হন, তবে উভয়েরই উপর্য্যুক্ত দণ্ডের অর্দ্ধেক দণ্ড হইবে।

শূদ্রা, বৈশ্যা, ক্ষত্রিয়া এবং ব্রাহ্মণী সন্তানবতী না হইলে, প্রবাসী স্বামীর জন্য এক বৎসর অপেক্ষা করিবেন। সন্তানবতী হইলে স্বামীর জন্য এক বৎসরের অধিক কাল অপেক্ষা করিবেন। যদি গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা থাকে, তবে তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত সময় অপেক্ষা দ্বিগুণ কাল অপেক্ষা করিবেন। যদি ব্যবস্থা না থাকে, তবে তাঁহাদের ধনী জ্ঞাতিবর্গ চারি কি অষ্ট বৎসরের জন্য তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিবেন। তৎপরে, বিবাহকালীন প্রদত্ত দ্রব্যাদি প্রতিগ্রহণ পূর্ব্বক, জ্ঞাতিগণ তাঁহাদের পুনর্ব্বিবাহে অনুমতি দিবেন। ব্রাহ্মণ-স্বামী বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রবাসী হইলে, অপুত্রবতী পত্নী দশ বৎসর অপেক্ষা করিবেন; গর্ভবতী হইলে দ্বাদশ বৎসর অপেক্ষা করিবেন। ক্ষত্রিয়-স্বামী হইলে, ক্ষত্রিয়ার মৃত্যু পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু বংশ লোপ ভয়ে, স্ত্রী সবর্ণে বিবাহ করিয়া পুত্রবতী হইলে ঘৃণাস্পদা হইবে না। গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব হইলে এবং ধনী-জ্ঞাতি

* সংগৃহণ—'Elopement'. † Hunxers. ‡ Vinters.

কর্তৃক পরিত্যক্তা হইলে প্রোষিতভর্তৃকা স্বেচ্ছানুসারে প্রতিপালন-ক্ষম ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে পারেন।

স্ত্রীলোকের পুনর্ব্বিবাহ।

বিবাহিত প্রবাসী স্বামীর সংবাদ জ্ঞাত থাকিলে এবং যদি স্বামীর নাম সাধারণে অবগত না থাকে, তবে 'কুমারী' * সাত ঋতুকাল অপেক্ষা করিবেন। স্বামীর নাম সাধারণে অবগত থাকিলে, পত্নী এক বৎসর অপেক্ষা করিবেন। প্রবাসী স্বামীর সংবাদ না পাওয়া গেলে, এবং যদি স্ত্রী শুল্কের অংশ-বিশেষ মাত্র পাইয়া থাকেন, তবে স্ত্রী তিন ঋতুকাল মাত্র অপেক্ষা করিবেন; স্বামীর সংবাদ অবগত হইলে, সাত ঋতুকাল অপেক্ষা করিবেন। যিনি সম্পূর্ণ শুল্ক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি স্বামীর সংবাদ না পাইলে,পাঁচ ঋতুকাল অপেক্ষা করিবেন। কিন্তু সংবাদ পাইলে দশ ঋতুকাল অপেক্ষা করিবেন। পরে, বিচারকগণের অনুমতি লইয়া ইচ্ছানুসারে বিবাহ করিতে পারেন। কারণ কৌটিল্য বলেন যে, ঋতুমতী স্ত্রীর ধর্ম্ম-রক্ষা না করিলে ধর্ম্ম-বধ হয়। †

স্বামী বহুকাল প্রবাসী বা মৃত হইলে, অপুত্রবতী পত্নী, স্বামীর কনিষ্ঠ সহোদরকে বিবাহ করিতে পারেন। মৃত স্বামীর বহু ভ্রাতা থাকিলে,স্ত্রী মৃত-স্বামীর কনিষ্ঠ অথবা ধার্ম্মিক ও তাঁহাকে প্রতিপালনে-সক্ষম ভ্রাতাকে বিবাহ করিবেন। মৃত স্বামীর ভ্রাতা না থাকিলে, পত্নী স্বামীর সগোত্রে আত্মীয়কে বিবাহ করিবেন। সগোত্রে বহু উপযুক্ত ব্যক্তি থাকিলে, স্ত্রী মৃত স্বামীর নিকট-আত্মীয়কে বিবাহ করিবেন।

* 'কুমারী'—Young Wife.

† নারদ ১২, ৯৭-১০০; বশিষ্ঠ ১৭,, ৭৪-৮০; মনু ৯, ৭৬ ও ৭৭, গৌতম ১৫-১৭ দ্রষ্টব্য।

উপর্য্যুক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে স্ত্রী ও পুনর্ব্বিবাহিত স্বামী, কন্যাদাতা এবং যাহারা এরূপ বিবাহে সম্মতি দান করিয়াছে, তাহারা সকলেই দণ্ডিত হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়।

দায়ভাগ।

পিতা, মাতা বা ঊর্দ্ধতন পুরুষ বর্ত্তমানে পুত্র সম্পত্তি ভোগ করিতে পারিবে না। উহাঁদের মৃত্যুর পর, পৈতৃক সম্পত্তি উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বিভক্ত হইবে। পৈতৃক সম্পত্তির সাহায্যে উপার্জ্জিত সম্পত্তি ব্যতীত, স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি বিভক্ত হইবে না। * অবিচ্ছিন্ন সম্পত্তির সাহায্যে যে সম্পত্তি অর্জ্জিত হইয়াছে, উহাতে চারি পুরুষের নির্দ্ধারিত অংশ থাকিবে। কারণ, চারি পুরুষ পর্য্যন্তই পিণ্ড অবিচ্ছিন্ন থাকে; কিন্তু প্রথম পুরুষ হইতে যাহাদের পিণ্ড বিচ্ছিন্ন হইয়াছে † তাহারা তুল্যাংশে সম্পত্তি ভোগ করিবে। একই পরিবারভুক্ত ব্যক্তির পৈত্রিক সম্পত্তি পূর্ব্বে বিভক্ত হইলেও পুনর্ব্বার বিভক্ত হইবে। পুত্রগণের মধ্যে, যিনি পৈতৃক সম্পত্তির উন্নতি-সাধন করিবেন, তিনি স্বকীয় অংশ ব্যতীত লভ্যাংশ পাইবেন।

একান্নবর্ত্তী ভ্রাতা বা আত্মীয়, অপুত্রক ব্যক্তির দ্রব্যাদির ‡ অধিকারী হইবে এবং কন্যাগণ কেবল রিক্তের অধিকারিণী হইবে।

---

* যাজ্ঞবল্ক্য ২, ১২০। নারদ ১৩, ৬। মনু ৯, ২০৬।

† 'বিচ্ছিন্ন পিণ্ড' *i.e.* those who are subsequent to the fourth generation.

‡ 'দ্রব্য'.—Moveable property.

পুত্রকের সম্পত্তি পুত্রে বর্তিবে। প্রথমোক্ত চারি প্রকারে বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাতা কন্যা থাকিলে, ঐ কন্যাই সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইবে। যদি এই প্রকারের পুত্র বা কন্যা না থাকে এবং মৃত ব্যক্তির পিতা জীবিত থাকেন, তবে পিতাই সম্পত্তির অধিকারী হইবেন। যদি পিতা জীবিত না থাকেন, তবে মৃত ব্যক্তির ভ্রাতৃগণ এবং ভ্রাতুষ্পুত্রগণ সম্পত্তি পাইবেন। পিতৃহীন অনেক ভ্রাতা থাকিলে, তাঁহারা সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইবেন এবং এই সকল ভ্রাতার প্রত্যেক পুত্রই অংশীদার হইবে। জীবদ্দশায় সম্পত্তি বিভাগ করিলে, পিতা পুত্রদিগের মধ্যে কোন প্রকার প্রভেদ করিবেন না। বিশেষ কারণ না থাকিলে, পিতা কোন পুত্রকে অংশচ্যুত করিবেন না। কনিষ্ঠগণ অসচ্চরিত্র না হইলে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণ কনিষ্ঠগণকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবেন।

উত্তরাধিকারিগণ প্রাপ্তবয়স্ক হইলে সম্পত্তি বিভাগ করিতে হইবে। যদি তৎপূর্ব্বে সম্পত্তি বিভক্ত হয়, তবে অপ্রাপ্তবয়স্কগণ 'ঋণশূন্যাবস্থায়' তাহাদের অংশ প্রাপ্ত হইবে। উহাদের অংশ মাতৃবন্ধুগণ বা গ্রামস্থ বৃদ্ধের হস্তে ন্যস্ত করিতে হইবে। প্রবাসীদের অংশও এইরূপে ন্যস্ত করিতে হইবে। অবিবাহিত ভ্রাতৃগণ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণের বিবাহে যেরূপ ব্যয় হইয়াছিল, তদ্রূপ ব্যয় পাইবে। অবিবাহিত কন্যাও বিবাহ-কালে যৌতুক পাইবে।

দেনাপাওনা সমভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। * গুরুদেব বলেন যে, দরিদ্রগণ † মৃৎপাত্র ‡ সমভাগে বিভক্ত করিবে। কৌটিল্য বলেন যে উহা বলাই বাহুল্য। কারণ, যাহা থাকিবে তাহাই

* যাজ্ঞবল্ক্য ২, ১২১। † "নিষ্কিঞ্চণ"—Poor people. ‡ উদ-পাত্রম্—Mud vessels.

বিভক্ত হইবে। যাহা নাই, তাহা কি প্রকারে বিভক্ত হইবে? সাক্ষিগণকে সম্পত্তির পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া, অংশানুসারে উহা বিভক্ত করিতে হইবে। যাহা অন্যায় বা প্রতারণাপূর্ব্বক বিভক্ত করা হইয়াছে, তাহা পুনর্ব্বার ভাগ করিতে হইবে।

সম্পত্তির কোন অধিকারী না থাকিলে রাজাই উহা গ্রহণ করিবেন। কিন্তু মৃতাস্ত্রীর অথবা যাহার প্রেত কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই, কিংবা (বেদজ্ঞ-ব্রাহ্মণ ব্যতীত) মৃতগণের সম্পত্তি ত্রিবেদজ্ঞ ব্যক্তিকে দান করিতে হইবে।

পতিত, পতিত-জাত এবং নপুংসক কোনরূপ অংশাধিকারী হইবেন। মূর্খ, * উন্মাদ, অন্ধ এবং কুষ্ঠীও কোনরূপ অংশ পাইবে না। কিন্তু, ঐ সকল ব্যক্তির স্ত্রী বা অপত্য থাকিলে তাহারা সম্পত্তির অধিকারী হইবে। পতিত ব্যতীত অন্য সকলে গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারী হইবে। দোষগ্রস্ত হইবার পূর্ব্বে যদি ঐ সকল ব্যক্তি দারপরিগ্রহ করিয়া থাকে, এবং যদি বংশ লোপের সম্ভাবনা থাকে, তবে উহাদের জন্য পুত্রোৎপাদন করা যাইতে পারে; এই সকল পুত্রগণ অংশানুযায়ী বিষয়ের অধিকারী হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র অজের অধিকারী হইবে; ক্ষত্রিয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র অশ্বের, বৈশ্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র গাভীর, ও শূদ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র মেষের অধিকারী হইবে। মধ্যম পুত্র অন্য পশুগুলি পাইবে। কনিষ্ঠ বিচিত্র-বর্ণ-বিশিষ্ট জন্তুগুলি পাইবে।

---

* বৃহস্পতি ২৫, ২৮ দ্রষ্টব্য। নারদ ১৩,২১ ও ২২ এবং বশিষ্ঠ ১৭, ৫২৫৩ দ্রষ্টব্য।

চতুষ্পদ জন্তুর অভাব থাকিলে জ্যেষ্ঠপুত্র অন্যাপেক্ষা, মূল্যবান রত্নাদি ব্যতীত অপর দ্রব্যের দশমাংশ অধিক পাইবেন। কিন্তু, এই জন্য তিনিই পিতৃপুরুষদিগের প্রীতি-কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন।

পিতার মৃত্যুর পরে জ্যেষ্ঠ পুত্র শকট ও আভরণ পাইবেন। মধ্যম পুত্র, পিতার শয্যা, আসন, এবং ভোজনার্থ ব্যবহৃত কাংস পাত্র পাইবেন। কনিষ্ঠ, কৃষ্ণ ধান্য, লৌহ, গৃহসজ্জা, গো ও শকট পাইবেন। অন্যান্য সম্পত্তি, ভ্রাতৃগণ মধ্যে সম পরিমাণে বিভক্ত হইবে। ভগ্নীগণের সম্পত্তিতে, কোন অধিকার থাকিবে না। তাঁহারা পিতার পিত্তল পাত্র ও আভরণের অধিকারিণী হইবেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্লীব হইলে এক তৃতীয়াংশ মাত্র পাইবেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র অন্যবৃত্তি * অবলম্বন করিলে অথবা ধর্ম্মকার্য্যে ব্রতী না হইলে, মাত্র এক-চতুর্থাংশের অধিকারী হইবেন। কামাচারী জ্যেষ্ঠ পুত্র, পৈতৃক কোন ধনেরই অধিকারী হইবেন না।

উপর্য্যুক্ত নিয়ম মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুত্রেও বর্ত্তিবে। এই দুই পুত্রের মধ্যে যিনি মনুষ্যোচিত গুণাবলীতে ভূষিত হইবেন, তিনিই জ্যেষ্ঠের অর্দ্ধাংশ অধিকারী হইবেন।

পুত্রবতী দুই স্ত্রীর মধ্যে যদি এক স্ত্রী সংস্কৃতা হন, † অথবা উভয়ের মধ্যে কেহই যদি কন্যাকালে সংস্কৃতা না হইয়া থাকেন, অথবা যদি একজন যুগ্মপুত্র প্রসব করিয়া থাকেন, তবে জন্মানুসারে পুত্রগণের জ্যেষ্ঠত্ব নির্দ্ধারিত হইবে। সূত, মাগধ, ব্রাত্য এবং রথকার ‡ পুত্রের অংশ পিতার সম্পত্তির প্রাচুর্য্যের উপর নির্ভর করিবে। অন্যান্য পুত্রগণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উপর নির্ভর করিবে। অনীশ্বর পুত্রগণ সমান অংশ পাইবে।

---

* অন্যবৃত্তি—'condemnable occupation.'

† Observed necessary religious rites. ‡ অর্থশাস্ত্র, ২য় খণ্ড, সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য। বৃহস্পতি ২৫, ২৮। যাজ্ঞবল্ক্য ২, ১২৮।

ব্রাহ্মণের ঔরসে চাতুর্ব্বর্ণা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রের মধ্যে ব্রাহ্মণীর গর্ভজাতপুত্র ৪ অংশ, ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত পুত্র ৩ অংশ, বৈশ্যার গর্ভজাত-পুত্র ২অংশ এবং শূদ্রার গর্ভজাতপুত্র ১অংশের অধিকারী হইবে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ঔরসজাত ও অন্য তিন বর্ণীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র. ঐরূপ নিয়মানুযায়ী অংশ পাইবে।

ব্রাহ্মণের অনন্তরজ পুত্র মনুষ্যোচিত গুণাবলী ভূষিত হইলে, তুল্যাংশের অধিকারী হইবে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অনন্তরজ পুত্র এইরূপ গুণাবলী ভূষিত হইলে অর্দ্ধ বা তুল্যাংশের অধিকারী হইবে। বিভিন্না শ্রেণীভুক্তা মাতৃগণের এক মাত্র পুত্র থাকিলে, ঐ পুত্রই পিতার সকল সম্পত্তি অধিকার করিবে এবং পিতার আত্মীয়গণকে প্রতিপালন করিবে।

সপ্তম অধ্যায়।

পুত্র-বিভাগ।

গুরুদেব বলেন যে, অপরের ক্ষেত্রে বীজ রোপিত হইলে, ক্ষেত্রস্বামীই বীজের অধিকারী হয়। * অপরে বলেন যে, গর্ভধারিণী বীজের আধার মাত্র. সুতরাং জনকই পুত্রের অধিকারী। কৌটিল্য বলেন যে. মাতাপিতা জীবিত থাকিলে উভয়েই সন্তানের অধিকারী। †

* নারদ ১২, ৫৫। † নারদ ১২, ৫৬ ও ৫৮; মনু ৯, ৫০—৫৪দ্রষ্টব্য।

বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রকে ঔরসজাত পুত্র বলে * পুত্রিকা পুত্র এই পুত্রেরই তুল্য। স্বামীর সগোত্র বা ভিন্ন গোত্রিয় ব্যক্তি, স্বামী কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া পুত্রোৎপাদন করিলে, ঐ পুত্রকে ক্ষেত্রজ পুত্র বলে। জনকের মৃত্যু হইলে ক্ষেত্রজপুত্র উভয় পিতারই পুত্র বলিয়া পরিগণিত হইবে, উভয় পিতারই গোত্রাধিকারী হইয়া পি... করিবে এবং উভয়েরই রিক্থের অধিকারী হইবে। বন্ধুগৃহে-জাত গূঢ়জ পুত্র ক্ষেত্রজপুত্রের পদ পাইবে। জনক জননী কর্তৃক পরিত্যক্ত পুত্র অপবিদ্ধ নামে আখ্যাত হইবে।

ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রার গর্ভজাত পুত্র এক তৃতীয়াংশ গ্রহণ করিবে; ব্রাহ্মণের সপিণ্ড বা সকুল্য অন্য দুই অংশ গ্রহণ করিয়া, পিণ্ডদান করিবেন। সপিণ্ড অভাবে মৃতের গুরু বা শিষ্য এই দুই অংশ গ্রহণ করিবেন, অথবা উপযুক্তা শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভে সগোত্র ব্যক্তি কিংবা মাতৃবন্ধু ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদন করিবেন। এই ক্ষেত্রজ সন্তানই উপর্য্যুক্ত দুই অংশ গ্রহণ করিবে।

যে ব্যক্তি ঐ পুত্রের সংস্কার কার্য্য করাইবে, সেই উহার অধিকারী হইবে। কুমারীর গর্ভজাত পুত্রকে কানীন বলে। গর্ভবতী কুমারীর বিবাহানন্তর জাত পুত্রকে সহোঢ় বলে এবং দ্বিতীয় বার বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রকে পৌনর্ভব বলে। জারজপুত্র, পিতা ও পিতৃবন্ধুর সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে পারে, কিন্তু অপরের ঔরসজাত পুত্র কেবল গ্রহীতার সহিতই ঘনিষ্ঠতা করিবে। মাতাপিতা কর্তৃক দত্ত পুত্রও

* শাস্ত্রে দ্বাদশ প্রকার পুত্রের উল্লেখ আছে; যথা—
"ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিম এব চ।
গূঢ়োৎপন্নোঽপবিদ্ধশ্চ দায়াদা বান্ধবাশ্চ ষট্।
কানীনশ্চ সহোঢ়শ্চ ক্রীতঃ পৌনর্ভবস্তথা।
স্বয়ংদত্তশ্চ শৌদ্রশ্চ ষড়দায়াদ বান্ধবাঃ।"

এই শ্রেণীতে পরিগণিত হইবে। পুত্র স্বেচ্ছায় বা বন্ধুগণের উপদেশানুযায়ী অপরের পুত্র হইতে ইচ্ছা করিলে, তাহাকে উপগত পুত্র বলে। যাহাকে পুত্ররূপে নিয়োগ করা যায়, তাহাকে কৃতক পুত্র এবং যাহাকে ক্রয় করা যায়, তাহাকে ক্রীত পুত্র বলে।

সবর্ণ-জারজ পুত্র এক-তৃতীয়াংশের অধিকারী হইবে। অসবর্ণ হইলে, কেবল মাত্র গ্রাসাচ্ছাদন পাইবে। ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের ঔরসে, তদপেক্ষা এক বর্ণ নিম্নস্থা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান সবর্ণজ কথিত হইয়া থাকে; কিন্তু দুই বর্ণ নিম্নস্থ হইলে, উহাকে অসবর্ণজ বলে। ব্রাহ্মণের ঔরসে, বৈশ্যার গর্ভজাত পুত্রকে অম্বষ্ঠ বলে; শূদ্রার গর্ভজাত হইলে নিষাদ বা পর্শব বলে। ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্রাণীর গর্ভজাত পুত্রকে উগ্র এবং বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রার গর্ভজাত পুত্রকে শূদ্র বলে। চাতুর্ব্বর্ণের কোন এক বর্ণস্থ, অসচ্চরিত্র ব্যক্তির ঔরসে তদপেক্ষা নিম্ন-বর্ণীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র অনুলোমজ নামে খ্যাত হয়। শূদ্রের ঔরসে উত্তম-বর্ণা স্ত্রীর গর্ভে জাত সন্তানকে অয়োগব,ক্ষত্তা, চণ্ডাল বলে। বৈশ্যের ঔরসে হইলে মাগধ এবং বৈদেহিক বলে। ক্ষত্রিয়ের ঔরসজাত পুত্র সুত নামে কথিত হইয়া থাকে। কিন্তু পুরাণোক্ত সুত ও মাগধ নাম সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং উহারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এইরূপ অধম বর্ণের ঔরসে উত্তম-বর্ণা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রকে প্রতিলোম বলে। রাজগণ স্বধর্ম্ম ভগ্ন করিলেই এই প্রকার পুত্র জন্মে।

উগ্রের ঔরসে নিষাদীর গর্ভজাত সন্তান কুটুক নামে অভিহিত হয়, এবং নিষাদের ঔরসে উগ্রার গর্ভজাত সন্তানকে পুক্কস বলে। অম্বষ্ঠের ঔরসে বৈদেহিকের গর্ভজাত সন্তানকে বৈণ্য এবং বৈদেহিকের ঔরসে অম্বষ্ঠার গর্ভজাত পুত্রকে কুশীলব বলে। উগ্রের ঔরসে ক্ষত্তার গর্ভাজাত পুত্রকে শ্বাপক বলে।

বৈশ্য রথকারের ব্যবসায় করিবে এবং সবর্ণে বিবাহিত হইবে। তাহারা লোকাচার এবং ব্যবসায়ে পূর্ব্বপুরুষগণের পথাবলম্বন করিবে। তাহারা শূদ্র হইতে পারিবে অথবা চণ্ডাল ব্যতীত অন্য জাতি হইতে পারিবে।

রাজা পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুযায়ী প্রজাবর্গকে পরিচালনা করিলে স্বর্গ-গামী হইবেন। অন্যথা তিনি নরকগামী হইবেন। *

অন্তরালগণ মধ্যে সম্পত্তি সমানাংশে বিভক্ত হইবে। † দেশ, জাতি। সঙ্ঘ অথবা গ্রামানুযায়ী দায়ভাগ করিতে হইবে।

—: :—

অষ্টম অধ্যায়।

বাস্তু। ‡

বাস্তু সম্বন্ধীয় বিবাদের মীমাংসা স্থানীয় লোকের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিবে। গৃহ, ক্ষেত্র, উপবন, হ্রদ, পুষ্করিণী, সেতুবন্ধ প্রভৃতিকে বাস্তু বলা হয়।

লৌহ নির্ম্মিত কীল § দ্বারা আড়কাষ্ঠের সহিত গৃহের ছাদ আবদ্ধ করাকে সেতু বলা হয়। সেতুর স্থায়িত্বানুযায়ী গৃহ-নির্ম্মাণ করিতে হইবে। অন্যের অধিকৃত স্থান অধিকার না করিয়া নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে।

---

* নারদ ১২, ১১৩। † "Offspring of mixed castes" নারদ ১২, ১০২-১১৩ দ্রষ্টব্য।

‡ Buildings. § কীল Iron-bolts.

ভিত্তি-মূল ২ অরত্নি* দীর্ঘ ও তিনপদ† প্রস্থ করিতে হইবে। সূতিকাগার ব্যতীত অন্য সকল গৃহের সহিত অবস্করকুণ্ড,‡ ভ্রম,§ ও উদপান|| নির্ম্মাণ করিতে হইবে। অন্যথা, প্রথম প্রকারের অর্থদণ্ড হইবে। উৎসবকালোচিত নির্জ্জন গৃহ, ভ্রম ও মার্গ নির্ম্মাণেও এই নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে। প্রত্যেক গৃহ হইতে জল নিষ্কাষণের জন্য ৩ পদ দীর্ঘ জল-নির্গম-প্রণালী প্রস্তুত করিতে হইবে। এই আদেশ অমান্য করিলে ৫৪ পণ অর্থদণ্ড হইবে। হোমাগ্নি, উদঞ্জর ** রোচন, অথবা কুট্টন স্থাপনের জন্য ৩ পদ দীর্ঘ ও ৪ পদ প্রস্থ কক্ষ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। অন্যথা করিলে, ২৪ পণ দণ্ড হইবে।

প্রত্যেক গৃহের মধ্যে তিন বা চারি পদ ব্যবধান রাখিতে হইবে। গৃহের ছাদের মধ্যে চারি অঙ্গুলি ব্যবধান রাখিতে হইবে অথবা এক ছাদ অপরকে আচ্ছাদন করিবে। এক কিষ্কু পরিমিত অনিদ্বার¶ হইবে; গৃহাভ্যন্তরে, দ্বার-উদ্ঘাটনের যাহাতে কোন ব্যাঘাত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দ্বিতলে ক্ষুদ্র বাতায়ন রাখিতে হইবে। গৃহস্বামিগণ সমবেত-ভাবে নিজ নিজ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারিবে; কিন্তু অনিষ্টজনক কোনও কার্য্য করিতে পারিবে না। বৃষ্টিপাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য গৃহের ছাদ প্রশস্ত মাদুর দ্বারা আচ্ছাদন করিতে হইবে। কিন্তু যাহাতে উহা স্থানচ্যুত না হয়, তাহার উপায় করিতে হইবে। ইহার অন্যথা করিলে প্রথম প্রকারের দণ্ড

---

* ২ অরত্নি=৪ ফীট। † ৩ পদ=২॥০ ফীট। ‡ সূতিকাগার দশ দিবসের জন্য প্রস্তুত হইত। § গোবরস্তূপ—Dunghill. || Water-course—পয়ঃপ্রণালী ** Well কূপ () Water-butt—কূপসন্নিহিত ক্ষুদ্র জলাধার Corn-mill Mortar—খল্ল। ¶ Front-door.—(কিষ্কু=৪ফীট ৮ ইঞ্চি)।

হইবে। রাজমার্গ বা রাজপথ ব্যবধান না থাকিলে যদি কেহ দ্বার বা বাতায়ন নির্ম্মাণ দ্বারা অপরের বিরক্তি জনক কার্য্য করে, তবে সেও প্রথম প্রকারের দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

যদি খাত, সোপান, প্রণালী, অবস্কার কুণ্ড, অথবা গৃহের অপর কোনও অংশ, অপরের বিঘ্ন জন্মায়, অথবা অন্য ব্যক্তির ভোগে প্রতি-বন্ধ ঘটায়, অথবা, যদি জল একত্রীভূত হইয়া নিকটবর্ত্তী গৃহ-প্রাচী-রের অনিষ্ট সাধন করে, তাহা হইলে প্রথম ব্যক্তির দ্বাদশ পণ দণ্ড হইবে। মূত্র বা পুরীষের জন্য বিরক্তি ঘটিলে, পূর্ব্বোক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। প্রণালী-সংযোগে সহজে জলনিকাশের ব্যবস্থা করিতে হইবে; নতুবা দ্বাদশ পণ দণ্ড হইবে।

আদেশ সত্ত্বেও যে প্রজা গৃহত্যাগ করিবে না, কিংবা কর, গ্রহণ সত্ত্বেও যে ভূস্বামী প্রজাকে বলপূর্ব্বক গৃহচ্যুত করিবে, উহাদের দ্বাদশ পণ দণ্ড হইবে। কিন্তু প্রজা মানহানি, চৌর্য্য, সাহস * সংগ্রহণ † দোষে অভিযুক্ত হইলে অথবা অন্যায়-পূর্ব্বক অধিকার করিলে, ভূস্বামী দণ্ডনীয় হইবেন না। ইচ্ছা-পূর্ব্বক গৃহ পরিত্যাগ করিলে, বৎসরের অবশিষ্ট মাসের কর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিতে হইবে।

দলভুক্ত ব্যক্তি সাধারণের ব্যবহারের জন্য গৃহ-নির্ম্মাণে সাহায্য না করিলে, অথবা কেহ এরূপ দলভুক্ত কোনও ব্যক্তির গৃহের অংশ-বিশেষের ব্যবহারে বিঘ্ন জন্মাইলে, উহাদের দ্বাদশ পণ দণ্ড হইবে। অপরের গৃহের ন্যায্যাধিকারে প্রতিবন্ধ ঘটাইলে, প্রতিবন্ধককারীর দ্বিগুণ দণ্ড হইবে।

নিজ প্রকোষ্ঠ বা অঙ্গণ ব্যতীত গৃহের অন্যান্যাংশ এবং যে কক্ষে

---

* Assault. † Abduction.

অগ্নি প্রজ্বলিত থাকে বা কুট্টনী থাকে, উহা সাধারণের ব্যবহারের জন্য প্রদান করিতে হইবে।

নবম অধ্যায়।

বাস্তু-বিক্রয়।

জ্ঞাতিবর্গের অন্তর্ভুক্ত ধনিব্যক্তিগণ অথবা প্রতিবেশিবর্গ ভূমি এবং অন্যান্য বাস্তু-ক্রয়ে অগ্রসর হইবেন। উপর্য্যুক্ত ক্রেতৃগণ ব্যতীত সদ্বংশীয় চল্লিশ জন প্রতিবেশী বিক্রয়ার্থ-গৃহের সম্মুখে সমবেত হইবেন এবং উহা বিক্রয় হইবে এইরূপ প্রচার করিবেন। ভূমি, উদ্যান, সেতুবন্ধ * হ্রদ, পুষ্করিণীর সীমা গ্রামস্থ বৃদ্ধগণের নিকট অথবা প্রতিবেশিবর্গের নিকট বর্ণনা করিতে হইবে। কে ইহা এরূপ মূল্যে ক্রয় করিবে,—এই কথা তিনবার উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করাতে যদি কেহ প্রতিবন্ধক না জন্মায় তবে ক্রেতা বিক্রয়ার্থ স্থান ক্রয় করিতে পারেন। যদি এই সময়ে প্রতিযোগিতার জন্য মূল্য বৃদ্ধি হয়, তবে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ধার্য্য মূল্যাপেক্ষা বর্দ্ধিত মূল্য ও শুল্ক রাজকোষে প্রদান করিতে হইবে। গৃহস্বামীর অনুপস্থিতিতে ক্রয়ার্থ উপস্থিত হইলে, ২৪ পণ দণ্ড হইবে। যদি সাত রাত্রি অতিবাহিত হইলেও গৃহস্বামী উপস্থিত না হয়, তবে ক্রেতা † উহা অধিকার করিতে পারিবে। ক্রেতা ব্যতীত অপরের নিকট বাস্তু

---

* অট্টালিকা "Building of any kind."

† বিক্রেয় প্রতি কোঠা। Bidder (?)

বিক্রয় করিলে দুই শত পণ অর্থদণ্ড হইবে। দুই গ্রামের সীমা লইয়া বিবাদ হইলে পঞ্চগ্রাম অথবা দশগ্রামের বৃদ্ধগণ স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক সীমা নিরূপণ করিবেন। যদি নির্দ্দিষ্ট সীমা না পাওয়া যায়, তবে প্রবঞ্চকের সহস্র পণ দণ্ড হইবে। কিন্তু যদি উপর্য্যুক্ত বৃদ্ধগণ নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়, তবে যাহারা অন্যায়রূপে অধিকার করিয়াছে, অথবা সীমা-চিহ্ন নষ্ট করিয়াছে, তাহাদেরই পূর্ব্বোক্ত দণ্ড হইবে।

যে ক্ষেত্রের সীমা নাই, অথবা যাহার কোনও উত্তরাধিকারী নাই, রাজা সেই ক্ষেত্র অপরকে বিতরণ করিবেন।

ক্ষেত্র-সম্বন্ধীয় বিবাদ প্রতিবেশী বা গ্রাম-বৃদ্ধগণ কর্ত্তৃক মীমাংসিত হইবে। তাঁহাদিগের মধ্যে মতভেদ হইলে, যে স্থানে সৎ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ বাস করেন, সেই স্থানে বিবাদ নিষ্পত্তি করিতে হইবে; অথবা প্রতিদ্বন্দ্বিগণ আপনাদের মধ্যে ঐ ক্ষেত্র বিভাগ করিয়া লইবেন। উপর্য্যুক্ত কোনও প্রথায়ই যদি বিবাদ নিষ্পত্তি না হয় তবে রাজা ঐ ক্ষেত্র অধিকার করিবেন।

বলপূর্ব্বক বাস্তু অধিকার করিলে উহা চৌর্য্য বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং চৌর্য্যাপরাধের জন্য ঐ ব্যক্তিকে নিরূপিত শাস্তি প্রয়োগ করিতে হইবে।

উপর্য্যুক্ত কারণে অপরের বাস্তু অধিকার করিলে বাস্তুস্বামীকে কর দিতে হইবে। এই কর বিশেষবিবেচনা পূর্ব্বক নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

অন্যায়পূর্ব্বক সীমা অধিকার করিলে প্রথম প্রকারের অর্থদণ্ড হইবে। সীমা নষ্ট করিলে চতুর্ব্বিংশতি পণ অর্থ দণ্ড হইবে। তপোবন, চারণ ভূমি, রাজপথ, শ্মশান, মন্দির, যজ্ঞাগার, এবং পুণ্যস্থান সম্বন্ধে বিবাদ হইলেও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মীমাংসা করিতে হইবে। প্রতিবেশীবর্গের সাক্ষ্যের উপরই সকল বিবাদ নির্ভর করিবে। পশুচারণ-ভূমি,

কেদার,* উপবন, কুট্টনাগার † আবাস-ভূমি, মন্দুরা ‡ সম্বন্ধীয় বিবাদে যে অগ্রে বিচার-প্রার্থী হইবে, তাহারই প্রতিবন্ধক পূর্ব্বে অপসারিত করিতে হইবে।

ব্রাহ্মণগণ বা যজ্ঞ ও পুণ্যস্থান বাসী ব্যক্তিগণ ব্যতীত অপর কেহ পুষ্করিণী, নদী বা ক্ষেত্রে গতায়াতের জন্য ক্ষুদ্র পথ প্রস্তুত করিয়া অপরের ক্ষেত্রের শস্য নষ্ট করিলে, ঐ সকল কার্য্যে যে পরিমাণ ক্ষতি হইবে তত্তুল্য ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

যদি কেদার, উপবন, অথবা কোন সেতুবন্ধ-স্বামী অপরের কেদার প্রভৃতির ক্ষতিজনক কার্য্য করে, তবে তাহাকে ক্ষতির দ্বিগুণ দণ্ড দিতে হইবে।

নূতন পুষ্করিণী, হ্রদ প্রভৃতি খনন কালে, পাঁচ বৎসরের কর-পরিহার করিতে হইবে। পরিত্যক্ত বা শুষ্ক হ্রদ প্রভৃতি সংস্কার করিলে চারি-বৎসরের কর পরিহার করিতে হইবে। যদি কর্ষণের জন্য ভূমি আবদ্ধ রাখা হয় বা ক্রয় করা হয়, তবে দুই বৎসরের জন্য কর পরিহার করিতে হইবে। জলপথ নির্ম্মাণে তিন বৎসরের কর পরিহার করিতে হইবে।

দশম অধ্যায়।

যে ব্যক্তি কর্ষণের আবশ্যক জলের অপব্যবহার বা গতিরোধ করে, তাহার প্রথম প্রকারের দণ্ড হইবে। অপরের ক্ষেত্রে, পুণ্যস্থান, চৈত্য, বা দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিলে দ্বিতীয় প্রকারের অর্থ দণ্ড হইবে। অথবা বহুদিন স্থায়ী ধর্ম্মশালা বিক্রয় করিলে বা আবদ্ধ রাখিলে অথবা বিক্রয়

* Wet fields † Thrashing floor ‡ 'বাহন কোঠা' stable.

করিতে কিংবা আবদ্ধ রাখিতে সহায়তা করিলেও দ্বিতীয় প্রকারের অর্থদণ্ড হইবে। যাহারা এই সকল ব্যাপারে সাক্ষী হইবে, তাহাদের সর্ব্বোচ্চ দণ্ড হইবে; কিন্তু পরিত্যক্ত বা ভগ্ন-মন্দিরাদি সম্বন্ধে এই নিয়ম প্রযোজ্য হইবে না। দুর্গ-নিবেশ বিষয়ক প্রস্তাবে রাজপথ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

ক্ষুদ্র পশু বা মনুষ্যের পথ অবরোধ করিলে দ্বাদশ পণ দণ্ড হইবে। মগাপশুদের * পথ অবরোধ করিলে ২৪ পণ; হস্তিপথ বা ক্ষেত্রে যাইবার পথ রুদ্ধ করিলে ৫৪ পণ, সেতু বা বনপথের জন্য ৬০ পণ; শ্মশান বা গ্রাম্য পথে ২০০ পণ, দ্রোণমুখস্থ পথের জন্য ৫০০ শত পণ এবং স্থানীয়, রাষ্ট্র অথবা পশুচারণ—পথ অবরোধ করিলে সহস্র পণ দণ্ড হইবে। অতিরিক্ত কর্ষণ করিলে উপর্য্যুক্ত পরিমাণে দণ্ড হইবে এবং অত্যল্প কষণ করিলে উহার চতুর্থাংশ দণ্ড হইবে।

কোন কৃষক বা প্রতিবেশী শস্য-বপন কালে অপরের ক্ষেত্র অধিকার করিলে, তাহার দ্বাদশ পণ দণ্ড হইবে; কিন্তু যদি ঐ অধিকার বিপদের বা অসহনীয় কারণের জন্য ঘটিয়া থাকে তবে কোন দণ্ড হইবে না।

করদাতৃগণ তাহাদের ক্ষেত্র কেবল করদাতৃগণকেই বিক্রয় করিবে বা তাহাদের নিকট আবদ্ধ রাখিবে। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের ভূমি কেবল ব্রাহ্মণগণকে বিক্রয় করিবেন বা বন্ধক দিবেন। অন্যথা তাঁহাদের প্রথম প্রকারেব অর্থদণ্ড হইবে। যে গ্রামে করদাতা নাই, সে গ্রামে কোন করদাতা বাস করিলে তাহারও উল্লিখিত দণ্ড হইবে। কোন করদাতা অপর করদাতার স্থান অধিকার করিলে প্রথম ব্যক্তি শেষোক্তের গৃহ-ব্যতীত অপর সকল ভূমিই অধিকার করিবে। কোন ব্যক্তি হস্তান্তরের অযোগ্য অপরের কোন ভূমি গ্রহণ করিলে (যে ভূমি শেষোক্ত ব্যক্তি

---

* Superior beasts.

কর্ষণ করে না) পাঁচবৎসর ভোগ করিয়া প্রত্যর্পণ করিবে; কিন্তু ভূমির উন্নতির মূল্যানুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হইবে। যে সকল ব্যক্তি করদান করে না এবং যাহারা অন্যত্র বাস করে তাহারা তাহাদের ভূমিতে অধিকারী থাকিবে।

যখন গ্রামণী * সমগ্র গ্রামের কোন কার্য্যের জন্য ভ্রমণ করিবে, তখন গ্রামবাসিগণ পর্য্যায়ক্রমে তাহার অনুগমন করিবে। যে সকল গ্রামবাসী এরূপ অনুগমনে অক্ষম হইবে, তাহারা যোজন প্রতি সার্দ্ধপণ অর্থ প্রদান করিবে। তস্কর বা ব্যভিচারী ব্যতীত অন্য কাহাকেও গ্রাম হইতে নিষ্কাষিত করিলে গ্রামণীর ২৪ পণ অর্থদণ্ড হইবে এবং গ্রামবাসিগণের প্রথম প্রকারের দণ্ড হইবে।

পশুচারণের জন্য পশুচারণ ভূমি, সমতল ক্ষেত্র এবং মালবন ব্যবহৃত হইতে পারে। চারণ-ভূমিতে বিচরণ করিয়া উষ্ট্র বা মহিষ যূথভ্রষ্ট হইলে পালকের এক চতুর্থাংশ পণ দণ্ড হইবে; গো, অশ্ব, এবং গর্দ্দভের জন্য এক অষ্টমাংশ পণ দণ্ড এবং ক্ষুদ্রতর পশুর জন্য এক-অষ্টদশাংশ পণ দণ্ড হইবে। চারণের পর, চারণ ভূমিতে পশু থাকিলে, পালকের দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। পশুচারণ ভূমির সন্নিকটে পশু রাখিলে পালকের চতুর্গুণ অর্থদণ্ড হইবে।

গ্রাম্য-দেবতার নামে যে সকল পশু উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, যে সকল গাভী দশদিবস মাত্র বৎস প্রসব করিয়াছে, অথবা যে সকল ষণ্ড বা বলদকে বংশোৎপাদনের ‡ জন্য নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে, তাহাদিগের জন্য কোন দণ্ড হইবে না। পশু, শস্য ভক্ষণ করিলে,

* দ্রোণ মুখ ইত্যাদির জন্য দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

† মণ্ডল—'Headman.'

‡ সংমিশ্রণ—Breeding.

ও দোষ প্রমাণিত হইলে পশুস্বামীর পশু-কৃত ক্ষতির দ্বিগুণ দণ্ড দিতে হইবে। ভূস্বামিকে ভয় প্রদর্শন করিয়া ক্ষেত্রাভ্যন্তরে পশুচারণ করিলে দ্বাদশ পণ দণ্ড হইবে। কোন ব্যক্তি তাহার পশুকে যূথভ্রষ্ট হইতে দিলে, তাহার ২৪ পণ দণ্ড হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে গোপালকগণের দ্বাদশ পণ দণ্ড হইবে। পুষ্পোদ্যানে পশুচারণ করিতে দিলেও পূর্ব্বোক্ত দণ্ড হইবে। ক্ষেত্রের বেষ্টনী ভগ্ন করিলে উপর্যুক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। যদি যূথভ্রষ্ট পশু গৃহে সঞ্চিত শস্য ভক্ষণ করে, তবে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। অভয় বনে * রক্ষিত পশু যদি পশুচারণ ভূমিতে বিচরণ করিতে থাকে, তবে তাহাদিগকে কোন প্রকারে আঘাত না করিয়া, ক্ষেত্র হইতে দূরীভূত করিয়া রাজকর্ম্মচারীকে সংবাদ দিতে হইবে। যূথভ্রষ্ট পশুকে, রজ্জু বা বেত্র সহযোগে দূরীভূত করিতে হইবে। কেহ তাহাদিগকে কোন প্রকারে আঘাত করিলে দণ্ডনীয় হইবে। যাহারা অপরের ক্ষেত্রে পশুচারণের জন্য পশু আনয়ন করে, বা যাহারা এরূপ কার্য্যকালে ধৃত হয়, তাহাদিগকে নির্য্যাতন করিতে হইবে।

কার্য্যের জন্য আহূত কোন কৃষক, কার্য্য না করিলে যে অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে, ঐ অর্থ গ্রামবাসিগণই গ্রহণ করিবে। কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, সে যে বেতন গ্রহণ করিয়াছে ঐ বেতনের এবং কৃষককর্ত্তৃক গৃহীত পানীয় ও আহার্য্যেরও দ্বিগুণ প্রত্যর্পণ করিবে। যজ্ঞকার্য্যে ব্রতী হইলেও দ্বিগুণ দণ্ড দিতে হইবে। কোন ব্যক্তি সাধারণের আমোদজনক কার্য্যে সাহায্য না করিলে, সে এবং তাহার পরিজনবর্গ উহাতে যোগদান করিতে পারিবে না। যে সাধারণের হিতকর কার্য্যে সাহায্য না করিবে, তাহাকে দণ্ড দিতে হইবে। সাধারণের

* Protected forests.

হিতকর কার্য্যে নিযুক্ত কোন ব্যক্তির আদেশ প্রতিপালন না করিলে, আদেশ-ভঙ্গকারীর দ্বাদশ পণ দণ্ড হইবে। যদি অপর কোন ব্যক্তি প্রথমোক্তকে আঘাত করে, তবে সচরাচর যে দণ্ড হয়, তাহার দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। যদি এই অপরাধীদিগের মধ্যে কোন ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণাপেক্ষা উচ্চতর ব্যক্তি থাকেন, তবে প্রথমে তাঁহারই শাস্তি হইবে। যদি কোন ব্রাহ্মণ নিজ গ্রামের কোন পূজাদিতে যোগদান না করেন, তবে তাঁহার প্রতি অত্যাচার না করিয়া, তাঁহাকে ঐ ব্যাপারের ব্যয়ের অংশ দিবার জন্য প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। উপর্য্যুক্ত নিয়মাবলী, দেশ, জাতি, কুল ও সংঘেও বর্ত্তিবে।

যাঁহারা একত্র হইয়া সাধারণের হিতকর কোন কার্য্য করেন, বা যাঁহারা নিজ নিজ গ্রাম সুসজ্জিত ও রক্ষা করেন, রাজা তাঁহাদের হিতকর কার্য্য করিবেন।

একাদশ অধ্যায়।

ঋণদান ও গ্রহণ।

মাসিক শতকরা সওয়া পণ কুশীদ-গ্রহণই প্রশস্ত। ব্যবহারিক * শতকরা পাঁচ পণ, বনভূমিতে দশ পণ † এবং সমুদ্রগামী বণিক্‌গণের মধ্যে মাস প্রতি শতকরা ২০ পণ প্রচলিত কুশীদের হার প্রচলিত। যে সকল ব্যক্তি উপর্য্যুক্ত হার বৃদ্ধি করিবে, অথবা বৃদ্ধির চেষ্টা করিবে, তাহাদের প্রথম প্রকারের দণ্ড হইবে। যাহারা কুশীদ-বৃদ্ধির কথা শ্রবণ করিবে, তাহাদের উপর্য্যুক্ত দণ্ডের অর্দ্ধেক দণ্ড হইবে।

* Commercial interest. † যাজ্ঞবল্ক্য ২, ৩৯।

রাজ্যের শুভাশুভ উত্তমর্ণ ও অধমর্ণের কার্য্যের উপর নির্ভর করে এবং তজ্জন্য এ সকল কার্য্য উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিবে। যে বৎসর প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইবে, সেই বৎসরে শস্য দ্বারা যে সুদ পরিশোধ করা হইবে, ঐ শস্যের মূল্য (টাকার হিসাবে) অর্দ্ধেকের অধিক হইবে না। * প্রক্ষেপের † কুশীদ লাভের অর্দ্ধেক হইবে এবং বৎসরান্তে পরিশোধ করিতে হইবে। যদি দাতা বা গ্রহীতার ইচ্ছানুসারে বা উভয়ের কাহারও অনুপস্থিতির জন্য উহা সঞ্চিত করিয়া রাখা হয়, তবে মূলধনের দ্বিগুণ দিতে হইবে। কুশীদ প্রাপ্য হইবার পূর্ব্বে যে উহা প্রার্থনা করিবে, অথবা প্রাপ্য কুশীদ ও মূলধনকে, প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক কেবল মূলধন বলিয়া দাবী করিবে, তাহার দাবীর পরিমাণের চতুর্গুণ দণ্ড হইবে।

যদি উত্তমর্ণ যে পরিমাণ টাকা ঋণ দিয়াছে, তাহার চতুর্গুণ প্রার্থনা করে, তবে তাহার অন্যায্য দাবীর চতুর্গুণ দণ্ড হইবে। এই দণ্ডের তিন চতুর্থাংশ উত্তমর্ণ এবং এক-চতুর্থাংশ অধমর্ণ বহন করিবে। দীর্ঘকাল-ব্যাপী পূজায় নিযুক্ত ব্যক্তি, ব্যাধিগ্রস্ত, বিদ্যার্জ্জনের নিমিত্ত গুরু-গৃহে আবদ্ধ ছাত্র, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও দরিদ্র ব্যক্তিগণের কুশীদ বৃদ্ধি হইবে না। উত্তমর্ণ প্রাপ্য অর্থ-গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, দ্বাদশ পণ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। দশ বৎসরের উপেক্ষিত ঋণের জন্য অভিযোগ অসিদ্ধ হইবে। কিন্তু, উত্তমর্ণ বা অধমর্ণ বালক, বৃদ্ধ, পীড়িত, ব্যসনগ্রস্ত, প্রবাসী বা স্বদেশ-পলাতক হইলে, অথবা রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিলে, এই নিয়ম প্রযোজ্য হইবে না। পিতার মৃত্যু অন্তে পুত্র তাঁহার দেয় কুশীদ ও মূলধন পরিশোধ করিবে। ‡ পুত্রাভাবে

* এই পদের অর্থ দুরূহ। সম্ভবতঃ মূলধনের অর্দ্ধাংশের অধিক গ্রহণ নিষেধ করা হইয়াছে। † Stock. ‡ যাজ্ঞবল্ক্য, ২, ৫১ এবং ৫২।

মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারিগণ অথবা তাহার প্রতিভূগণ ঋণ পরিশোধ করিবে। যে ঋণের কাল বা স্থান নির্দ্দিষ্ট নাই, সেরূপ ঋণ, অধমর্ণের পুত্র, পৌত্র বা অন্যান্য উত্তরাধিকারিগণ পরিশোধ করিবে। যে ঋণ পরিশোধের স্থান, বা কাল নির্ণীত নাই, অথবা যে ঋণের পরিবর্ত্তে প্রাণপণ করা হইয়াছে বা যাহার পরিবর্ত্তে বিবাহের জন্য প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, অথবা যাহার জন্য ভূমি আবদ্ধ রাখা হইয়াছে, সেই সকল ঋণ পুত্র বা পৌত্র পরিশোধ করিবে।

বিদেশগামী অধমর্ণ ব্যতীত, অপর কোন অধমর্ণের বিরুদ্ধে এক সময়ে একাধিক উত্তমর্ণ অভিযোগ আনয়ন করিতে পারিবে না। বিদেশগামী অধমর্ণ হইলেও উত্তমর্ণ প্রথমতঃ, চুক্তি অনুযায়ী ঋণের কথা রাজাকে নিবেদন করিবেন। পরস্পর-কৃত ঋণ (যথা স্বামী, স্ত্রী, পিতা, পুত্র, একান্নবর্ত্তী ভ্রাতা) অনাদায়ের মধ্যে পরিগণিত হইবে। স্বকার্য্যে নিযুক্ত থাকা কালীন কৃষক বা রাজ-কর্ম্মচারিগণ ঋণ দায়ে ধৃত হইবে না। গোপালক শৌণ্ডিক, রজক প্রভৃতি ব্যতীত অপর কাহারও স্ত্রী স্বামীর ঋণ-গ্রহণের বিষয় অবগত থাকিলেও স্বামীর ঋণের জন্য আবদ্ধা হইবে না। স্ত্রীর ঋণ-পরিশোধের কোনরূপ ব্যবস্থা না করিয়া স্বামী দেশত্যাগ করিয়াছে, স্বামী এ কথা স্বীকার করিলে, তাহার সর্ব্বোচ্চ দণ্ড হইবে। স্বীকার না করিলে, সাক্ষিগণের উপর নির্ভর করিতে হইবে।

বিশ্বস্ত, সৎ ও সম্ভ্রান্ত তিন জন সাক্ষী উপস্থিত করিতে হইবে। উভয় পক্ষেরই গ্রহণীয় দুই জন সাক্ষী অত্যাবশ্যক। ঋণ-ঘটিত অভিযোগে কুত্রাপি একজন সাক্ষী উপস্থিত করিবে না।

শ্যালক, অংশীদার, বন্দী, উত্তমর্ণ, অধমর্ণ, শত্রু, ভৃত্য বা রাজদণ্ড-প্রাপ্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য অগ্রাহ্য। তদ্রূপ, যাহারা, আইনতঃ কার্য্যের

অনুপযোগী * রাজা, বেদজ্ঞব্যক্তি, গ্রামভৃতক † কুষ্ঠ বা ব্রণগ্রস্ত ব্যক্তি, পতিত, চণ্ডাল, অন্ধ, বধির, মূক, আত্মশ্লাঘী, স্ত্রীলোক ও রাজপুরুষকে স্ববর্গ ব্যতীত অন্যত্র সাক্ষী মান্য করা হইবে না। আক্রমণ, চৌর্য্য, বা মনুষ্যাপহরণাপরাধে, শ্যালক, বৈরী ও অংশীদারগণ ব্যতীত অপর সকলেই সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারে। ‘রহস্য ব্যবহারে’ ‡ যে কোনও পুরুষ বা স্ত্রী, যাহারা গোপনে ঐ ব্যাপার দর্শন করিয়াছে বা উক্ত বিষয় অবগত হইয়াছে, তাহাদের সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে। এরূপ স্থলে, রাজা ও সন্ন্যাসীর সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে না।

অভিযোগকারীর পক্ষ হইতে ভৃত্যের বিরুদ্ধে প্রভু, শিষ্যের বিরুদ্ধে পুরোহিত বা শিক্ষক, এবং পুত্রের বিরুদ্ধে পিতাকে সাক্ষী মান্য করা যাইতে পারে। এই সকল ব্যক্তি ব্যতীত অপরকেও সাক্ষী মান্য করা যাইতে পারে। যদি উপর্য্যুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে এক ব্যক্তি অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করে, তবে তাহার সর্ব্বোচ্চ দণ্ড হইবে। উত্তমর্ণ পরোক্ত দোষে দোষী হইলে দশ গুণ দণ্ড দিবে। ন্যূনপক্ষে পাঁচ গুণ দণ্ড দিবে।

সাক্ষীকে ব্রাহ্মণ, জলপাত্র ও অগ্নির সম্মুখে লওয়া হইবে। ব্রাহ্মণ সাক্ষীকে বলা হইবে,—“সত্য বলিবে।” ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে বলিবে,—“যদি তুমি মিথ্যা বল, তবে তুমি যেন যুদ্ধে জয়লাভ না কর; তুমি যেন করোটী হস্তে ভিক্ষা কর। শূদ্র সাক্ষীকে এইরূপে বলিবে,—“যদি তুমি মিথ্যা বল, তোমার যাহা কিছু পুণ্য থাকুক না কেন, তোমার মৃত্যু পরে উহা রাজাই প্রাপ্ত হইবেন, এবং রাজা যে পাপই করুন না কেন উহা তোমাতেই বর্ত্তিবে। অধিকন্তু, তোমার দণ্ড

* ‘Legally unfit to carry on transactions.’ † ‘Persons depending for their maintenance on villages’. ‡ In secret dealings.’ § অর্থশাস্ত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

দিতে হইবে ; কারণ যাহাই ঘটিয়া থাকুক না কেন, উহা নিশ্চয়ই পরে প্রকাশিত হইবে।”

সপ্ত রাত্রি মধ্যে সাক্ষিগণ একত্র হইয়া ষড়যন্ত্র করিয়াছে, এরূপ বোধ হইলে, তাহাদের দ্বাদশ পণ অর্থ দণ্ড হইবে। যদি ত্রিপক্ষ মধ্যে এরূপ বোধ হয়, তবে সাক্ষিগণই সমগ্র ঋণ-ভার বহন করিবে। *

সাক্ষিগণের মধ্যে প্রভেদ দেখা গেলে, অধিকাংশ সৎ ও সম্ভ্রান্ত সাক্ষিগণের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিতে হইবে ; অথবা, যে অর্থ লইয়া বিবাদ হইতেছে, রাজা সেই অর্থ গ্রহণ করিবেন। সাক্ষিগণ কম পরিমাণ অর্থের কথা নির্দ্দেশ করিলে, প্রার্থী দণ্ডনীয় হইবে ; অতিরিক্ত অর্থ নির্দ্দেশ করিলে, রাজা অতিরিক্ত অংশ গ্রহণ করিবেন। অভিযোক্তা নির্ব্বোধ হইলে, অথবা সাক্ষিগণের শুনিবার বা লিখিবার দোষে ব্যবহার দুরধিগম্য হইলে, অথবা উত্তমর্ণের মৃত্যু হইলে, কেবল সাক্ষিগণের উপরেই নির্ভর করিতে হইবে।

উশনা বলেন যে, কেবল যে ক্ষেত্রে সাক্ষিগণ নির্ব্বোধের ন্যায় আচরণ করে, অথবা জ্ঞানশূন্য হয়, অথবা যে ক্ষেত্রে ব্যবহারের দেশ, কাল ও প্রকৃতি নিরূপণ করিয়া কোনই ফল হয় না, কেবল সেই সকল স্থানেই সাক্ষিগণের তিন প্রকার অর্থ দণ্ড হইবে।

মনু বলেন যে, সাক্ষ্য সত্যই হউক অথবা মিথ্যাই হউক, কূট সাক্ষিগণের দশ গুণ অর্থদণ্ড করিতে হইবে।

বৃহস্পতি বলেন যে, সাক্ষিগণের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য কোন অভিযোগ সন্দেহ-জনক হইলে, নির্য্যাতন করাইয়া তাহাদের প্রাণত্যাগ করাইতে হইবে।

* পণ্ডিত শ্যাম শাস্ত্রী বলিতেছেন যে, পাণ্ডুলিপিতে এই স্থলে ভুল রহিয়াছে।

কৌটিল্য বলেন,—'না; সাক্ষিগণের নিকট সত্য কথাই শুনিতে হইবে; যদি ইহাতে তাহারা অমনোযোগী হইয়া থাকে, তবে তাহাদের চতুর্ব্বিংশ পণ দণ্ড হইবে। যদি তাহারা অনুসন্ধান না করিয়া সাক্ষ্যদান করে, তবে পূর্ব্বোক্ত দণ্ডের অর্দ্ধেক দণ্ড হইবে।"

পক্ষগণই নিকটস্থ বা দূরবর্ত্তী সাক্ষিগণ উপস্থিত করিবে। যে সকল সাক্ষী দূর-দেশে বাস করে, বা যাহারা উপস্থিত থাকিতে অনিচ্ছুক, তাহাদিগকে বিচারকের আদেশ উপস্থিত করিতে হইবে।

দ্বাদশ অধ্যায়।

উপনিধি *

ঋণ-সম্পর্কীয় নিয়ম উপনিধি সম্বন্ধেও বর্ত্তিবে। দুর্গ বা জনপদ শত্রু বা বন্যজাতি কর্তৃক বিনষ্ট হইলে, গ্রাম, বণিক্ বা ব্রজ আক্রান্ত হইলে, দাবানলে বা প্লাবনে গ্রাম-সমূহ ধ্বংস হইলে, অগ্নি বা প্লাবনে অস্থাবর সম্পত্তি ব্যতীত সকল স্থাবর সম্পত্তি বিনষ্ট হইলে, আকস্মিক অগ্নিদাহে বা জলপ্লাবনে অস্থাবর সম্পত্তিও নষ্ট হইলে, পণ্য-পূর্ণ অর্ণব-পোত † জলমগ্ন হইলে বা দস্যুহস্তে লুণ্ঠিত হইলে, যে সকল উপনিধি নষ্ট হইবে, তাহা পুনরায় দাবী করিতে পারা যাইবে না। উপনিধি নিজ ব্যবহারে প্রয়োগ করিলে, দেশ কাল প্রচলিত ক্ষতি-পূরণ ব্যতীত দ্বাদশ পণ অর্থদণ্ড হইবে। ব্যবহারের জন্য উপনিধির মূল্য-হানি হইলে মূল্য ব্যতীত চতুর্ব্বিংশ পণ অর্থদণ্ড হইবে। যাহার

* 'Deposits'. † 'নাবি'।

নিকট ধন গচ্ছিত রাখা হইয়াছিল, তাহার মৃত্যু হইলে বা তাহার বিপদাপদ হইলে উপনিধির জন্য অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না। উপনিধি বিক্রীত বা আবদ্ধ বা অপহৃত হইলে, উহার মূল্যের চতুর্গুণ মূল্য ব্যতীত পাঁচ গুণ দণ্ড দিতে হইবে। যদি উপনিধি কোনও কারণে সমতুল্য দ্রব্যের সহিত পরিবর্ত্তন করা হইয়া থাকে, অথবা অন্য কোনও প্রকারে উহার ক্ষয় হইয়া থাকে, তবে উহার মূল্য প্রদান করিতে হইবে।

প্রতিভূ-স্বরূপ আবদ্ধ দ্রব্য ভোগ বা বিক্রয় করিলে অথবা বন্ধক বা উপহার দিলেও ঐ নিয়ম প্রযোজ্য হইবে। প্রতিভূ-স্বরূপ আবদ্ধ দ্রব্য ফলভোগাধিকারগ্রস্ত * হইলে ঋণীর স্বত্ব কিছুতেই লুপ্ত হইবেনা, এবং এরূপ ক্ষেত্রে ঋণীর কুশীদও প্রদান করিতে হইবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে ঋণীর স্বত্ব লোপ পাইবে এবং ঋণের জন্য কুশীদ প্রদান করিতে হইবে। অধমর্ণ ঋণ-পরিশোধার্থ প্রস্তুত হইলেও, যে, উত্তমর্ণ উপনিধি প্রত্যর্পণ করিবে না, তাহার দ্বাদশ পণ দণ্ড হইবে।

উত্তমর্ণ বা মধ্যস্থ ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকিলে, ঋণী তাহার দেয় ঋণ গ্রামস্থ বৃদ্ধগণের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া আবদ্ধ বস্তু উদ্ধার করিতে পারে। অথবা, উহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া এবং ভবিষ্যতে কোনও কুশীদ দিতে হইবে না ; এইরূপ স্থির করিয়া যে স্থানে প্রতিভূ আবদ্ধ রহিয়াছে, সেই স্থানেই উহা রাখা যাইতে পারে। প্রতিভূর মূল্য বৃদ্ধি হইলে অথবা উহার মূল্য হ্রাস বা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকিলে বিচারকগণের অনুমতি লইয়া অথবা উপর্য্যুক্ত ব্যক্তির সম্মুখে উহা বিক্রয় করা যাইতে পারে।

ঋণীর অনুমতী ব্যতীত প্রতিভূ ভোগ করিলে লভ্যাংশ ঋণীকে

* Usufructory.

প্রত্যর্পণ করিতে হইবে; অধিকন্তু, ঋণী ঋণ-দায় হইতে মুক্ত হইবে। উপনিধি-সংক্রান্ত নিয়মাবলী, আদেশ * সংক্রান্ত বিষয়েও বর্ত্তিবে। তৃতীয় ব্যক্তিকে সমর্পণ করিবার জন্য দ্রব্যাদি সম্বন্ধেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হইবে। যদি কোনও বণিক্ তৃতীয় ব্যক্তির নিকট প্রেরণের জন্য বাহকের নিকট কোনও বস্তু ন্যস্ত করে, এবং বাহক নিরূপিত স্থানে উপস্থিত না হয়, অথবা পথিমধ্যে এই দ্রব্য অপহৃত হয়, তাহা হইলে বণিক্ এই দ্রব্যের জন্য দায়ী হইবে না। অথবা, পথিমধ্যে বাহক মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, তাহার আত্মীয়গণ ঐ দ্রব্যের জন্য দায়ী হইবে না। অন্যান্য বিষয়ে উপনিধি-সংক্রান্ত নিয়মাবলী দ্বারা এই ক্ষেত্রেও পরিচালিত হইতে হইবে।

যে দ্রব্য ঋণ করা হইয়াছে, বা যাহা বিক্রয় লওয়া হইয়াছে, গ্রহণ করিবার সময় উহা যে অবস্থায় ছিল, অবিকল সেই ভাবেই প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। যদি সময় বা স্থানের দূরত্বের জন্য অথবা অন্য কোন অপ্রত্যাশিত কারণের জন্য এই প্রকারের সম্পত্তি অপহৃত বা বিনষ্ট হয়, তবে উহা প্রত্যর্পণ করিতে হইবে না। উপনিধি সংক্রান্ত নিয়মাবলী এই স্থানেও প্রযোজ্য হইবে।

খুচরা বিক্রয়কারিগণ দেশ ও কালানুযায়ী দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া পাইকারগণের নিকট মূল্য ও লভ্যাংশ প্রদান করিবে। প্রতিভূ-সংক্রান্ত নিয়মাবলীই এই স্থলে প্রযোজ্য হইবে। যদি সময় ও স্থানের দূরত্বের জন্য পণ্যের মূল্য হ্রাস হয়, তবে খুচরা বিক্রয়কারিগণ পণ্য-গ্রহণের সময়ে যে মূল্য ছিল, তদনুরূপ মূল্য ও লভ্যাংশ প্রদান করিবে।

ভৃত্যগণ প্রভু কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত মূল্যে পণ্য বিক্রয় করিবে; কোনও প্রকার লাভ গ্রহণ করিবে না। তাহা। বিক্রয়-লভ্য প্রকৃত মূল্য

* 'Probably "Bills of Exchange".

প্রত্যর্পণ করিবে। যদি মূল্য হ্রাস হয়, তবে যে মূল্যে পণ্য বিক্রীত হইবে, তাহারা সেই মূল্যই প্রদান করিবে।

যে পণ্য হারাইয়া গিয়াছে বা যাহা স্বাভাবিক * দোষের জন্য অথবা অপত্যাশিত কারণে নষ্ট হইয়াছে, সম্প্রদায়ান্তর্গত ব্যবসায়িগণ † বা বিশ্বস্ত বণিক্-গণের উহা প্রত্যর্পণ করিতে হইবে না। দূর-দেশাগত পণ্যের জন্য কেবল মূল্য প্রদান করিতে হইবে। উপনিধি সংক্রান্ত নিয়মাবলী এতৎসম্বন্ধেও প্রযোজ্য হইবে।

শিল্পিগণ ‡ সাধারণতঃ দুশ্চরিত্র। ন্যায্য কারণে কোনও বস্তু গচ্ছিত রাখা তাহাদের স্বভাব-বিরুদ্ধ।

বিশ্বাস-যোগ্য কারণে যাহা গচ্ছিত রাখা হয় নাই, এরূপ দ্রব্য যাহার নিকট গচ্ছিত আছে, সে উহা অস্বীকার করিলে, গচ্ছিতকারী ঐ বিষয় প্রমাণার্থ বিচারকের অনুমত্যানুসারে, যে সকল সাক্ষিগণকে সে গোপনে প্রাচীর পার্শ্বে স্থাপিত করিয়াছিল, তাহাদিগকে উপস্থিত করিতে পারিবে।

বনান্তে বা উৎসব কালে, বৃদ্ধ বা ব্যাধিত বণিক্ গোপনীয় চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করিয়া মূল্যবান দ্রব্য বিশ্বাস পূর্ব্বক কাহারও নিকট গচ্ছিত রাখিয়া গন্তব্য পথে গমন করিতে পারে। এই সংবাদ তাহার পুত্র বা ভ্রাতার নিকট প্রেরণ করিলে, তাহারা নিক্ষেপ প্রত্যর্পণের জন্য প্রার্থনা করিতে পারে। যদি উহা সত্বর প্রত্যর্পণ না করা হয়, তাহা হইলে যাহার নিকট উহা গচ্ছিত রাখা হইয়াছিল, তাহার সম্ভ্রম বিনষ্ট হইবে। তাহাকে নিক্ষেপ প্রত্যর্পণ করিতে হইবে; অধিকন্তু সে চৌর্য্যাপরাধে দণ্ডনীয় হইবে।

---

* "Owing to inherent defects".

† "Trade-guilds." সংব্যবহারিকেষু।

‡ কারব;—'artisans,'

সংসার-ত্যাগে কৃতসংকল্প ব্যক্তি গুপ্তচিহ্ন সহ নিক্ষেপ কাহারও তত্ত্বাবধানে রাখিতে পারেন এবং কয়েক দিবস অন্তে উহা প্রতিগ্রহণের জন্য প্রার্থনা করিতে পারেন। যদি উহা প্রত্যর্পণ না করা হয়, তবে যাহার নিকট উহা স্থগিত রাখা হইয়াছে, সে উহা অবশ্য প্রত্যর্পণ করিবে; অধিকন্তু, সে চৌর্য্যাপরাধে দণ্ডনীয় হইবে।

বালোচিত কোনও ব্যক্তি রাত্রিকালে রাজপথ দিয়া গমনাগমন কালে গভীর রাত্রিতে গমনাগমন হেতু, শান্তি-রক্ষকের ভয়ে ভীত হইয়া, গুপ্তচিহ্ন-সমন্বিত নিক্ষেপ অপরের হস্তে ন্যস্ত করিয়া গন্তব্য পথে গমন করিতে পারে। কিন্তু, ধৃত হইয়া কারাগারে নীত হইলে উহা প্রত্যর্পণের প্রার্থনা করিতে পারে। যাহার নিকট উহা ন্যস্ত রাখা হইয়াছে, সে শঠতা পূর্ব্বক অস্বীকার করিলে, ন্যস্তকারীকে ঐ নিক্ষেপ অবশ্য প্রত্যর্পণ করিতে হইবে; অধিকন্তু অপরাধীকে চৌর্য্যাপরাধে দণ্ডনীয় হইতে হইবে।

অন্যের হস্তে ন্যস্ত নিক্ষেপের অভিজ্ঞান দেখিয়া ন্যস্তকারীর পরিবারস্থ ব্যক্তি নিক্ষেপ ও ন্যস্তকারীর সন্ধান লইতে পারিবে। তত্ত্বাবধায়ক অস্বীকার করিলে, তাহাকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিচার করিতে হইবে।

এই সকল ক্ষেত্রেই, বিরোধীয় দ্রব্য কি প্রকারে অপরের হস্তগত হইল, ঐ দ্রব্য-সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় এবং অভিযোক্তার অর্থের বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত নিয়ম যে কোনও দুই ব্যক্তির কার্য্যাবলীর প্রতি প্রযোজ্য হইতে পারে।

এইজন্য সাক্ষিগণের সম্মুখে এবং কোনও বিষয় গোপন না করিয়া সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। স্বকীয় বা পরকীয় সকল ক্ষেত্রেই সর্ব্বপ্রথমে দেশ-কালের বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

দাস-কল্প।

যে শূদ্র দাসরূপে জন্ম গ্রহণ করে নাই এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হয় নাই, তাহাকে বিক্রয় করিলে বা প্রতিভূ-স্বরূপ রাখিলে দ্বাদশ পণ অর্থদণ্ড হইবে। বৈশ্য হইলে ২৪, ক্ষত্রিয় ৩৬ এবং ব্রাহ্মণ হইলে ৪৮ পণ দণ্ড হইবে। আত্মীয় ব্যতীত অপর কেহ এরূপ আচরণ করিলে, শূদ্রের জন্য প্রথম প্রকার, বৈশ্যের জন্য দ্বিতীয় প্রকার, ক্ষত্রিয়ের জন্য তৃতীয় প্রকার দণ্ড ও ব্রাহ্মণের মৃত্যুদণ্ড হইবে। ক্রেতা ও সাহায্যকারিগণেরও পূর্ব্বোক্ত দণ্ড হইবে। ম্লেচ্ছগণ স্বেচ্ছায় নিজ সন্তান বিক্রয় বা আবদ্ধ রাখিতে পারে। কোন ক্ষেত্রেই আর্য্যকে দাসত্বে আবদ্ধ করা হইবে না।

কিন্তু যদি সাংসারিক বিপদ নিরাকরণের জন্য, অথবা দণ্ড-শোধ কামনার্থ, অথবা দণ্ড স্বরূপ রাজকোষ-ভুক্ত নিত্য-ব্যবহার্য্য যন্ত্রাদির উদ্ধারার্থ যদি কোনও আর্য্য আবদ্ধ হইয়া থাকেন, তবে তাঁহার আত্মীয়-গণ যথা-সত্বর তাঁহাকে উদ্ধার করিবেন। বিশেষতঃ, যদি তিনি যুবক বা প্রাপ্ত বয়স্ক বা কর্ম্মঠ হন, তবে তাঁহার উদ্ধারের জন্য আরও অধিক চেষ্টা করিতে হইবে।

যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় একবার দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে, সে কোন অপরাধ করিলে চিরজীবনের জন্য তাহাকে দাসত্ব করিতে হইবে। এইরূপ, যে দুইবার আবদ্ধ হইয়াছে, সে কোনও অপরাধ করিলে তাহাকেও চিরজীবনের জন্য দাসত্ব করিতে হইবে। বিদেশ-পলায়নে ইচ্ছুক হইলে, উপর্য্যুক্ত দুই শ্রেণীর ব্যক্তিকেই চিরজীবনের জন্য দাসত্ব ভোগ করিবে।

ক্রীতদাসের বিত্ত অপহরণ করিলে, অথবা আর্য্যকে স্বাধিকার চ্যুত করিলে, অপরাধীর অর্দ্ধেক দণ্ড হইবে। * দণ্ডিত, ব্যাধিত বা মৃতকে আবদ্ধ রাখিলে, আবদ্ধ দাতার নিকট হইতে দাসের মূল্য পাওয়া যাইবে।

শব, পুরীষ, মূত্র, উচ্ছিষ্ট, ক্রীতদাস দ্বারা বহন করাইলে, বা ক্রীত-দাসকে নগ্ন রাখিলে, অথবা তাহাকে আঘাত বা তিরস্কার করিলে বা ক্রীতদাসীর সতীত্ব নষ্ট করিলে প্রভুকে দাস বা দাসীর অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। ধাত্রী, পাচিকা, বা পরিচারিকার সতীত্ব নষ্ট করিলে, তাহারা তৎক্ষণাৎ মুক্তি লাভ পাইবে। উচ্চবর্ণের পরি-চারকের উপর অত্যাচার করিলে, পরিচারক পলায়ন করিতে পারিবে। প্রভু, ধাত্রী বা পরিচারিকার অনভিমতে, তাহাদের সহিত সহবাস করিলে, প্রভুর প্রথম প্রকারের দণ্ড হইবে।

অপরে, উক্তরূপ অপরাধ করিলে দ্বিতীয় প্রকারের দণ্ড হইবে। প্রতিভূস্বরূপ রক্ষিতা বালিকা ক্রীতদাসীর উপর অত্যাচার করিলে বা অপরকে অত্যাচারে সহায়তা করিলে, প্রভুকে মূল্য হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে; অধিকন্তু, উহাকে শুল্ক ও শুল্কের দ্বিগুণ দণ্ড রাজকোষে প্রদান করিতে হইবে।

প্রভুর কর্ম্মের অপচয় না করিয়া, দাস স্বোপার্জ্জিত অর্থ ভোগ করিতে পারিবে। পরন্তু, দাস উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পিতার সম্পত্তি ও ভোগ করিতে পারিবে।

মূল্য পরিশোধ করিলে, দাস পুনরায় আর্য্যত্ব লাভ করিবে। যে মূল্যে তাহাকে ক্রয় করা হইয়াছে, সেই মূল্য প্রদান করিলেই দাস মুক্তিলাভ করিবে। যে ব্যক্তি অর্থ-দণ্ডের জন্য আবদ্ধ হইয়াছে, সে

* "Half the fine levied for enslaving the life of an Arya"

কর্ম্ম দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া অর্থ-দণ্ড হইতে মুক্তি পাইবে। যুদ্ধে বন্দীকৃত আর্য্য, স্বাধীনতা প্রয়াসী হইলে, তাঁহাকে ধৃত করিবার কালে যেরূপ * কষ্ট পাইতে হইয়াছে, সেই অনুপাতে মূল্য প্রদান করিতে হইবে; অথবা, মূল্যের অর্দ্ধাংশ প্রদান করিতে হইবে।

অষ্টম বৎসরের অনধিক বয়স্ক, আত্মীয় স্বজনহীন দাসকে, তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ঘৃণিত কর্ম্মে নিযুক্ত করিলে বা বিক্রয় করিলে বা আবদ্ধ রাখিলে, প্রভুর প্রথম প্রকারের দণ্ড হইবে। গর্ভবতী ক্রীত-দাসীর প্রসবের কোন উপায় না করিয়া বিক্রয় করিলে বা তাহাকে আবদ্ধ রাখিলে তাহার প্রভুরও প্রথম প্রকারের অর্থদণ্ড হইবে।

উপযুক্ত মূল্য গ্রহণে, ক্রীতদাসকে মুক্তি না দিলে দ্বাদশ পণ দণ্ড হইবে; অহেতুক, ক্রীতদাসকে কারারুদ্ধ করিলেও পূর্ব্বোক্ত দণ্ড হইবে।

ক্রীতদাসের জ্ঞাতিগণ তাহার সম্পত্তি ভোগ করিবে; জ্ঞাতির অভাব হইলে, তাহার প্রভুই সম্পত্তি গ্রহণ করিবেন।

প্রভুর ঔরসে, ক্রীতদাসীর গর্ভে সন্তান জন্মিলে, মাতা ও সন্তান উভয়কেই মুক্তি দিতে হইবে। ভরণ পোষণের জন্য মাতাকে আবদ্ধ রাখিলে, তাহার ভ্রাতা ও ভগ্নিকে মুক্তি দিতে হইবে।

যে দাস ও দাসী মুক্তি লাভ করিয়াছে, তাহাকে পুনরায় বিক্রয় বা আবদ্ধ রাখিলে দ্বাদশ পণ দণ্ড হইবে।

প্রতিবেশিগণ প্রভু ও ভৃত্যের চুক্তির বিষয় অবগত থাকিবে। ভৃত্য নির্দ্দিষ্ট বেতন পাইবে। যে স্থলে, বেতনের পরিমাণ পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত হয় নাই, সে স্থলে কর্ম্মের অনুরূপ † ও সময়ানুযায়ী বেতন স্থিরীকৃত

* কর্ম্মকালানুরূপেণ (Amount proportional to the dangerous work done at the time of his capture.) † "কর্ম্মকালানুরূপম্" (at the rate prevailing at the time) (?)

হইবে। বেতন নির্দ্ধারিত না থাকিলে, কৃষক উৎপাদিত শস্যের দশমাংশ পাইবে, গোপালক নবনীর দশমাংশ এবং বণিক্-বিক্রীত পণ্যের এক-দশমাংশ পাইবে। নির্দ্ধারিত বেতন প্রদান ও গ্রহণ করিতে হইবে।

শিল্পী, বাদ্যকর, চিকিৎসক, পাচক, পরিচারক এবং অন্যান্য যাহারা স্বেচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিবে, তাহারা অন্যত্র প্রচলিত অথবা কুশলজ্ঞগণ * যে বেতন নির্দ্ধারণ করিবেন সেই রূপ বেতন গ্রহণ করিবে।

বেতন সম্বন্ধে মত ভেদ হইলে সাক্ষিগণের কথায় প্রত্যয় স্থাপন করিতে হইবে। সাক্ষিগণের অভাব হইলে, যে প্রভু ভৃত্যকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে হইবে। বেতন প্রদান না করিলে, বেতনের দশগুণ দণ্ড দিতে হইবে, অথবা ছয় পণ অর্থদণ্ড দিতে হইবে। শঠতা করিলে দ্বাদশ পণ অর্থদণ্ড অথবা বেতনের পঞ্চগুণ দণ্ড দিতে হইবে।

যে ব্যক্তি জলপ্লাবনে অথবা অগ্নি মধ্যে, কিংবা হিংস্রজন্তু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া নিজ উদ্ধার-কর্ত্তাকে নিজ সমস্ত সম্পত্তি ব্যতীত পুত্র, পত্নী ও নিজেকেও ক্রীতদাস-রূপে আবদ্ধ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল, সেরূপ ব্যক্তি কুশলজ্ঞগণ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত অর্থ প্রদান করিবে। সাহায্য প্রদান করিলেই এই নিয়ম প্রযোজ্য হইবে। *

---

* Experts.

† অর্থশাস্ত্র, তৃতীয় খণ্ড, ষোড়শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

—•○•—

ভৃত্যাধিকার।

বেতন গ্রহণ করিয়া, যে ভৃত্য কার্য্য-সম্পাদনে অবহেলা করিবে, অথবা কার্য্যে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিবে, সেই ভৃত্যের দ্বাদশ পণ দণ্ড হইবে। * ভৃত্য অশক্ত হইলে, বা কুৎসিৎ কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে অথবা পীড়িত বা বিপদগ্রস্ত হইলে, তাহার প্রতি করুণা প্রদর্শন করিতে হইবে। কিংবা, তাহার কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে, অপর লোককে নিযুক্ত করিতে হইবে। এই প্রকারে, প্রভু যে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন, ভৃত্যকে তাহা অতিরিক্ত কর্ম্ম দ্বারা পূরণ করিতে হইবে।

মতান্তরে, ভৃত্য ইচ্ছুক থাকিলে, প্রভু কার্য্য স্থগিত রাখিতে পারেন, কিন্তু, এই কার্য্য সম্পাদনে, প্রভু অন্য ভৃত্য নিযুক্ত, করিতে পারিবেন না এবং ভৃত্যও অন্যত্র কর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবে না।

প্রভু, শ্রমজীবী দ্বারা কর্ম্ম না করাইলে, অথবা শ্রমজীবী কর্ম্ম না করিলে, উভয়েরই দ্বাদশ পণ দণ্ড হইবে। বেতন গ্রহণ করিয়া, শ্রমজীবী কর্ম্ম শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্যত্র গমন করিতে পারিবে না।

আচার্য্য বলেন যে, শ্রমজীবী কর্ম্ম করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিলেও যদি প্রভু কর্ম্ম গ্রহণ না করেন, তবে শ্রমজীবীর কর্ম্ম শেষ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

কৌটিল্য ইহাতে আপত্তি করেন; কারণ, কর্ম্মের জন্যই বেতন দিতে হয়। কর্ম্ম না করিলে বেতন দেওয়া যাইতে পারে না। শ্রমজীবী প্রস্তুত থাকিলেও, প্রভু শ্রমজীবী দ্বারা কর্ম্মের অংশ-বিশেষ

---

* যাজ্ঞবল্ক্য ২,১৯৬

সম্পন্ন করাইয়া কর্ম্ম স্থগিত রাখিতে পারেন। কারণ, দেশ বা কালের পরিবর্ত্তন হেতু, অথবা শ্রমজীবীর অনুপযুক্ততা হেতু, তাহার কার্য্যে প্রভু সন্তুষ্ট না হইতে পারেন। অধিকন্তু, শ্রমজীবী প্রত্যাখ্যাত না হইলে নিরূপিত কার্য্যাপেক্ষা অধিক কার্য্য করিয়া, প্রভুকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে।

"সঙ্ঘভৃত্যদের * পক্ষেও উপর্য্যুক্ত নিয়মাবলী প্রযোজ্য হইবে। সঙ্ঘভৃত্যান্তর্ভুক্ত শ্রমজীবিগণ নির্দ্ধারিত সময়াপেক্ষা সপ্তরাত্রি অতিরিক্ত সময় পাইবে। ইহার অধিক সময় আবশ্যক হইলে, তাহারা অন্য শ্রমজীবী দ্বারা কর্ম্ম সম্পন্ন করিবে। প্রভুর অনুমতি ব্যতীত তাহারা কোন কর্ম্ম অসম্পূর্ণ রাখিবে না, অথবা কর্ম্মস্থান হইতে কোন দ্রব্য স্থানান্তরিত করিতে পারিবে না। কোন দ্রব্য স্থানান্তরিত করিলে চতুর্ব্বিংশতি পণ ও প্রভুর অনুমতি ব্যতীত কর্ম্মস্থান পরিত্যাগ করিলে দ্বাদশ পণ দণ্ড হইবে।

সঙ্ঘভৃত্যান্তর্ভুক্ত এবং সমবায়-কর্ম্মে † নিযুক্ত শ্রমজীবিগণের বেতন বিভাগ করিয়া লইবে। অথবা নির্দ্দিষ্ট অংশানুযায়ী বিভক্ত করিবে।

কৃষক ও বৈদেহকগণ, কর্ষণ ও বাণিজ্যের প্রারম্ভে বা অবসানে শ্রমজীবিগণের কার্য্যানুযায়ী বেতন প্রদান করিবে। কর্ম্মের মধ্যভাগে যদি শ্রমজীবিগণ অন্য শ্রমজীবী দ্বারা কর্ম্ম সম্পন্ন করে, তবে তাহারা সম্পূর্ণ কার্য্যের জন্যই বেতন পাইবে। পণ্য প্রস্তুত-কালে পরিমাণানুযায়ী বেতন পাইবে; পথিমধ্যে পণ্য-বিক্রয়ের লাভ-লোকসানে এই বেতনের কোন ব্যতিক্রম হয় না। ‡

* 'Guilds of workmen or workmen employed by companies (?)
† 'সম্ভূয়সমুত্থাতারো' (Those who carry on any co-operative work).
‡ "i.e. the sale of merchandise by pedlars).

কর্ম্ম আরম্ভ হইবার পরে, যদি নিরোগী শ্রমজীবী কর্ম্ম পরিত্যাগ করে, তবে তাহার দ্বাদশ পণ দণ্ড হইবে ; কারণ, স্বেচ্ছানুসারে কেহ কর্ম্মস্থান পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। কোনও ব্যক্তি গোপনে নিজ কর্ম্মে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিলে, তাহাকে প্রথম বারে 'অভয়' * প্রদান করিয়া ভবিষ্যতে কর্ম্মানুযায়ী লভ্যাংশ প্রদানে প্রতিশ্রুত হইয়া কর্ম্ম প্রদান করিতে হইবে। দ্বিতীয় বার এরূপ করিলে, অথবা কর্ম্মস্থান পরিত্যাগ করিলে, তাহাকে সম্প্রদায় হইতে দূরীভূত করিতে হইবে। 'মহাপরাধ' † করিলে, তাহাকে দণ্ডার্হ হইতে হইবে। ‡

ধর্ম্মকার্য্যে সহযোগিতা করিলে যাজকগণ উপার্জ্জন তুল্যাংশে বা নির্দ্ধারিত অংশানুযায়ী বিভাগ করিবেন। অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত ব্রাহ্মণ যদি উৎসর্গের পর মৃত্যুমুখে পতিত হন, তবে তাঁহার স্থলাভিষিক্তগণ দক্ষিণার এক-পঞ্চমাংশ পাইবেন। সোম বিক্রয়ের পরবর্ত্তী যজ্ঞ সমাপনান্তে মৃত্যু হইলে, দক্ষিণার এক-চতুর্থাংশ পাইবেন ; 'মধ্যমোপসদ প্রবর্গোদ্বসনা' হইলে এক তৃতীয়াংশ এবং 'ময়া' অবসানের পরে হইলে অষ্টাংশ পাইবেন। 'সুত্য-যজ্ঞের' 'প্রাতঃসবন' অন্তে এরূপ ঘটিলে তিন চতুর্থাংশ, মাধ্যন্দিনান্তে সম্পূর্ণ দক্ষিণা দিতে হইবে ; কারণ এ সময়ে সকল দক্ষিণা দান শেষ হইবে। 'বৃহস্পতি-সবন' ব্যতীত অন্য সকল যজ্ঞেই দক্ষিণা-দানের রীতি আছে। 'অহর্গণ' আখ্যাত যাজকগণের দক্ষিণা সম্বন্ধেও উপর্য্যুক্ত নিয়ম বর্ত্তিবে।

যে সকল যাজক দক্ষিণার অল্পাংশ গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা, অথবা মৃত যাজকের আত্মীয়গণ মৃতের হিতের জন্য দশ দিবারাত্র যজ্ঞ সম্পাদন করিবেন। যদি হোতা, মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকেন, তবে

* Mercy. † "Glaring offence". ‡ "He shall be treated as the condemned." (৪)

অন্যান্য যাজকগণ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া দক্ষিণা গ্রহণ করিবেন। যদি কোন হোতা, যজ্ঞ সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে কোন যাজককে বিদায় দেন, তবে তাঁহার দ্বাদশ পণ দণ্ড হইবে। যিনি যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত রাখেন নাই, তিনি কোন যাজককে বিদায় দিলে, তাঁহার শত পণ দণ্ড হইবে। যদি তিনি গুরু হন, বা পূর্ব্বে কোন যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার সহস্র পণ দণ্ড হইবে।

স্থরাপায়ী, বৃষল, ব্রহ্মঘাতী, নিন্দনীয় দান-গ্রহণ-কারী, গুরুপত্নী-ব্যভিচারী, তস্কর অথবা যে ব্যক্তি দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিলে দণ্ডনীয় হইতে হয়, সেরূপ ব্যক্তিকে যজ্ঞ হইতে অপসারিত করিলে দণ্ডনীয় হইতে হইবে না।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

বিক্রয়-প্রত্যাহার। *

পণ্যে স্বাভাবিক বিকৃতি থাকিলে উহাকে 'দোষ' বলে।

যে পণ্য দণ্ড-স্বরূপ রাজকোষ-ভুক্ত বা অপহৃত হইবার সম্ভাবনা আছে বা যাহা অগ্নিতে বা প্লাবনে নষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে, তাহাকে 'উপনিপাত' † বলে। গুণহীন পণ্য বা পীড়িত ব্যক্তিদ্বারা প্রস্তুত পণ্যকে 'বিষহ্যম' ‡ বলে। পণ্যে 'দোষ' থাকিলে, 'উপনিপাত'

---

* 'বিক্রীতক্রীতানুশয়ঃ' (Rescission of sale).

† 'Dangerous.'

‡ Intolerable.

হইলে, অথবা 'বিষহ্যম' ব্যতীত অন্য সকল স্থলেই কোন বণিক্ স্বকীয় পণ্য-বিক্রয়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে দ্বাদশ পণ দণ্ড হইবে।

বিক্রয় রহিত করিবার জন্য বৈদেহকগণ একরাত্রি সময় পাইবে। কৃষক তিন রাত্রি, গোরক্ষকগণ পঞ্চরাত্রি এবং 'বিবৃতি' বিক্রয়ে * বর্ণ-সঙ্কর ও উচ্চবর্ণীয় বণিক্‌গণ সপ্তরাত্রি সময় পাইবে।

শীঘ্র বিক্রীত না হইলে, যে পণ্যের নষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই, সেরূপ পণ্য-বিক্রয়ে নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত করিয়া, যেরূপ পণ্যের শীঘ্র বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা, সেইরূপ পণ্যেই শীঘ্র বিক্রয় করিতে হইবে। নিয়ম-ভঙ্গ করিলে চতুর্ব্বিংশতি পণ দণ্ড হইবে; অথবা পণ্যের বিক্রীত মূল্যের এক-দশমাংশ দণ্ড হইবে।

যদি পণ্য 'দোষগ্রস্ত', 'উপনিপাত' বা 'বিষহ্যম্' না হয়, তবে ক্রেতা পণ্য প্রত্যর্পণ করিতে উদ্যত হইলে, তাহার দ্বাদশ পণ দণ্ড হইবে।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মাবলী বিবাহ-সংক্রান্ত চুক্তিতেও প্রযোজ্য হইবে।

কুষ্ঠ-রোগগ্রস্ত দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জন্তুকে সবল ও নিরোগী বলিয়া বিক্রয় করিলে দ্বাদশ পণ দণ্ড হইবে। চতুষ্পদের পক্ষে, তিন সপ্তাহ ও মনুষ্যের পক্ষে এক বৎসরের মধ্যে বিক্রয় রহিত করিতে হইবে।

সভাসদ্‌গণ ক্রয় ও দান রহিত কার্য্যে যাহাতে দাতা ও গ্রহীতার কোন ক্ষতি না হয়, তাহা নির্দ্ধারণ করিবেন।

---

* পণ্ডিত শ্যামশাস্ত্রি বিবৃতিকে ভূমি বলিতে চান কিন্তু "জীবন-ধারণোপযোগী দ্রব্য' করিলে অর্থ অধিক পরিস্ফুট হয়।

ষোড়শ অধ্যায়।

—*—

দান-প্রত্যাহার।

ঋণ-সংক্রান্ত নিয়মাবলী দান-প্রত্যাহার ব্যাপারেও প্রযোজ্য হইবে।

অসিদ্ধ দান উপযুক্ত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে রাখিতে হইবে।

যে ব্যক্তি সর্ব্বস্ব, এমন কি—স্ত্রী ও পুত্র, এবং নিজশরীরকে পর্য্যন্ত অপরকে দান করিয়াছে *, তাহার দানের বিষয় পুনর্ব্বিবেচিত হইবে। অসাধু ব্যক্তিকে বা অপকর্ম্মের জন্য দান অথবা দুষ্ট বা ক্রূর-প্রকৃতি-বিশিষ্ট ব্যক্তিকে অর্থদান, * * এরূপ ভাবে নির্দ্ধারিত করিতে হইবে, যাহাতে দাতা বা গ্রহীতা কাহারও অপকার না হয়।

দণ্ড বা আক্রোশের ভয় দেখাইয়া যে ব্যক্তি ভীরুর নিকট হইতে সাহায্য-গ্রহণ করিবে, তাহাকে চৌরের ন্যায় শাস্তি-গ্রহণ করিতে হইবে। যে সকল ব্যক্তি এরূপ অবস্থায় সহায়তা করিবে, তাহারাও শাস্তি পাইবে।

পরহিংসা কার্য্যে অপরকে সাহায্য করিলে অথবা রাজার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলে, সর্ব্বোচ্চ দণ্ড হইবে। পুত্র বা উত্তরাধিকারী মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি দাবী করিলে, স্বকীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে মৃত ব্যক্তির প্রতিভূর মূল্য † শুল্কাদিবিশিষ্ট, মৃত ব্যক্তির প্রতিশ্রুত কোন দানের জন্য অথবা মৃত ব্যক্তি কামোন্মত্ত হইয়া যে সকল প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তজ্জন্য দায়ী হইবে না।

---

* অর্থশাস্ত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, ত্রয়োদশ অধ্যায়, দ্রষ্টব্য।

† ("প্রতিভাব্য") Value of the bail.

অপহৃত সম্পত্তি অপরের অধিকারে থাকিলে, সম্পত্তির প্রকৃত অধিকারী বিচারকের সাহায্যে অপরাধীকে ধৃত করিবেন। যদি দেশ বা পাত্রের অসুবিধা হেতু উহা সম্ভবপর না হয় তবে সম্পত্তির অধিকারী স্বয়ং অপরাধীকে ধৃত করিয়া বিচারকের সম্মুখে আনয়ন করিবেন। কি প্রকারে সম্পত্তি অপরাধীর হস্তগত হইল, বিচারক তাহা জিজ্ঞাসা করিবেন যদি অপরাধী প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করে, কিন্তু যে তাহাকে বিক্রয় করিয়াছে, তাহাকে উপস্থিত করিতে না পারে, তবে অপরাধীকে মুক্তি দেওয়া হইবে ; কিন্তু সম্পত্তি অপরাধীর অধিকার-চ্যুত হইবে। যদি বিক্রেতাকে উপস্থিত করা হয়, তবে বিক্রেতা সম্পত্তির মূল্য প্রদান করিবে ; অধিকন্তু বিক্রেতা চৌর্য্যাপরাধে দণ্ডিত হইবে।

যদি কোন ব্যক্তি অপহৃত বস্তু সহ পলায়ন করে বা লুক্কায়িত থাকে এবং তজ্জন্য অপহৃত বস্তু বিনষ্ট হইলে, উক্ত ব্যক্তি বস্তুর মূল্য প্রদান করিবে ; অধিকন্তু চৌর্য্যাপরাধে দণ্ডিত হইবে।

হৃত-সম্পত্তিতে স্বাধিকারত্ব প্রমাণ করিলে, সম্পত্তির অধিকারী ঐ সম্পত্তি পুনর্ব্বার অধিকার করিবে। কিন্তু, স্বাধিকার-প্রমাণে অক্ষম হইলে সম্পত্তির পাঁচ গুণ দণ্ড হইবে এবং রাজা ঐ সম্পত্তি গ্রহণ করিবেন। † যদি দ্রব্যস্বামী ধর্ম্মাধিকরণের অনুমতি ব্যতীত হৃত দ্রব্য গ্রহণ করেন তবে তাঁহার প্রথম প্রকারের দণ্ড হইবে। ‡ হৃত বা নষ্ট সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলে উহা শুল্ক-গৃহে § রাখিতে হইবে। কেহ তিন পক্ষ মধ্যে দাবী না করিলে রাজা ঐ সকল দ্রব্য গ্রহণ করিবেন।

নষ্ট বা অপহৃত দ্বিপদ জন্তুতে স্বাধিকার সপ্রমাণ করিলে উদ্ধারকর্ত্তা উদ্ধারার্থ পাঁচ পণ দণ্ড দিবেন। এই প্রকারে এক ক্ষুর-বিশিষ্ট জন্তুতে

---

* যাজ্ঞবল্ক্য ২, ১৭৩।

† বিজ্ঞানেশ্বর সম্পত্তির মূল্যের একপঞ্চমাংশ দণ্ড হইবে বলিয়াছেন।

‡ যাজ্ঞবল্ক্য ২„ ১৭১ ১৭৭। § যাজ্ঞবল্ক্য ২৪ ২৫। শুল্কস্থান Toll gate.

চারি পণ, গো বা মহিষের জন্য দুই পণ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চতুষ্পদের জন্য এক চতুর্থাংশ পণ দণ্ড দিতে হইবে। রত্ন প্রভৃতি মূল্যবান দ্রব্যে তাহাদের মূল্যের উপর শতকরা পঞ্চমাংশ দণ্ড দিতে হইবে।

রাজা অরণ্য বা শত্রুর রাজ্য হইতে নিজ প্রজার যে সকল দ্রব্য আনয়ন করিবেন. উহা দ্রব্য-স্বামীকে প্রত্যর্পণ করিবেন। নাগরিক-গণের যে সকল অপহৃত দ্রব্য তিনি উদ্ধার করিতে পারিবেন না, রাজা রাজকোষ হইতে ঐ সকল দ্রব্য পূরণ করিবেন। রাজা এই সকল দ্রব্য পুনরুদ্ধারে অক্ষম হইলে উপযাজক হইয়া যে উহা উদ্ধারের প্রার্থনা করিবে, তাহাকে অনুমতি প্রদান করিবেন; অথবা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে দ্রব্যের তুল্যানুরূপ মূল্য প্রদান করিবেন। রাজা দুঃসাহসিককে শত্রুর রাজ্য হইতে লুণ্ঠিত যে পরিমাণ দ্রব্য-ভোগের অনুমতি প্রদান করেন, সে সেই পরিমাণ ভোগ করিতে পারিবে; কিন্তু দুঃসাহিক কোন আর্য্য বা ব্রাহ্মণ বা সন্ন্যাসীর সম্পত্তি আনয়ন করিবে না।

দ্রব্যাধিকারী প্রবাসী হইলেও, তাহার দ্রব্যে তাহারই অধিকার থাকিবে। বালক, বৃদ্ধ, পীড়িত, ব্যসন-প্রপীড়িত, প্রোষিতা অথবা যাহারা রাজ্য-বিপর্য্যয়ে স্বদেশ ত্যাগ করিয়াছে,—এই সকল ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহ পরহস্তগত বিষয়ে স্বাধিকার-প্রমাণে দশ বৎসর উপেক্ষা করিলে, তাহাকে অধিকারচ্যুত হইতে হইবে। কিন্তু রাজার অনুপস্থিতিতে, আত্মীয়, যাজক বা পাষণ্ড * গৃহাদি অধিকার করিলে তাহাতে উহাদের স্বত্ব জন্মিবে না। উপনিধি, নিধি, নিক্ষেপ, সীমা বা রাজকীয় বা শ্রোত্রিয়ের † দ্রব্যাদি সম্বন্ধেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হইবে।

সন্ন্যাসী এবং পাষণ্ডগণ অপরকে বিরক্ত না করিয়া সুপ্রশস্ত স্থানে

* Heretics. † Priests.

বাস করিবে। পুরাতন অধিবাসী অভ্যাগতকে আংশিক বা সম্পূর্ণ স্থান দান করিবে। পুরাতন অধিবাসী স্থান দিতে অনিচ্ছুক হইলে, তাহাকে বহিষ্কৃত হইতে হইবে।

বাণপ্রস্থ, যতি বা ব্রহ্মচারীর মৃত্যু হইলে তাহাদিগের সম্পত্তি তাহাদের গুরু, শিষ্য, ধর্ম্মভ্রাতা অথবা সহপাঠী হইবে।

সন্ন্যাসিগণ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইলে, যত পণ অর্থদণ্ড হইবে, তাহারা রাজার মঙ্গল কামনায় তত রাত্রি-ব্যাপী প্রায়শ্চিত্ত, দেবার্চ্চনা, অগ্নি-পূজা অথবা মহাকচ্ছবর্দ্ধন-যজ্ঞ করিবেন।

যে সকল পাষণ্ডগণের সুবর্ণ বা সুবর্ণ-মুদ্রা নাই, তাহারা মানহানি, চৌর্য্য, সাহস অথবা স্ত্রীহরণ-রূপ অপরাধ ব্যতীত অন্যান্য অপরাধে উপবাস করিবে। উপর্য্যুক্ত অপরাধে তাহারা দণ্ডনীয় হইবে।

দণ্ডের ভয় দেখাইয়া রাজা সন্ন্যাসীদিগের ইচ্ছাকৃত বা অন্যায় কার্য্য প্রতিরোধ করিবেন। কারণ, অধর্ম্মকে ধর্ম্মের উপর প্রাধান্য দিলে পরিণামে রাজাই বিনষ্ট হইবেন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

সাহস। *

বলপূর্ব্বক অপরের দ্রব্য অধিকার করিলে, উহাকে সাহস বলে। ছলনা-পূর্ব্বক প্রকারান্তরে অপরের দ্রব্য গ্রহণকে চৌর্য্য বলে।

মনুর মতে, মূল্যবান প্রস্তর অথবা অপরিশোধিত উপাদান †

---

* "Robbery." † "Raw Materials."

অধিকার করিলে উহাদের মূল্যের সমতুল্য অর্থদণ্ড হইবে। উশনার মতে, মূল্যের দ্বিগুণ অর্থদণ্ড হইবে। কিন্তু কৌটিল্য বলেন যে, অপরাধানুযায়ী দণ্ড হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

পুষ্প, ফল, শাক, মূল, কন্দ, পক্কান্ন, চর্ম্ম, বেণু এবং মৃৎ পাত্র প্রভৃতি স্বল্প-মূল্যের দ্রব্য হইলে দ্বাদশ হইতে চতুর্ব্বিংশ পণ দণ্ড হইবে। লৌহ, * কাষ্ঠ, রজ্জু এবং ক্ষুদ্রাকারের চতুষ্পদ জন্তু হইলে ২৪ হইতে ৪৮ পণ দণ্ড হইবে। এতদপেক্ষা অধিক মূল্যের দ্রব্য (যথা তাম্র, কাংস, কাচ, হস্তিদন্ত প্রভৃতি) হইলে ৪৮ হইতে ৯৬ পণ দণ্ড এবং ইহাকে প্রথম প্রকারের বলা হয়।

বৃহৎ চতুষ্পদ জন্তু, মনুষ্য, ক্ষেত্র, গৃহ, সুবর্ণ-মুদ্রা ও চিক্কণ বস্ত্র প্রভৃতি দ্রব্য হইলে দুই শত হইতে পাঁচ শত পণ অর্থদণ্ড হইবে। ইহাকে দ্বিতীয় প্রকারের দণ্ড বলা হয়। গুরুদেবের মতে বলপূর্ব্বক নারী বা পুরুষকে বন্ধনাগারে রাখিলে, অথবা তাহাদের বন্ধনাগার হইতে মোচন করিলে পাঁচ শত হইতে সহস্র পণ দণ্ড হওয়া বিধেয়। এইরূপ দণ্ডকে সর্ব্বোচ্চ দণ্ড বলে।

উপদেশ দিয়া অপর ব্যক্তিকে সাহস সম্পাদনে প্রবৃত্ত করিলে, দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। 'তোমার যত অর্থের প্রয়োজন হইবে সমুদায়ই দিব,'—এইরূপ প্রলোভন দেখাইয়া যে অর্থলোভী ব্যক্তিকে সাহস সম্পাদনে প্ররোচিত করে, তাহার চতুর্গুণ দণ্ড হইবে। বৃহস্পতি বলেন যে, "আমি তোমাকে এত পরিমাণ সুবর্ণ দিব"—এরূপ বাক্য দ্বারা যে অপরকে প্ররোচিত করে, তাহার চতুর্গুণ দণ্ড হইবে। কৌটিল্য বলেন যে, যদি সহকারী ক্রোধ বা মদোন্মত্ত বা মোহ-পরবশ হইয়া এরূপ করিয়াছে বলে, তাহা হইলে তাহার পূর্ব্বোক্ত দণ্ড হইবে।

* "কালায়াস."

এক শত পণের ন্যূন দণ্ড হইলে, রাজা শতকরা ৮ পণ 'রূপ' বলিয়া গ্রহণ করিবেন এবং এক শতের ঊর্দ্ধ হইলে 'ব্যাজী' স্বরূপ শতকরা ৫ পণ গ্রহণ করিবেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

মানহানি। *

অপবাদ, অবজ্ঞাসূচক বাক্য ও ভৎ র্সনা এই তিন প্রকারে মানহানি হয়।

প্রকৃতি, শিক্ষা, বৃত্তি, জাতীয় চরিত্র বা অবয়ব সম্বন্ধে অপবাদ (যথা খঞ্জকে খঞ্জ বলিয়া ডাকা, অন্ধকে অন্ধ বলিয়া ডাকা) এই সকল শ্লেষোক্তি প্রয়োগ করিলে, তিন পণ দণ্ড হইবে। মিথ্যাপবাদে ছয় পণ দণ্ড হইবে। যদি অন্ধ কি খঞ্জকে স্তুতি স্বরূপ নিন্দা করা যায় (যেরূপ অন্ধকে 'শোভনাক্ষ', খঞ্জকে 'শোভনদন্ত') † তাহা হইলে দ্বাদশ পণ দণ্ড হইবে। কুষ্ঠগ্রস্থ ব্যক্তি, উন্মাদ বা নপুংসকদিগের কুৎসা করিলেও ঐরূপ দণ্ড হইবে। নিন্দিত ব্যক্তির প্রতি, সত্য, মিথ্যা অথবা নিন্দা-সূচক স্তুতি প্রয়োগ করিলে, দ্বাদশ পণ বা তদূর্দ্ধ অর্থদণ্ড হইবে।

যদি নিন্দিত ব্যক্তি উচ্চ পদস্থ হয়, তবে নিন্দুকের দ্বিগুণ অর্থদণ্ড হইবে। যদি নিম্নপদস্থ হয়, তবে অর্দ্ধেক দণ্ড হইবে। পর-স্ত্রীর নিন্দা করিলে দ্বিগুণ অর্থদণ্ড হইবে।

* "বাকপারুষ্যম, (Defamation).

† খঞ্জের ও শোভন-দন্তের সম্পর্ক বুঝা সুকঠিন।

যদি ভ্রম, মত্ততা বা মোহ বশতঃ নিন্দা-বাক্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তবে অর্দ্ধেক দণ্ড হইবে।

কুষ্ঠগ্রস্ত বা উন্মাদ কি না, এ সম্বন্ধে চিকিৎসক বা প্রতিবেশীর প্রমাণই সমধিক গ্রাহ্য হইবে। ক্লীবত্ব সম্বন্ধে স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য এবং মূত্রফেন * ও পূরীষ জলে নিমজ্জিত হয় কি না, এই সকল প্রমাণ গৃহীত হইবে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও জাতি-ভ্রষ্টের মধ্যে, যদি নিম্ন-শ্রেণীস্থ কোন ব্যক্তি, উচ্চ-শ্রেণীস্থ কাহারও প্রকৃতি সম্বন্ধে অপবাদ দেয়, তবে তিন পণ বা তদূর্দ্ধ দণ্ড হইবে। যদি উচ্চ-শ্রেণীস্থ কেহ নিম্ন-শ্রেণীস্থ কাহারও অপবাদ করে, তবে দুই পণের ন্যূন দণ্ড হইবে। "কুব্রাহ্মণ" প্রভৃতি বচনেও উল্লিখিত দণ্ড হইবে!

শ্রুতোপবাদ † অথবা বাজীকর, শিল্পী, বাদ্যকরদিগের ব্যবসায় সম্বন্ধে বা জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে অপবাদ করিলে, উল্লিখিত দণ্ড হইবে।

যদি কোন ব্যক্তি অপরকে "আমি তোমাকে এরূপ করিব" ইত্যাকার বাক্যে ভয় দেখায়,তাহা হইলে এই প্রকার অহঙ্কারী ব্যক্তির যে অর্থদণ্ড হইবে, তদপেক্ষা যে উহা কার্য্যে পরিণত করিবে, তাহার দ্বিগুণ দণ্ড হইবে।

যদি কোনও বক্তি,তাহার বিভীষিকা কার্য্যে পরিণত করিতে অশক্ত হইয়া, উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া অথবা মত্ত হইয়া, মোহ-বশতঃ এরূপ করিয়াছে বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে তাহার দ্বাদশ পণ দণ্ড হইবে। ‡

* Scum of urine. † "Regarding learning." ‡ যাজ্ঞবল্ক্য, ২১১—২১৪।

যদি কোন ব্যক্তি শত্রুতাবশে অপরকে ভয় প্রদর্শন করে, তবে সে ভীত ব্যক্তির মঙ্গলার্থ চিরজীবনের জন্য প্রতিভূ দিবে। *

স্বদেশ বা স্বগ্রামের নিন্দা করিলে প্রথম প্রকারের, স্বজাতির বা সঙ্ঘের নিন্দা করিলে মধ্যম প্রকারের এবং দেবতা ও চৈত্যের নিন্দা করিলে উত্তম প্রকারের অর্থদণ্ড হইবে।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

দণ্ডপারুষ্য। †

কোন ব্যক্তি হস্ত, কর্দ্দম, ভস্ম অথবা ধূলিদ্বারা অপরের নাভির নিম্নস্থ কোনও স্থান স্পর্শ করিলে তিন পণ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। যদি পদ দ্বারা স্পর্শ করা হয়, অথবা লালা, মূত্র, মল প্রভৃতি নিক্ষেপ করা হয়, তবে দ্বাদশ পণ দণ্ড হইবে। যদি ঐ সকল দ্রব্যাদি নাভির উর্দ্ধদেশস্থ কোন স্থান স্পর্শ করে, তবে উল্লিখিত দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ড ও মস্তকে স্পর্শ করিলে চতুর্গুণ দণ্ড হইবে।

যদি উচ্চবংশীয় ব্যক্তির প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করা হয়, তবে পূর্ব্বোক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ ও নিম্ন-বংশীয় হইলে অর্দ্ধেক দণ্ড হইবে। পরস্ত্রীর প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করিলে, দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। যদি অমনোযোগ, মত্ততা অথবা মোহাবেশে ঐরূপ ঘটিয়া থাকে, তবে অর্দ্ধেক দণ্ড হইবে।

কোন ব্যক্তির বস্ত্র, পদ, হস্ত বা কেশ আকর্ষণ করিলে, ছয় পণের ঊর্দ্ধ দণ্ড হইবে। অপরের শরীর পীড়ন, বেষ্টন বা আকর্ষণ করিলে

---

* যাজ্ঞবল্ক্য ঐ † (Assault) অষ্টাদশ প্রকার বিবাদান্তর্গত বিবাদ বিশেষ।

অথবা অপরের অবয়বের উপর উপবেশন করিলে প্রথম প্রকারের দণ্ড প্রাপ্ত হইবে।

কাহাকেও ভূপতিত করিয়া পলায়ন করিলে, উল্লিখিত দণ্ডের অর্দ্ধেক দণ্ড হইবে। শূদ্র যে অঙ্গ দ্বারা ব্রাহ্মণকে আঘাত করিবে, তাহার সেই অঙ্গ ছেদন করিতে হইবে। *

স্পর্শের জন্য যে দণ্ড হইবে, আঘাতের জন্য তাহার অর্দ্ধেক ক্ষতি-পূরণ স্বরূপ দিতে হইবে। এই নিয়ম চণ্ডাল ও অন্যান্য অপবিত্র জাতির প্রতিও প্রযোজ্য হইবে। হস্ত দ্বারা আঘাত করিলে তিন পণ দণ্ড হইবে; পদ দ্বারা আঘাত করিলে উহার দ্বিগুণ দণ্ড হইবে; যন্ত্র দ্বারা আঘাত করিলে যদি কোন স্থান স্ফীত হয়, তবে প্রথম প্রকারের দণ্ড হইবে। আঘাতে জীবন-বিপন্ন হইলে মধ্যম প্রকারের দণ্ড হইবে।

কাষ্ঠ, লোষ্ট্র, প্রস্তর, লৌহ দণ্ড বা রজ্জু দ্বারা আঘাত করিলে চতুর্ব্বিংশতি পণ অর্থদণ্ড হইবে। দুষ্ট শোণিত ব্যতীত † অপর

* শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্যাম শাস্ত্রী বলিতেছেন,—"This singular passage dealing with an abnormally high punishment for a minor offence is evidently an interpolation as it is inconsistent not only with the author's principle of gradation in punishments proportional to crimes, but also with his intention to get rid of mutilation of limbs by fines levied in lieu thereof."—অর্থাৎ পণ্ডিত মহাশয়ের মতে, লঘু পাপে গুরুদণ্ড-চাণক্যের মতানুমোদিত নহে; সম্ভবতঃ, উহা লিপিকর প্রমাদ। এতদুত্তরে, আমাদের মত এই যে পুরাকালে ব্রাহ্মণকে যেরূপ প্রাধান্য দেওয়া হইত, তাহাতে শূদ্র কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণের অঙ্গচ্ছেদ হইলে যে "লঘু পাপে গুরু দণ্ড" হইবে, তাহাতে কিছুই আশ্চর্য্য নাই।

† "Bad or diseased blood."

শোণিত-পাত হইলে দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। শোণিতপাত ব্যতিরেকে আঘাত করিয়া মৃতকল্প করিলে, হস্ত, পদ বা দন্ত ভগ্ন করিলে, কর্ণ বা নাসাচ্ছেদ করিলে এবং দুষ্ট ব্রণ-কর্ত্তন ব্যতীত অন্যান্য অপরাধে, প্রথম প্রকারের দণ্ড হইবে। উরু বা গ্রীবায়, বা চক্ষুতে আঘাত করিলে, অথবা যে আঘাতে আহার বা বাক্য-রোধ হয়, অথবা অঙ্গ-হানি হয়, সেই সকল অপরাধে দ্বিতীয় প্রকার দণ্ড হইবে; অধিকন্তু আঘাতকারীর চিকিৎসার ব্যয়ও বহন করিতে হইবে।

যদি দেশ ও কাল হেতু তৎক্ষণাৎ অপরাধী ধৃত না হয়, তবে চতুর্থ খণ্ডে বর্ণিত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

দলবদ্ধ হইয়া আঘাত করিলে, দলভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির দ্বিগুণ দণ্ড হইবে।

গুরুদেব বলেন যে, পুরাতন কলহের জন্য কোন শাস্তি-প্রয়োগ করা হইবে না। কিন্তু কৌটিল্য বলেন যে, অপরাধীকে কোন প্রকারেই নিষ্কৃতি দেওয়া হইবে না।

গুরুদেব বলেন যে, যে সর্ব্বাগ্রে রাজদ্বারে বিচারপ্রার্থী হয়, সেই জয়লাভ করে, কারণ ক্লিষ্ট হইয়াই সে সর্ব্বাগ্রে বিচারপ্রার্থী হয়। কিন্তু কৌটিল্য এরূপ মত সমর্থন করেন না। তিনি বলেন যে, সাক্ষীর প্রমাণের উপরই সত্যাসত্য নির্ভর করে। সাক্ষীর অভাব হইলে আঘাত এবং কলহ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত না হইলে, সেই দিবসেই দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিতে হইবে।

কলহকালীন কেহ কোন দ্রব্য অপহরণ করিলে তাহার দশ পণ দণ্ড হইবে। স্বল্প মূল্যের দ্রব্যাদি বিনষ্ট করিলে ক্ষতিপূরণ ব্যতীত দ্রব্যের মূল্য প্রদান করিতে হইবে। বসন, রত্ন, সুবর্ণ, সুবর্ণ-মুদ্রা এবং

পণ্যাদি বিনষ্ট হইলে প্রথম প্রকারের অর্থ-দণ্ড ব্যতীত দ্রব্যের মূল্য প্রদান করিতে হইবে।

আঘাত করিয়া অপরের প্রাচীরের ক্ষতি করিলে তিন পণ অর্থদণ্ড হইবে; প্রাচীর ভগ্ন করিলে, ছয় পণ দণ্ড হইবে; অধিকন্তু, প্রাচীর পুনর্নিৰ্ম্মাণ করিয়া দিতে হইবে।

অপরের গৃহমধ্যে অনিষ্টকর দ্রব্য নিক্ষেপ করিলে; তিন পণ অর্থ-দণ্ড হইবে; প্রাণ-হানিকর দ্রব্য নিক্ষেপ করিলে, প্রথম প্রকারের দণ্ড হইবে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তুকে যষ্ঠি প্রভৃতি দ্বারা আঘাত করিলে ২।১ পণ দণ্ড হইবে; শোণিত-পাত করিলে দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। বৃহৎ চতুষ্পদ হইলে, দ্বিগুণ দণ্ড ব্যতীত জন্তুর চিকিৎসার ব্যয়-বহন করিতে হইবে।

নগর-নিকটস্থ উপবনের ফল, বৃক্ষের অঙ্কুর, বা পুষ্প বিনষ্ট করিলে বা ছায়াবান বৃক্ষ ছেদন করিলে, ছয় পণ দণ্ড হইবে। বৃক্ষের কাণ্ড-ছেদন করিলে প্রথম প্রকারের দণ্ড হইবে এবং কোন বৃক্ষ ভূমিসাৎ করিলে মধ্যম প্রকারের দণ্ড হইবে। পুষ্প, ফল, ছায়া-প্রদানকারী গুল্ম বা লতা ছেদনাদি করিলে অৰ্দ্ধেক দণ্ড হইবে। পুণ্যস্থান, তপোবন এবং শ্মশানজাত বৃক্ষাদি ছেদনাদি অপরাধেও উপর্য্যুক্ত বিধি প্রচলিত হইবে।

সীমা-নির্দ্ধারক, পূজার্হ বা রাজোদ্যানস্থ বৃক্ষাদি ছেদন বা নষ্ট করিলে, অপরাধীর দ্বিগুণ দণ্ড হইবে।



বিংশ অধ্যায়।

— * —

দ্যূত-ক্রীড়া ও অন্যান্য অপরাধ।

চৌর বা গুপ্তচরের অনুসন্ধানের জন্য যাহাতে একই স্থানে দ্যূতক্রীড়া হয়, দ্যূতশালাধ্যক্ষ তাহার ব্যবস্থা করিবেন। অন্যত্র দ্যূতক্রীড়া হইলে দ্বাদশ পণ দণ্ড হইবে।

গুরুদেব বলেন যে. দ্যূতক্রীড়া সম্পর্কীয় অভিযোগে জেতার প্রথম প্রকার ও বিজেতার দ্বিতীয় প্রকার অর্থদণ্ড হইবে। কৌটিল্য ইহাতে আপত্তি করেন; কারণ, বিজেতার দ্বিগুণ শাস্তি হইলে, কেহই রাজার নিকট অভিযোগ আনয়ন করিবে না। দ্যূতক-গণ প্রায়শঃ কূট ক্রীড়ক; সেইজন্য দ্যূতাধ্যক্ষ সচ্চরিত্র হওয়া আবশ্যক এবং তিনি 'কাকণ' গ্রহণ করিয়া অক্ষ নিষ্ক্রয় দিবেন। দ্যূতাধ্যক্ষ-দত্ত অক্ষ পরিবর্ত্তন করিলে, দ্বাদশ পণ দণ্ড হইবে। কূট-ক্রীড়ক প্রথম প্রকারের অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে এবং প্রতারণা ও চৌর্য্যের জন্যও দণ্ডিত হইবে। অধিকন্তু, ক্রীড়ালব্ধ অর্থ রাজকোষ-ভুক্ত হইবে।

অধ্যক্ষ, প্রত্যেক জেতার নিকট হইতে শতকরা পাঁচ পণ গ্রহণ করিবেন; অধিকন্তু, স্থান, জল-সরবরাহ ও অনুমতি-পত্রের মূল্য গ্রহণ করিবেন। অধ্যক্ষ কূট ক্রীড়া নিষেধ না করিলে তাঁহার দ্বিগুণ দণ্ড হইবে।

বিদ্যা এবং শিল্প-শিক্ষা ব্যতীত সর্ব্বত্রই এই সকল নিয়ম প্রযোজ্য হইবে।

কোনও ব্যক্তি নির্দ্ধারিত সময়ে বা স্থানে দ্রব্যাদি প্রত্যর্পণ না করিলে, নির্দ্ধারিত নিয়ম অবহেলা করিয়া কোনও বৃক্ষচ্ছায়ায় এক যামের

অধিককাল উপবেশন করিলে, দুর্গ-দ্বার বা নদী উত্তীর্ণ হইবার কালে ব্রাহ্মণ বলিয়া শুল্ক-প্রদানে নিষ্কৃতি-লাভের চেষ্টা করিলে, এবং প্রতিবেশীর নিন্দা করিলে, অপরাধীর দ্বাদশ পণ দণ্ড হইবে।

যখন কোন ব্যক্তি, তৃতীয় ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত করিবার জন্য দত্ত সম্পত্তি তৃতীয় ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ না করে, ভ্রাতৃজায়ার হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ করে. * * নিষিদ্ধ পণ্য বিক্রয় করে, মুদ্রাঙ্কিত দ্বার ভঙ্গ করে, সামন্ত বা প্রতিবেশীকে আঘাত করে, তখন তাহার ৪৮ পণ অর্থদণ্ড হইবে।

কর-গ্রহণে ক্ষমতা-প্রাপ্ত কোনও ব্যক্তি কর আত্মসাৎ করিলে, বিধবার সতীত্ব নষ্ট করিলে, চণ্ডাল আর্য্যাকে স্পর্শ করিলে, বিপদে পতিত কোনও ব্যক্তির সাহায্যার্থ ধাবিত না হইলে, বা কেহ বিনা কারণে ধাবিত হইলে, উহার সাত পণ দণ্ড হইবে।

ক্ষমতা প্রাপ্ত না হইলেও যে অপরাধীকে শপথ করাইয়া পরীক্ষা করে, রাজকর্ম্মচারী না হইয়াও যে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পশুকে প্রজনন শক্তিহীন করে, * * তাহার প্রথমাকারের দণ্ড হইবে।

পিতা ও পুত্র, স্বামী ও স্ত্রী, মাতুল ও ভাগিনেয়, শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে কেহ স্বধর্ম্মত্যাগী না হইলেও, যদি একে অপরকে ত্যাগ করে, তবে ত্যাগকারীর প্রথম প্রকারের দণ্ড হইবে। যদি কেহ গ্রাম মধ্যে নিজ সহকারীকে ত্যাগ করে, তবে অপরাধীর প্রথম প্রকারের দণ্ড হইবে। কান্তারে পরিত্যাগ করিলে মধ্যম প্রকারের এবং কান্তার মধ্যে ভয় প্রদশন করিয়া সমভিব্যাহারীকে পরিত্যাগ করিলে অপরাধীর উচ্চতম দণ্ড হইবে।

একত্র যাত্রা করিয়া সহচরকে পরিত্যাগ করিলে, অপরাধীর পুর্ব্বোক্ত দণ্ডের অর্দ্ধেক দণ্ড হইবে।

কোনও ব্যক্তি অপরকে অন্যায়-রূপে আবদ্ধ করিলে, অথবা আবদ্ধ রাখিবার সহায়তা করিলে, কারাগৃহ হইতে বন্দীকে মুক্ত করিলে বা বালককে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে, অপরাধীর সহস্র পণ দণ্ড হইবে।

অপরাধের গুরুত্ব ও অপরাধীর পদমর্য্যাদানুযায়ী দণ্ডের হ্রাস-বৃদ্ধি হইবে।

তীর্থযাত্রী, তপস্যা-নিরত সন্ন্যাসী, পীড়িত, ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, ক্লান্ত-ব্যক্তি, জনপদবাসী, দণ্ডখুন্ন ও নিষ্কিঞ্চনকে করুণা প্রকাশ করিতে হইবে।

দেবতা, ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী, বালক, বৃদ্ধ, ব্যথিত এবং অনাথ সম্পর্কীয় কার্য্যে অভিযোগ না হইলেও, বিচারকগণ উহার প্রতিবিধান করিবেন।

বিদ্বান্, বুদ্ধিমান, বীর্য্যবান, সদ্বংশজাত এবং ঐশ্বর্য্যবান্ পুরুষ-দিগের সম্মান করিতে হইবে।

বিচারক-গণ সর্ব্বপ্রকার প্রতারণা দুরীভূত করিয়া, অবিচলিত চিত্তে এবং মিষ্টভাষী হইয়া সকল বিবাদ নিষ্পত্তি করিবেন।

তৃতীয়-খণ্ড সমাপ্ত।

(প্রথম কল্প শেষ।)

